রেফ

তিলোত্তমা মজুমদার

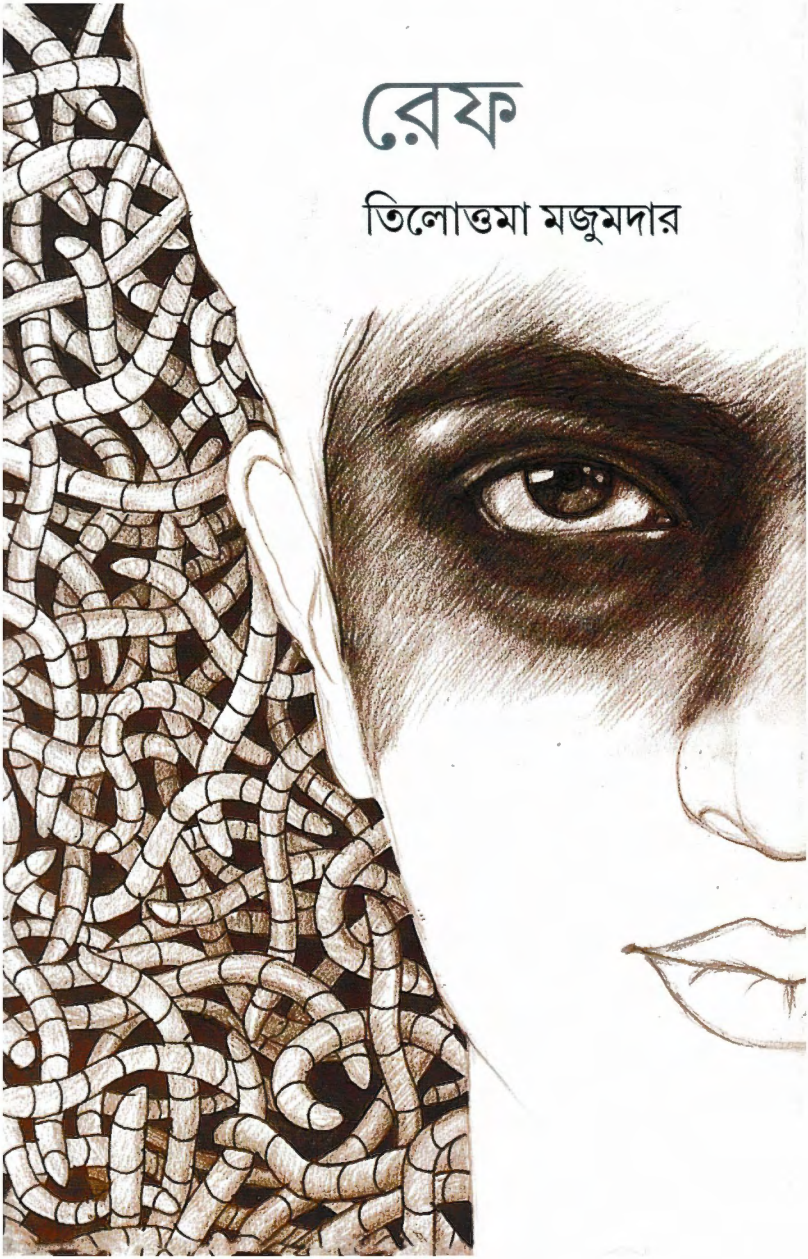

~ www.amarboi.com ~

রেফ

তিলোত্তমা মজুমদার

আনন্দ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাজীব রহমান

বন্ধুবরেষু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাদের প্রকাশিত
এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

অমৃতানি
আজও কন্যা
ঋ (গল্প)
একতারা
এসো সেপ্টেম্বর
চাঁদের গায়ে চাঁদ
চাঁদু
জর্মের চোখ
জল ও চুমুর উপাখ্যান
জোনাকিরা
ধনেশ পাখির ঠোঁট
পঞ্চাশটি গল্প
প্রহাণ
প্রেতযোনি
বসুধারা
মানুষশাবকের কথা
রাজপাট
শামুকখোল
স্বর্গের শেষপ্রান্তে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিড়ি খাচ্ছিল। চওড়া সিঁড়ির একেবারে উঁচুতলার ধাপে তিনজন। তাদের কোল ঘেঁষে ঠিক নীচের ধাপে দু'জন। রঙিন ফুল-ছাপ নকশাদার হাঁটু-ছাড়ানো আধপেন্টুল, রংদার হাত-কাটা গেঞ্জি। প্রায় চাঁদি পর্যন্ত মুড়িয়ে কাটা চুলের বাহার একেবারে শৃঙ্গে এক-একজনের এক-এক আকার নিয়েছে। তাতে সবুজ, সোনালি, গোলাপি রঙের ছোপ। কানে দুল। হাতে বালা। একজন বাদে বাকি চারজনেরই। আকার-প্রকারে সকলেই প্রায় সমান। তবে স্বাস্থ্য ও উচ্চতার তারতম্য তো থাকবেই। সবচেয়ে বেঁটে যে, তার নাম গাব্বু। সবচেয়ে লম্বা টনটন। যে চুল রাঙায়নি, দুল পরেনি, সে সানি, তার একটা ভাল নাম আছে, সন্দীপ। বাকি দু'জন খোকনা আর ছোটকু।

চুলগুলি পঁচিশ টাকা দিয়ে কাটানোর পর অবশিষ্ট অংশ রাঙানোর বাসনায় চারজনই পাঁচ টাকা খরচ করে একটি করে রঙের স্যাশে কিনল যেদিন, সঙ্গে আরও পাঁচ টাকার শ্যাম্পু, সানি শুধু শ্যাম্পুই কিনছে দেখে খোকনা বলেছিল, "কী বে, চুলে কালার করবি না?"

সানি গম্ভীর জবাব দিয়েছিল, "ওসব কালার ফালারে আমি নেই। জয়ও তো চুলে কালার করে না! এমনিতেই শালা পঁয়ত্রিশ টাকা চুলের পিছনে ঢিস হয়ে গেল!"

একটা ঝকঝকে স্মার্ট ফোন কেনার জন্য টাকা জমাচ্ছে সানি। সবাই জানে। জয় একেবারে মহাত্মা গাঁধী রাস্তার উপর ফোনের দোকান খোলার পর থেকে সানি স্মার্টফোনের ভাবনাটা মাথা থেকে তাড়াতে পারছে না। বরাবরই সে গম্ভীর ধরনের। ইদানীং আরও কম কথা বলে।

লাল-সবুজ-সোনালি চুলের বাহার নিয়ে, বিড়ি ফুঁকতে-ফুঁকতে নিজের লম্বা ঠ্যাং হঠাৎ সামনে এগিয়ে দিল টনটন। নীচের ধাপে বসা একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
লোকের গায়ে লাগল। লোকটি ফিরে দেখবেই। টনটন আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়ি খাচ্ছে। যেন কিছুই জানে না। লোকটি ফিরে দেখল। কিছুই বলল না। টনটন আবার তার গায়ে পা লাগাল। মজা।

লোকটি এবার ফিরেও তাকাল না। দু'ধাপ নেমে বসল। তার গালে কাঁচা-পাকা দাড়ি। চুল এলোমেলো। পুঁটুলির মতো একটা ঝোলা আঁকড়ে ধরে আছে। পোশাক অপরিচ্ছন্ন। ওইটুকু যে ফিরে তাকাল, তারই মধ্যে ধরা ছিল আশঙ্কা, অসহায়তা। তাকে পায়ের দ্বারা স্পর্শ করা হয়েছে, তার জন্য একটুও রাগ নেই, বরং বিস্ময়।

খোকনা বলল, "লোকটা মড়া।"

ছোটকু বলল, "একটু চেটে আসি। কেয়া জানে, বিজ়নেস মে লাগ যায়গা।"

সে পিছনের ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে অনেকটা নীচে নেমে গেল। তারপর আবার সিঁড়িতে বসে থাকা লোকজন কাটিয়ে উঠতে লাগল।

জরুরি বিভাগের ঠিক উলটোদিকে অনেক চওড়া ধাপ। খানিকটা সমতল। আবার সিঁড়ি। তারপর এম সি এইচ বিল্ডিং। চওড়া বাড়িটি। মোটা স্তম্ভ ও বিশাল কাচের জানলাসমেত জবরদস্ত ব্রিটিশ স্থাপত্য। ভেঙে পড়ছিল। বেশ কয়েক বছরের জন্য একটা অংশ খালি করে দেওয়া হয়েছিল। মেরামতি চলছিল আসলে। এখন আবার চালু হয়েছে। চওড়া বারান্দায় পরপর কয়েকটি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান।

পাঁচজনের মধ্যে একমাত্র সানিই স্কুলস্পর্শী ভারতসন্তান। ইংলিশ মিডিয়াম। ক্লাস নাইন পর্যন্ত টেনেছিল। অনুপ্রেরণা ছিল বাপের লিকলিকে ছড়ির বাড়ি, যে বস্তু দিয়ে সে কুত্তাদের সহবত শেখাত।

সানির বাবার প্রয়াণ ঘটেছে, তাই তারও আর স্কুলে যাওয়া হয়নি। ইতিহাস ততখানি করুণ ও গতানুগতিক নয়, বরং এক মধ্যবয়সি প্রেম গনগনে আগুনের ভিতর দাঁড় করিয়ে দিল কয়েকটি মানুষকে।

কুকুরের প্রশিক্ষক লোকটা সানিকে যেমন ছড়িশাসন করত, তেমনি বউকেও। ছড়ি মারত না অবশ্য। মুখে মারত। মনে মারত। কোথাও মিশতে দিত না, কোথাও যেতে দিত না। সামান্য ভুলচুক হলে বলশালী হাতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
চেপে ধরত কাঁধ। আর ভারী সন্দেহ। সন্দীপের উপস্থিতিতেই ছিল তার আবর্জনাময় প্রকাশ।

"পরদা তুলে কী দেখছিলে?"

"কই কিছু না তো। এমনিই।"

"এমনি তো দেখছিলে কেন? দুনিয়ার লোক ওখানে ভুবন দেখিয়ে চান করে। খুব আরাম হয়, না?"

"কীসব বলছ ছেলের সামনে?"

"চুপ শালি। বীভৎস শকুন। আর একদিন দেখলে চোখ গেলে দেব।"

রাত্তিরে অনিবার্য রমণ। লোকটার খিদে খুব। পেটে ও তলপেটে। লম্বা-চওড়া। পেটানো স্বাস্থ্য। বড়লোকের বড়-বড় কুকুরদের সহবত শেখায়। খুব তেজ। কুকুরের মালিকদের কাছে নিস্তেজ অবশ্য। ভারী বিনয়ী। ভদ্র ও সুশীল। চৌকাঠ পেরিয়ে নিজের ঘরে ঢোকে যখন, সর্বাঙ্গে কুকুরের গন্ধ ও ভাদ্রকাল্যে আকাঙ্ক্ষা। মনে কুকুরের রাত্রিকালীন একরোখা তেজঃপুঞ্জ যার খানিকটা ছড়ি দিয়ে গড়ায় পুত্র সন্দীপ ইস্কুল পালালে, কোনও বদমায়েশি করেছে নালিশ এলে। বাকি তেজঃরাশি ফোয়ারার ফেনা তুলে উৎক্ষেপণ করার যন্তর তো ভগবানের দান, ছোটখাটো বউটার হাঁসফাঁস দশা হত সামলাতে। ধামসা মাদলের শব্দে জেগে ওঠা সানি জোরে চোখ বন্ধ করে কুঁকড়ে থাকত বিছানার কোণে যেন জাগেইনি, কোনওদিন জাগবেও না।

আর বউমণি সব সহ্য করত এই ভেবে, "আমাকে ওর চাই। আছে। প্রেম আছে। একটু কড়ারকম, এই যা।"

প্রেম!

লোকটা ধ্রাম ধ্রাম চ্যাঁচাত। একদিন আর চেঁচাল না। মুখখানা হাসি-হাসি। অন্যমনস্ক।

লোকটার গায়ে থাকত কুকুরের ধুম্বো ডগসা গন্ধ। এন্তার সুগন্ধী চাপাতে লাগল।

গপগপ খেত স্নান করেই। এখন ফোনে ফিসফিসিয়ে গপ্পো করার দিকে ঝোঁক।

রাত্তিরে ছোটখাট বউটা প্রেমে ধর্ষিত হওয়ার অপেক্ষায় দিন গোনে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
লোকটা বাড়িই ফেরে না মাঝে-মাঝে। ছেলেটা টের পেল তার ভিতু-ভিতু মা নিপীড়িত হওয়ার অধিকার হারাচ্ছে। পিঠে ছড়ি পড়ছে না সত্ত্বেও তার নিজের সুখ ছিল না।

জন্ম থেকেই দেখে মা লুকিয়ে কাঁদে। তবু রাঁধে। চুলও বাঁধে। ঘরদোর গুছোয়। একদিন মা কেবল কাঁদতেই লাগল। উনুন জ্বলেনি। বিছানায় মশারি ঝুলছে। ঘরের বস্তু ছড়ানো-ছেটানো। মা যেন হঠাৎ অলস অকর্মণ্য! সন্দীপ বলল, " মা খেতে দে।"

"ওরে। আমাদের সর্বস্ব গিয়েছে।"

"তোর গয়না চুরি গেল নাকি? বাবা জানে?"

"আসল জিনিসটাই নেই রে। আমরা নিঃস্ব।"

"হেঁয়ালি, ধাঁধা, সুদোকু, রহস্য জঘন্য।"

"তোর বাবা একজনকে ভালবাসে।"

"ভালবাসে? বাবা? সম্ভব?"

"কেন নয়? মানুষ তো! কখন কাকে ভালবেসে ফেলে!"

"বাবা যে মানুষ, আমার মনে ছিল না মা। যাই হোক, এবার কী!"

"আমাদের সঙ্গে আর থাকবে না।"

"থাকবে না? মা, আমরা কী খাব?"

"বিষ খাব। খাবি? চল, মরে যাই দু'জনে।"

"মরে যাব? এখন কেন?"

"কবে?"

"সে যখন মরব তখন। এখন পেটের ধান্দা করতে হবে।"

"বেঁচে থাকা মানে কি শুধু পেট? নাকি বেঁচে থাকা মানেই পেট! কী রে, সোনা, বল তো?"

"বেঁচে থাকা মানে কি রামপ্যাঁদানি? বড় ছোটকে মারবে?"

"ভালবাসতেও তো পারল। আমাকে তো বলল, এক ক্লায়েন্ট আছে, কণিকা খান। আমি তাকে ভালবাসি।"

"তা হলে কি বেঁচে থাকা হঠাৎ কণিকা খান কি পেয়ার? আর আমাদের হুসহুস বেড়ালখেদানো? বেড়ালরা খাবে কী?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"যেখানে-যেখানে বলবে, সই করে দিলে মাসে পাঁচ হাজার টাকা দেবে।"

"না করলে?"

"কিছুই দেবে না।"

"তুই কী করবি মা? থানায় যাবি?"

"ও তোর বাবা। ওকে থানায় ঢোকাব?"

"ঢোকাবার আর জায়গা কোথায়?"

"সই করে দেব।"

"আমার স্কুলের টাকা?"

"পারবে না।"

মোটামুটি ভদ্র বাড়িতে থাকত। ছোট। তবু বাসযোগ্য। বাপ ভালবাসতে জানত না। হঠাৎ কোন ভাদুরে হাওয়ায় কোনও এক কুক্কুরীর একাকিনী মালকিন লোকটার হৃদয়ে আঙুল ঢুকিয়ে প্রেম টেনে আনল বোতলের ভিতরে ঢুকে যাওয়া ছিপি বার করার মতো। ফলে সন্দীপ হারাল তার স্কুল। এই প্রথম সে আবিষ্কার করেছিল, যতই ফাঁকি দিক, স্কুলটিকে সে ভালবেসেছিল। সত্যিকারের চোখের জল দু'ফোঁটা শুষে নিল স্কুলের ধুলো। অন্য কোনও স্কুল? চুঃ! টিয়া টিয়া বনের টিয়া! আপন মনে উড়বে। পিয়াল বনের শিয়াল। খামখেয়ালে চলবে।

এক প্রেম! ফলে সন্দীপ হারাল ভদ্র পাড়ার বসবাস। মায়ের গয়নাবেচা পঞ্চাশ হাজার টাকা সেলামি দিয়ে মাসিক দু'হাজারি ঘরখানা। কলাবাগান বস্তিতে। মস্তিতে থাকে লোক এখানে। আবর্জনার স্তূপের পাশে গ্যাস জ্বেলে বিরিয়ানি রন্ধন করে খুশবু ছাড়ে বিস্তর। লোকে লাল পলিমারের চেয়ারে বসে বিরিয়ানির সুসিদ্ধ মাংস ছিঁড়ে খায়। পাশেই কুকুরগুলো ঝগড়া করে। কেউ খুশবু, কেউ বদবু।

এক ভাদর-ভাদর ভরা নদীর প্রেম। সন্দীপ হারাল দু'বেলা নিশ্চিন্ত আহার। নিশ্চিত জর্জর প্রহারের সঙ্গে নিশ্চিত আশ্রয় আর সন্দীপ নামটা। বাঁ হাতের উদ্বৃত্ত কড়ে আঙুলের মতো জন্মসঞ্জাত ত্রুটি হয়ে সেখানা ঝুলতে লাগল তার অস্তিত্বে। সে পাকাপাকি সানি হয়ে গেল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সানি দলপতি। কলাবাগানের ফলিত কলা সব। নবাগত সানি নবম শ্রেণি, ইংলিশ মিডিয়াম। অন্যদের আনপড় মাথা শ্রদ্ধায় নুয়ে আসে।

বিধ্বস্ত লোকটার সামনে গিয়ে চারদিক দেখল ছোটকু একবার। মুখে পানমশলা। ছপরছপর চিবোচ্ছে। ভুর ভুর গন্ধ। দূরের ন্যায্যমূল্যের ঔষধের দোকান দেখে কী ভাবোদয় হল, একটু দাড়ি চুলকোল, শিরা-ওঠা গাঁটালো হাত-পা প্রায় প্রত্যেকের, ব্যতিক্রম গাব্বু। সে শুধু খর্বোত্তমই নয়, তলতলে নরম, গোলালো।

আরও একদিকে সে আলাদা। ছেলে দর্জিপাড়ার মর্জিবাজ। ফোলাফাঁপা উড়ো খই হয়ে কলাবাগানের কলার দলে ভিড়ে গিয়েছে। ক'মাস আগেও নীলরতন সরকার হাসপাতালে ঠেক মারত, এখন ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঠেকেছে। যেন গেণ্ডুপেণ্ডুদের দোলন চিত্র! একবার এদিক, একবার ওদিক।

নীলরতন ছাড়ার পিছনে অবশ্য ট্র্যাজেডি একটা আছে। ইটের পাঁজরে, লোহার খাঁচায়, দূষিত পুকুরে পচা জলাশয়ে বন্ধুত্বের বিয়োগান্তক ইতিকথা।

তখন ইঞ্জিন আর হাড়কাটা বলে দু'জনের সঙ্গে খুব আঠা হয়েছিল। সস্তায় মাল জোটাত। পাউডার। বিড়িফিড়ি তো কথাই না। পার্ক সার্কাস বড়বাজার রুটের বাসের চোর একজন, অন্যটা গাঁটকাটা। এ ওর সাক্ষী। তাতে বন্ধুত্বে ছ্যাঁদা হয় না। জালে ভাল মাছ উঠলেই মোচ্ছব।

ইঞ্জিন হারিয়ে যাওয়া বকপাখি আর হাড়কাটা ওই গলির পরিত্যক্ত গর্ভস্রাব। কিন্তু দু'জনেই 'দিল' বিষয়ে দিল্লির মহান রাজনীতির মতো স্পর্শকাতর। লোকের গাঁট কেটে, উস্তাদকে সেলামি দিয়ে যা পায়, ব্যয় করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বলে, মেয়েদের ব্যাগ কেটে মজা বেশি। মেয়েছেলেরা সবসময় গুচ্ছ টাকা রাখে।

সানি, টনটন অ্যান্ড কোম্পানি যেত মস্তির আকর্ষণে। নীলরতন মেডিকেল মানে উদোম স্বর্গ। রোঁয়া ওঠা ঘেয়ো কুকুরের পাশে পড়ে থাকে ততোধিক ঘেয়ো লোক। হাতে বাটি। পাশে লাঠি। কে যাচ্ছে, কে আসছে কোনও হিসেব নেই। লোক একেবারে মাছির মতো ভনভন করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইঞ্জিন আর হাড়কাটার প্রিয় জায়গা। যেখানে খুশি শুয়ে পড়ো। স্নান, শোধন, শুচিতার অঢেল আয়োজন।

"এই এত বড় বাড়িটা সব আমাদের।"

"যেদিন পকেট ফাঁকা থাকে, হাসপাতালের ভাত খাই।"

গুঁড়ো খেতে হয় গামছায় মাথা ঢেকে। ছিলিম খেলে একটু ঝোপজঙ্গল। মদ খেলে কোনও ঝামেলা নেই। কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতলে পুরে যেখানে খুশি বসে খাও।

"শুকনো গুঁড়োয় অভ্যাস হয়ে গেলে মাইরি মদ-বিয়ার সব মায়ের দুদু মনে হয়!"

"তুই দুদু খেয়েছিস?"

"দুধ কে খায়নি বে!"

"কেমন খেতে, মনে আছে?"

"হিঃ হিঃ হিঃ! চল বে। মনে করে আসি।"

"দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবি?"

"না, পুলিশের ডান্ডা দিয়ে মেটাব বে।"

তখন নিশুতি রাত। হাসপাতালে গিজগিজে লোক নেই। বিজবিজে গাড়ি নেই। পথের ধুলোও ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোকরা ডাক্তার ঘুমোচ্ছে। ডবকা নার্স জেগে আছে। ছোকরি ডাক্তারনি প্রেমিকের আঁশটে প্রস্তাবের কাছে আত্মসমর্পণ করবে কি না ভাবতে-ভাবতে নাভিশ্বাস ওঠা রোগীর বুকে স্টেথো বসাচ্ছে।

সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল, শুধু একটি স্পেশাল সাদা গুঁড়ো পাওয়া গিয়েছে বলে কলাবাগান আজ নীলরতন সরকারে। বাড়ি ফিরতে রাত হবে। কত রাত? কে ভাবে? ভাবলেই বা পাত্তা দেয় কে!

ইঞ্জিনের পকেট গরম। ভরপেট মাংস খাইয়েছে। 'মহারাজ' হোটেলে খালি মাংস আর ভাত। হেভি সস্তা। খেল সব। দু'বাটি করে। ঢেকুর তুলতে-তুলতে এসে হাসপাতালে বড় পুকুরের ধারে বসল। এই রাতে গামছার চাঁদোয়া নিষ্প্রয়োজন। আকাশ ভরা ইলেকট্রিক বাতি। কমলাটে আলো পড়েছে পুকুরে। কত না পরিত্যক্ত বিষয়আশয় ভেসে আছে জলে। প্লাস্টিক। কন্ডোম। ওষুধের বোতল। স্যালাইনের ডিবে। ক্যাথিটার নল। সিরিঞ্জ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ডুবেও আছে কত কিছু। কুষ্ঠরোগীর ব্যান্ডেজ থেকে ব্লাডসিক্ত স্যানিটারি ন্যাপকিন। পাগলের পাজামা থেকে নেশাড়ুর অনাবশ্যক স্বপ্ন পর্যন্ত। পুকুরের জল ছুঁয়ে আছে রোগীর মুখের অথবা পেটের দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুস্তর।

জায়গাটা চমৎকার। পকেট থেকে প্যাকেট বের করে ইঞ্জিন বলেছিল, "এই দ্যাখ! এরকম মাল চট করে আসে না। খেলে মনে হবে স্বর্গে উড়ছিস। হেব্বি জিনিস। এই হাড়কাটা, নতুন নোট এনেছিস বে?"

"চারটে, পাঁচশোর পাত্তি। একদম টাটকা। এ টি এম ডেলিভারি।"

"সেটা কে বলল?"

"ও'রম ঝক্কাস নোট আর কার পেট থেকে পড়বে?"

"ধুর। এ টি এম-ফেম ওসব জালি জিনিস। দে। নোটগুলো দে।"

খোকনা সেদিনই দেখে বেরিয়েছিল ঘরে দানা নেই। মা বলল, "ক'টা টাকা হবে রে?"

খোকনার কাছে ছিল। দেয়নি। কেন দেবে? বেমালুম বলেছে "নেই।"

"আছে। দিবি না। ছোট ভাইবোনগুলোর জন্য একটু চাল কিনে দিয়ে যা না।"

"বললাম তো নেই। খাওয়াতে পারো না, জন্ম দাও কেন? এখনও তো পেটে ঢাক নিয়ে ঘুরছ।"

"সে কি আমার দোষ? তোর বাপকে বলগে যা।"

"তো কি আমার দোষ?"

খোকনা বেরিয়ে গিয়েছিল। বাইরে এসে গুনে দেখেছে পঞ্চান্ন টাকা আছে। একবার ভাবল চাল-আটা কিনে দিয়ে আসে। তারপর ভাবল ধুস! কার জন্য কী! শালার বাপ! নেশা আর জুয়ায় সব উড়িয়ে দেয় আর মায়ের পেটে রেতঃ ফেলে দেবশিশু আনায় শুঁটকো-শুঁটকো। তার জন্য খোকনা কেন বডি ফেলতে যাবে!

তবু কী যেন একটা আছে মাথার মধ্যে! বহুত হারামি! ইয়ারের পয়সায় জমিয়ে মাংস খাচ্ছে, হঠাৎ মায়ের মুখটা চড়াক করে উঠল। কী যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বলছিল? ছোট ভাইবোনগুলোর জন্য। নিজের জন্য বলেনি। নিজেই তো একা না। সবসময় দোতলা বাস। তবু 'আমি খাব' বলে না।

এক মুহূর্ত মাংসটা বিস্বাদ লাগল। তখনই ছবিটা দেখাল হাড়কাটা। কী জিনিস! যেমন বিস্ময় ছোট্ট ফোনটা, তেমনই মেয়েটা। বলল, নাকি লোকাল।

"লোকাল মাল এত ভাল!"

"একদম সোনাগাছির। ছবি তুলেছি। তুলতে দেয় নাকি? ছেনাল আছে। ছবির জন্য আলাদা টাকা।"

খোকনা বাড়ির কথা ভুলে গিয়েছিল। তার আবার মাংসের ঝোল ভাল লাগছিল। একরকম মাংস আর-একটার স্বাদ জাগিয়ে তুলল।

এখন, এই চকচকে পাঁচশো টাকাগুলো তারা শুধু শুষবে?

"নেশা যা জমবে, পাঁচদিন পুরো বেহেস্ত।"

সানি যাই করুক, যেখানেই যাক, যত রাত হোক, বাড়ি একবার ফিরবেই। সে বলল, "আমি বেশি শুঁকব না বে।"

ইঞ্জিন: এ জিনিস রোজ-রোজ জোটে না।

গাব্বু: আমাদের এমনিতেও রোজ জোটে না। তুমি যেদিন জোটাও, সেদিনই চাটি।

টনটন: বহুত দাম মাইরি।

হাড়কাটা: ভাল জিনিসের দাম হবেই। সোনাগাছি যা। বুঝবি।

গাব্বু: আমাকে কী বলছিস বে। আমি দর্জিপাড়ার মাল।

টনটন: কলাবাগান কি তুলসীবন নাকি? বুকে আম ধরলেই কত্ত মেয়ে ব্যবসায় নেমে পড়ছে!

সানি: ওসব ছাড়। এখন বানা তো।

খোকনা: পাঁচশো টাকার নোট না পোড়ালে হয় না গুরু?

ইঞ্জিন: খুব মায়া লাগে, না? অত মায়া থাকলে আর নেশা মাড়ানো যায় না, বুঝলি! যা না, বাপের পাশে শুবি যা না। গলা জড়িয়ে।

বাপ তুললে মটকা গরম। মা তুললে তো কিস্‌সা হয়ে যায়। কিন্তু যে ডেকে-ডেকে মাংস-ভাত খাওয়াল, এখন দামি নেশা চাগাচ্ছে, তার বিষয়ে সহনশীল হওয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সানি বলেছিল, "দ্যাখ বে, খাওয়াচ্ছিস, খাচ্ছি। পেলে খাব, না হলে খাব না। তবে এই সাদা গুঁড়ো মাইরি মস্ত জিনিস। আজ প্যাঁদালে কালও ইচ্ছে করে।"

হাড়কাটা: একদম মাগি মাড়ানোর মতো। তোরা তো মাল এখনও বিধবা।

সানি: বিধবা না। বল কুঁয়ারা।

ইঞ্জিন: মাগি লাগানোর মতো বলেই তো এর নাম হিরোইন।

সানি: হেরোইন। আর দুটোই দারুণ খরচ চায়। অত মাল্লু কই?

ইঞ্জিন: তাই তো বলছি, লাইনে আয়। টাকাই টাকা।

গাব্বু: আমি না। আমি লাইনে যেতেই পারব না। আমার বাপ জেলের ইয়ে। একটা পেস্টিজ আছে না?

টনটন: আমার ভয় পাবলিক প্যাঁদানি!

হাড়কাটা: ও তো একটু খেতেই হবে বস। ভাল কামালে একটু ট্যাক্স দেবে না?

টাকায় গুঁড়ো বিছিয়ে তলায় আগুন দিয়ে ধোঁয়া টানা হচ্ছিল। সামান্য টেনেই সানি মুখ সরিয়ে নিল। সিগারেট ধরাল একটা। কোত্থেকে একটা কুকুর এসে তার গা শুঁকছে। একটা নিটোল কুকুর। গলায় বেল্ট। গাব্বু বেল্ট টেনে তার ঠান্ডা নাকে চুমু খেল। কুকুরটা এই আদরে একেবারে আগলু টাগলু হয়ে কোলে চাপে প্রায়। সানি সিগারেটের জ্বলন্ত আগুন তার পশ্চাদ্দেশে চেপে ধরল।

আঁউ!

লাফ দিল কুকুরটা।

আঁউউউউ....তিরবেগে চলে যাচ্ছে দূরে। জ্বালা তাকে তাড়া করছে। সানিকেও।

গাব্বু: কুকুরটাকে ছ্যাঁকা দিলি!

সানি: দিলাম।

সিগারেট ছুড়ে দিল পুকুরের জলে।

খোকনা: গোটা আগুনটা ফেলে দিলি?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সানি: হুঁ! দিলাম!

ধোঁয়া টেনে সকলেই ঢুলু ঢুলু। তবে ভাগ পায়নি বেশি। সিংহভাগ অন্তরে নিয়েছে ইঞ্জিন আর হাড়কাটা! তাদের চোখ প্রায় বন্ধ। তবু জোর করে খোলার চেষ্টা করছিল।

ইঞ্জিন: মাইরি, সিগারেটটা ভাসছে।

হাড়কাটা: তোর কী বে! ওটা কি তোর বাপের সজনে ডাঁটা?

ইঞ্জিন: তুই চিনিস তো। তোর মা-ও চেনে, ভাই আমার।

হাড়কাটা: মা তুলবি না বে।

ইঞ্জিন: তুলব না? তুই যে বাপ তুললি?

হাড়কাটা: বাপ তো আমরা সব্বাই। কিন্তু মা! না! মা নিয়ে কিছু বলা পাপ।

ইঞ্জিন: যা বে তোর আবার মা! তোর তো মেয়েছেলে না হলে চলেই না। ওই গলিতে কাকে চিমকি দিয়েছিস! চিনে দিয়েছিস তোর মা কিনা! হিঃ হিঃ! তুই তো শাল্লা ভ্যাটকু। মাইচ্চো কাঁহিকা।

হাড়কাটা: তুই আমার দিলকে দোস্ত ইঞ্জিন! তুই জানিস হাড়কাটা গলির শুধু না, শিয়ালদা-বউবাজারের কোনও মেয়েছেলেকে আমি টাচ করি না।

ইঞ্জিন: চটে যাচ্ছিস? চল, আর-একটা পাত্তি নিবি চল! এবার শুধু তুই আর আমি! কলাবাগানফাগান বাদ। চল!

হাড়কাটা: তোর সঙ্গে আর থাকব না আমি ইঞ্জিন। তুই আমার মায়ের ইজ্জতে হেরোইন উড়িয়েছিস। আজ থেকে হাড়কাটার কোনও ইঞ্জিন নেই।

ইঞ্জিন: আরে! মা-ই নেই তো মান-ইজ্জত! চুল নেই তার চুলোচুলি! নেশা কাটিয়ে দিচ্ছিস বে চমচম! যা মুখে আসবে, বলব, নইলে আর দোস্তি কীসের বে। তুই কি আমার মাগের বাপ?

হাড়কাটা হঠাৎ কেঁদে ফেলেছিল। সানি, টনটন, খোকনা এরা পাঁচজন তখন ঝিম-ধরা শ্রোতা। চুনকু-ঝোলা দর্শক। ঘুমোতে ইচ্ছে করছে, পারছে না, যদি কুত্তা মুখে মুতে দেয়। একদিন তাদের চোখের সামনে দিয়েছিল এক মাতালের মাথায়। 'শালার বৃষ্টি', বলে লোকটা পাশ ফিরে শুল।

তাদের চেঁচাতেও ইচ্ছে করছিল। কিন্তু হল্লা মচালে রোগীর আত্মীয়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
লোকজন হামলা করতে পারে! আর এ যা খতরনাক নেশা! কিছুতেই হাত-পা মাথার নির্দেশমতো চলতে চায় না। মনে হয় জল ছাড়াই ভুসুকভুসুক ডুবে যাচ্ছে!

মিচকিমিচিক হেসে গাব্বু বলল, "হাড়কাটার মুনুমুনু পেয়েছে। হিঃ!"

সানি বলল, "পেতে পারে। আমাদের মা আছে। ওর নেই। মা মেরি জান! মা গো! এই বে! অনেক রাত হয়েছে। বাড়ি চল।"

টনটন বলল, "আমার মা ভেগেছে।"

"কোথায়?"

"তা জানি না।"

হাড়কাটার চোখ থেকে জল পড়ছিল। নাক থেকেও পড়ছিল। ঠোঁটের পাশ থেকেও। ওটা নাল।

পপিফুল কী সুন্দর। কিন্তু তার সত্তা নিংড়ে বের করে আনা বস্তুটি মারাত্মক।

হাড়কাটার ন, ল, র, ম, ব সব জড়িয়ে যাচ্ছিল। তার বিলাপ শোনাচ্ছিল অনেকটা এইরকম, "জন্ম থেকে এক। তোল মা। তুই খালকিল ছেলে। তোকে আবলজনায় ফেলে গিয়েছিল। তুই তো ভ্যাতকু। ...শালা, এই দুনিয়াটাই ভ্যাটকু শালা। জগৎটাই খানকি! বে ইঞ্জিন, সবাই যা বলে বলুক, তাই বলে তুই বলবি! তুই না আমার দিল কি জান! আমার ইমান তোর হাতে না? পাবলিক তোকে প্যাঁদানি দিতে গেলে আমি তোকে হাতে জান লিয়ে কতবার বাঁচিয়েছি!"

ইঞ্জিন আর-একটা পাঁচশোয় গুঁড়ো ছড়িয়েছে। তলায় লাইটার ধরল। ধোঁয়া তুলছে। টনটন ধোঁয়া গেলার জন্য ঝুঁকল। সানি ইশারা করল। না। ফিরতে হবে। পাঁচজন একসঙ্গে এসেছি, একসঙ্গে যাব। আজকের মতো আর নয়।

খোকনা বলল, "পাঁচশোগুলো পুড়ছে, বুকে লাগছে। আমার হপ্তার কামাই। শালার ইটের মতো বই তুলতে কোমর ভেঙে যায়। দোতলা। তিনতলা।"

ভরপুর ধোঁয়া গিলে ইঞ্জিন ফট করে পড়ে গেল। ছটফট করছে। কেঁচো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বা কেন্নোর পেটে কাঠি চেপে ধরলে সেটা যেমন একবার গুটোয় একবার পাটায়!

সানি বলল, "ও এরকম করছে কেন? পেটব্যথা করছে নাকি?"

হাড়কাটা বলল, "বেশি টেনেছে।"

"গ্যাঁজলা উঠছে। এঃ হেঃ। গ্যাঁজলা।"

"মাথায় জল দিই দাঁড়া।"

হাড়কাটা টলতে-টলতে পুকুরে গিয়েছিল। নিচু হল। জল তুলবে। ঝুপ। পড়ে গেল নিজেই। ডুবছে ভাসছে। নোংরা জলে খাবি খাচ্ছে।

টনটন চেঁচিয়ে উঠল, "আরে সাঁতার জানে না!"

খোকনা ঝাঁপ মারল। হাড়কাটার চুল ধরে তুলছে। জলে কী দুর্গন্ধ!

যে কোনও পরিস্থিতি স্থিতাবস্থায় চলনসই। আলোড়ন তুললেই হুব্বা গলল গন্ধ। হাড়কাটা ঘোলা জলে প্রাণ হাঁকড়াচ্ছিল। জলে-মানুষে আকচা-আকচি। গাব্বু বমি করে ফেলল। তারপর খোকনা। হাড়কাটাকে শুইয়ে দিয়েছে ইঞ্জিনের পাশে। হাড়কাটা নিজের পেট চিপে বমি করল ইঞ্জিনের গায়ের উপর। তারপর ধপ করে পড়ে গেল।

একটা আওয়াজ হল "হেই! কী হচ্ছে!"

সানি বলল, "লাফড়া হবে। পালা।"

পাঁচজন এদিক-ওদিক ছিটকে গেল। হাসপাতালের আঁধারির খাঁজে-খাঁজে পাঁচটি বয়ঃসন্ধির কিশোর। নেশাগ্রস্ত। দিগভ্রান্ত। আতঙ্কিত।

রাত্রেই জ্বর এসেছিল খোকনার। সঙ্গে বমি, দাস্ত। তারপর সারা অঙ্গ জুড়ে বিজকুড়ি বেরুল। বিজবিজে ঘা যাকে বলে।

ইঞ্জিন ও হাড়কাটা দু'জনেই পুকুরপারে মরে পড়ে ছিল।

মাসখানেক তারা একজনও ওদিকে যায়নি। ভয়ে। ইউনানি করে সেরে উঠে খোকনা কলেজ স্ট্রিটের বই কোম্পানিতে ফের বই তুলতে গেল। তখন খবর পেয়েছিল। মহম্মদ আলি পার্কের বেঞ্চে বসে খোকনা বলল, "ওই যেগুলো খাওয়াত আমাদের, হেরুইন ড্রাগ নাকি ওভারডুশ হয়ে গিয়েছিল।"

গাব্বু: সানি আটকেছিল বে। না হলে আমরাও।

টনটন: সানি, তুই কী করে বুঝলি ওটা মারবে?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সানি: কয়েক টান দিতেই আমার নাক থেকে চাঁদি পর্যন্ত জ্বলে গেল। ভাবলাম, আর নিলেই জ্ঞান থাকবে না। বাড়ি যাব কী করে? না গেলে মা ভাববে।

টনটন: মাকে হেব্বি ভালবাসিস, না?

সানি: মা-ই তো আছে। আর কে আছে।

ছোটকু: ওই গুঁড়ো নেশা ভাল না। চল, হাত মেলাই। ওটা আর খাব না।

পাঁচজন হাতে হাত।

পাঁচজন পকেট ফাঁকা।

পাঁচজন লক্ষ্যহীন।

রাস্তায় গান বাজছিল 'গঙ্গা আমার মা। পদ্মা আমার মা।'

টনটন বেঞ্চে বসে লম্বা ঠ্যাং দোলাচ্ছে আর গাইছে, "গঙ্গা আমার মা..."

চোখ বন্ধ। গলায় সুর আছে টনটনের। যখনই গায়, নদীর গান। এই যে নদী যায় সাগরে। কত কথা শুধাই তারে।

টনটনের চোখ থেকে জল পড়ে। গান আর অশ্রু। সুর অশ্রুকে ডাকে, নাকি অশ্রু সুরকে?

ছোটকু ফিসফিস করে বলল, "ওর মা তো ভাগেনি আসলে।"

"তা হলে?"

"ডুবে মরেছে। গঙ্গায়। বডিও পায়নি।"

সিঁড়িতে থরে-থরে বডি। জ্যান্ত মানুষের। অসুস্থ আত্মীয়-বন্ধু-প্রিয়জনের জন্য অপেক্ষমাণ জনতা। কতদূর গ্রাম থেকে শহর থেকে চিকিৎসার আশায় এসে পড়ে থাকে। থাকতে-থাকতে সুস্থ মানুষের অসুস্থতা জন্মায়। বসে-বসে সময় কাটানোর জন্য এই সুদীর্ঘ ও বহুসংখ্যক সিঁড়ি বড়ই কাজের। মাথার উপর খোলা আকাশ। বৃষ্টি এলে মাথা বাঁচাবার জন্য সেঁধোবার জায়গা খুঁজতে হয়।

তারা পাঁচজন সন্ধে থেকে ঘন রাত্রি পর্যন্ত জনতার মধ্যে মিশে থাকে মিশমিশে বেড়ালের মতো। শুধুই হুজুগ হুজ্জোত নয়। হাসপাতাল থেকে কাঁদতে-কাঁদতে স্বর্গগমন যেমন নিত্যকার ঘটনা, হাসতে-হাসতে পাতাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
যাওয়ার পথও প্রশস্ত। সেই থকথকে পাতালে হিরে-মানিক ছড়ানো। লুটমারের উৎকৃষ্ট পন্থা পর্যন্ত পৌঁছতে হলে ধৈর্য, বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ নজর, অভিজ্ঞতা এবং নিষ্ঠুরতা চাই। দেবতার মূর্তির মতো তাকে একটু-একটু করে গড়ে নিতে হয়। পাঁচজন এই গড়াপেটার হদিশ পেয়েছে।

পানমশালার রস গিলে ছোটকু লোকটার পাশে বসে পড়ল। লোকটা একটু সন্দেহাকুল চোখে তাকাল। সিগারেট, বিড়ি, ডেনড্রাইট ছোপানো দাঁতে যতখানি সম্ভব মিষ্টি হাসল ছেলেটা। লোকটা মুখ নামিয়ে নিল। ছোটকু বলল, "আপনার কে ভর্তি আছে দাদা?"

"ছোটভাই।"

"ওঃ হো! কী হয়েছে দাদা? সিরিয়াস কিছু?"

"ছিরিয়াস। ডাক্তাররা বলছেন সবই ভগবানের হাতে।"

"দুনিয়ার সবই তো ভগবানের হাতে দাদা। বলে না, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে তিন ভগবান?"

"আপনার কে ভর্তি?"

"পিসেমশাই।"

"কী হয়েছে?"

"ওই! আপনার ভাইয়ের যা হয়েছে তাই। সিরিয়াস।"

"রক্ত লাগল? আমি তো এক বোতল দিলাম। বলছে আরও দু'বোতল রেডি রাখতে। বেলাড ব্যাঙ্ক বলছে ইস্টক নেই। বাইরে কোথায়, কী মনসাতলায় সেন্ট্রাল বেলাড ব্যাঙ্ক আছে, সেখানে পাওয়া যাবে। কিছু তো চিনি না। কত টাকা লাগবে, কী করব।"

"ওটা বোধ হয় মানিকতলা হবে দাদা। কিছু ভাববেন না। আমরা দেখছি। আমরা লোকাল ছেলে। যা লাগবে বলবেন। দাদার কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

"রায়গঞ্জো। তার কাছে নিশিপুর গেরাম। দিনাজপুর জিলা। কলকাতায় এই প্রথম আসছি, বুঝলেন না! রাস্তা পার হতে ভয়! বাসে উঠতে ভয়। কোন বাস কোনদিকে যাবে, কী বলে, কিছুই বুঝি না। মানিকতলাটা কত দূর?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"বেশিদূর না তো। হেঁটেই যাওয়া যায়। সে আমি বলে দেব আপনাকে। দূর থেকে এসেছেন!"

"আচ্ছা, ওখানে কি টাকা লাগে?"

"টাকা নেই আপনার কাছে?"

"জমি বেচা টাকা। বুঝলেন। পৈতৃক জমি। আমিই চাষ দেই। কিন্তু ভাইয়ের তো ভাগ আছে নাকি? একটা অংশ বেচে দিলাম। প্রথমে নিয়ে গেছিলাম উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ। আমাদের কাছে পড়ে। দশদিন ফেলে রেখে বলে কলকাতায় নিয়ে যাও। এখানে এর বেশি চিকিৎসা হবে না। নাও বললেই কি নেওয়া যায়? ছেলে চলতে পারে না, ফিরতে পারে না, তাকে একলা কী করে আনি? দালালকে ধরে উঁচু ক্লাসের টিকিট, ইস্টিশন থেকে হাসপাতাল...তবু যদি তাকে সুস্থ করে ফেরাতে পারি!"

"আহা! দাদার সঙ্গে আর কেউ নেই?"

"ছিল তো। আমাদের নিশিপুর গ্রামের রাজু মণ্ডল তো এসেছিল। একটু লেখাপড়া জানে। বুঝলেন না? আট ক্লাস পাশ। সুবিধা হয়। কিন্তু চাষবাস ফেলে কদ্দিন থাকবে? আমার দায়। থাকতেই হবে। রাজুকে বলেছি, আমার জমিটা ভাগে চাষ দেবে এ ছিজনে।"

"কোনও চিন্তা নেই। আমরা আছি।"

"আপনি ক'জনকে দেখবেন। আপনার পিসেমশাই। আপনার বয়সও কম।"

"আপনি না দাদা আমার। তুমি বলবেন। এই ছোটভাইয়ের নাম ছোটকু। ডাকলেই হাজির হয়ে যাব। দিনে আমার কাজ থাকে। তখন আমার অন্য ভাই ডিউটি দেয়। দাঁড়ান, তার সঙ্গে কথা বলিয়ে দিই।"

"ও, দিনে আপনি থাকবেন না?"

"দাদার সঙ্গে ফোন আছে? মোবাইল?"

"নাঃ! আমরা সামান্য চাষাভুষা লোক! ওসবে আমাদের কোন কাজ?"

"থাকলে আমার নম্বরটা দিয়ে দিতাম। উপকার করা তো মানুষের কাজ। নাকি? তবে অসুবিধে হবে না। গাব্বু! এই গাব্বু!"

উপরে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে গলায় আঙুল বোলাল ছোটকু। বকরা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মিলেছে। একেবারে ছোট থেকে জঞ্জাল ঘেঁটে টিন তুলত ছোটকু। টিন, ভাঙা লোহা, স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম। যে কোনও ধাতব বস্তু। লোহা আর চুম্বকের মতো ছোটকুর দৃষ্টি অব্যর্থ আকর্ষণে উপনীত হয়। যেমন ছোট থেকে স্কুল-পালানি রোগে সানি দেখে নিয়েছে সংসারের বহু মালিন্য, জটিলতা, স্বার্থ ও ধান্দাবাজি, যা তাকে প্রাজ্ঞ, চতুর হতে সহায়তা করেছে।

গাব্বু এসে নরম হেসে বলল, "বল ভাই।"

সম্ভবত তার ন্যাদোস দেহমন্দিরখানা গেরস্তের যত্নআত্তির মাখুনে প্রলেপ দেওয়া বলে লোকে তাকে সহজে বিশ্বাস করে।

ছোটকু বলল, "পিসেমশাইয়ের সঙ্গে এই দাদাকেও দেখতে হবে গাব্বু। দাদা গ্রামের। মোবাইল নেই। ভাইয়ের জন্য রক্ত লাগবে।"

"নিশ্চয়ই। দাদা আছেন কোথায়? দাদার নাম কী?"

"আমি রাজকাপুর মণ্ডল। আমার ভাই ঋষিকাপুর মণ্ডল। উঠব আর কোথায়? সারা দিন সিঁড়িতেই কাটে। সুলভ শৌচালয়ে সব সারি। রাস্তায় দুটো খেয়ে নিই। ওই বড় বাড়ির এপাশে বাইরে চাদর পেতে শুয়ে পড়ি। রোজ দু'টাকা নেয়।"

"বুঝেছি। রাজকাপুরদা দালালের পাল্লায় পড়ে গেছেন। গাইনি বিল্ডিংয়ের তলায় শুতে দেয় তো? বাইরের উঠোনে? টাকা নেয় কে। বিষ্ণুপ্রসাদ?"

"লোকটার নাম বলরাম।"

"সব বিষ্ণুপ্রসাদের লোক দাদা। বলরাম মেল জেনারেল ওয়ার্ডের আয়া।"

"আয়া?"

"ছেলে আয়া দাদা।"

"ও!"

"আপনি আয়ানও বলতে পারেন। মেয়েমানুষের জন্য যে কথা, বেটাছেলের জন্য তা না বলাই ভাল।"

"আয়ান ঘোষ হল গে শ্রীরাধিকার স্বামী। যাই হোক, বলরাম উপকার করছে।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আমরা আপনাকে আরও সস্তায় আরও ভাল শোয়ার জায়গা দেব।"

"না-না। এই ঠিক আছে। রাতে বারবার উঠে ভাইয়ের খোঁজ নিতে হয়। আয়া তো দিতে পারিনি। এসে থেকে তিনদিন মাটিতে ছিল। বলরাম ছিল বলে এখন বেড পেয়েছে।"

"টাকাও নিয়েছে নিশ্চয়ই।"

"সে সব জায়গায় নেয়। আমরা গ্রামে থাকি। কিন্তু সব জানি। রক্ত জোগাড় করতেও তো ওই ধরেন গিয়ে সব মিলিয়ে পাঁচশো মতো লাগল। কী আর করা যাবে! ওষুধ কিছু হাসপাতাল দিচ্ছে। কিন্তু অনেকটাই কিনতে হয়। ন্যায্য দোকানে কোথায় সস্তা পাব, বলে যা দাম তার কম নেব কী করে। এক-একটা ইঞ্জিকশন বারোশো টাকা করে, দিনে দুইটা। কতদিন লাগবে কেউ জানে না। আমাদের মতো ঘরে কি পারা যায়।"

"রক্ত কোথায় পেলেন? এই বেলাড ব্যাঙ্কে?"

"হ্যাঁ। তা ওই বলরাম ছিল। সব বলেটলে দিল। আমিও বেলাড দিলাম।"

"যার-তার থেকে বেলাড নিচ্ছেন, জানেন ভুল বেলাড দিলে রোগী মরে যায়?"

"ভুল বেলাড? কিন্তু দেবে তো ডাক্তার। বেলাড পরীক্ষা করে তো দেয়।"

"ডাক্তারের সময় আছে? বেলাড পরীক্ষা করবে? ওই বলরামের শাগরেদ থাকে ওয়ার্ডে। বলে বেলাড চেক করা আছে। ডাক্তার খচাখচ লাগিয়ে দেয়। মরলে মরল। বাঁচলে বাঁচল। লাখ-লাখ রোগী আসছে আর যাচ্ছে। ডাক্তার কী করবে।"

"সবই কপাল! বুঝলেন না! আমার কর্ম আমি করি, বাঁচালে বাঁচি মারলে মরি।"

"লাখ কথার এক কথা রাজকাপুরদা। ঋষিকাপুরদা ভাল হয়ে গেলে এখান থেকে যাওয়ার আগে একবার বুলাদির অসুখটা টেস্ট করিয়ে নেবেন।"

"বুলাদির অসুখ? রাম-রাম! আমার ভাই শিক্ষিত ছেলে। ইস্কুল ফাইনাল পাশ দিয়েছে। বয়সই বা কী!"

"বয়স? বয়স দিয়ে কী হবে? এই টুসটুস বাচ্চাদের হয় না? ভাইয়ের বডিতে কার বেলাড গেল, দেখবেন না?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"ওসব টেস্ট করা থাকে।"

"ও'রম বলে রাজকাপুরদা। বলরামের ভড়কিতে বিশ্বাস করে আমাদের সেই রাজেন...বল না গাব্বু, দাদাকে রাজেনের কেসটা বল।"

"ও আর বলে কী হবে। শুধু-শুধু ভয় দেখানো। বেলাড একবার ঢুকে গিয়েছে। আর তো বার করা যাবে না। আইসক্রিমের চামচ নাকি? ধুয়ে রেখে দিলাম।"

"আপনাদের হাতে রক্ত আছে ভাই?"

"আপনি একবার বলেই দেখুন না। রক্ত, ইঞ্জিকশন, ওষুধ। পিসেমশাইয়ের আগে কাকিমা ভরতি ছিল, তার আগে ঠাকুমা। বুড়ি এখানেই মরেছে। কিন্তু আমাদের শিশুজন্ম প্রসূতিশালা থেকে শ্মশানঘাট পর্যন্ত চেনা হয়ে গেল।"

"কীরকম লাগবেটাগবে? ওই ধরেন বেলাড আর ইঞ্জিকশনটা। একটু যদি সস্তা হয়।"

"গাব্বু, কী বলিস?"

গাব্বু বলল, "নামটা তো নিয়ে নে। দেখি।"

ভিড়ের মধ্যে বসন্ত এসে বসল। বসন্ত কলাবাগানের জামাই। বস্তির মধ্যে খানিক শিক্ষা ও রুচিমান, সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারও আছে কিছু। তাদের ঘরে মেয়ে জন্মালে স্কুলে যায়, কিন্তু ষোলোকে আঠারো বলে চালিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের বিয়ে দেওয়া হয়। বসন্ত তেমনই একটি কন্যারত্ন লাভ করেছে।

বসন্তর আসল নাম দীপঙ্কর বা শুভঙ্কর। সেই নাম হারিয়ে গিয়েছে মুখময় বসন্তের দাগের আড়ালে। আজকাল পক্স হলে দাগ বেশিদিন থাকে না। কিন্তু তার মুখে বসন্ত চিরস্থায়ী।

মেডিকেল কলেজের দু'নম্বর ফটকের উলটো দিকে ফুটপাথ দখল করা দোকানের ফাঁকফোঁকর গলে একটু দক্ষিণে হাঁটলে দাস লেন। তার ভিতর দিকে বসন্তর ছোট একখানা বালিশের দোকান। হাসপাতালের দুর্দশাগ্রস্ত মিয়োনো বালিশ ছাড়াও রোগীর জন্য বাড়তি বালিশ লাগে অনেক সময়, বাড়ির লোক কিনে দেয়।

আর লাগে মরলে। পুরনো পরিত্যক্ত বডির জন্য নতুন খাট, চাদর,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বালিশ, গায়ের আবরণ। রোজকার চাহিদা এসব। যেমন চাহিদা তেমন জোগান। হাসপাতাল কেন্দ্র করে চারপাশের সব রাস্তার ধারে অসুস্থ, কিন্তু জীবিত থাকতে চাওয়া মানুষের এবং মরা কিন্তু ব্যবসার কাজে লাগা মানুষের প্রয়োজনের সব কিছু পাওয়া যায়।

বসন্তর বালিশের দোকান দিয়েই সংসার চলে যেতে পারে। কিন্তু সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ। অর্থ ও ক্ষমতার দিকে একটু-একটু করে এগোচ্ছে। আপাতত তার কয়েকটি অদৃশ্য ব্যবসা আছে। তার একটি নার্সিংহোমের দালালি।

হাসপাতাল কেন্দ্র করে ওষুধ, রক্ত, নকল অঙ্গ, আসল কিডনি, পেসমেকার, স্টেন্ট জাতীয় যন্ত্র নিয়ে যেমন রমরম ঝমঝম ব্যবসা চলছে, তেমনি অলিতে-গলিতে নার্সিংহোম।

বিড়াল যেমন চতুর পায়ে মুরগি ছানার দিকে এগোয়, সাপ যেমন পাকে-পাকে গাছ বেয়ে উঠতে থাকে পাখির বাসা লক্ষ করে, তেমনি বসন্ত। হিলহিলে সহানুভূতি নিয়ে পেশেন্টপার্টির সঙ্গে ভাব জমায়। তার অ্যানাটমি জ্ঞান এবং অসুখবিসুখের ধারণা চতুর্থ বর্ষ ডাক্তারি ছাত্রের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো। দূরান্ত থেকে আসা অসহায় মানুষ, যারা সবসময়ই চায় দ্রুত রোগ সারিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে, ওই রাজকাপুর মণ্ডলের মতো, বসন্ত তাদের টোপ দেয়।

দালালির টাকায় বসন্তর বিলাসিতা সম্পন্ন হতে পারে। বউকে সুখী ও সুন্দরী রাখার যাবতীয় প্রলেপ এবং আবরণী আহরণ করতে পারে সে। বাজারে বিভিন্ন স্তরের জীবনের জন্য বিভিন্ন পণ্য। বিভিন্ন স্তরের মৃত্যুর জন্যও। মরণের অগ্নিকুণ্ডের মুক্ত স্নানে কেউ খই ফেলতে-ফেলতে পৌঁছয়, কেউ পয়সা। কারও রোদনস্খলিত জলবিন্দু সম্বল, কারও কিচ্ছু না। শুধু মৃত্যু। মরেছে। লোকটা।

বসন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ। সে আরোহণ করতে চায় অর্থ ও ক্ষমতা বেয়ে। তার প্রবলতম ও প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিষ্ণুপ্রসাদ। হাসপাতালের ভিতরকার প্রত্যেকটি বিছানা ও কম্বল, প্রত্যেকটি স্যালাইন ও অক্সিজেন, প্রত্যেকটি ওষুধ, যন্ত্র বা কৃত্রিম প্রত্যঙ্গ তার অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণে। বিষ্ণুপ্রসাদ হাসপাতালের ক্লাস ফোর স্টাফ। হাসপাতালের নথিভুক্ত কর্মী। বসন্তর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সমস্যা, সে হাসপাতালের কেউ নয়। তাই তার দালালির বখরা বিষ্ণুপ্রসাদের পায়ের অপরাজিতা ফুল।

বসন্ত জানে। বিষ্ণুপ্রসাদের উপর রামপ্রসাদ আছে। রামপ্রসাদের উপর হনুমানপ্রসাদ বা লছমি মাইয়া। পথ অত সহজ নয়।

ক্ষমতার স্তম্ভ পিচ্ছিল ও বহুত্ববাদী। তেত্রিশকোটি দেবতার মতো। তারই মধ্যে জায়গা করে নিতে গেলে পিঁপড়ের মতো মাংস কামড়ে পড়ে থাকতে হয়। ছোট দাঁতে মরণপণ জিদ্দি দংশন। বসন্ত বিষ্ণুপ্রসাদের বশ নয়, বাধ্য।

সে দল করছে। দলে যত লোক বাড়ে তত ভাল। সব জায়গায় নিজের লোক ছড়িয়ে দেওয়ার আগে সেই লোক পাওয়া চাই। তাই সানি, টনটন, খোকনা, ছোটকুদের প্রতি তার শান্ত প্রশ্রয় আছে। বসন্তর শিকার ধরার স্টাইল রপ্ত করছে ছোটকুরা।

বলেছে বসন্ত, "দেখবি, শুনবি, আমার আশেপাশে থাকার চেষ্টা করবি। পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে জোয়ান-মদ্দের মতো বাঁচতে হয়। ধান্দা শেখ, ধান্দা।"

কলাবাগানের ছেলেপিলেরা তা জানে। নতুন কথা কিছু নয়। জন্মের পর প্রথমে খুঁটে খেতে শেখে, তারপর চোখ ফুটলেই ধান্দা। সানিরই এখনও ধান্দাবাজি হজম হয়নি। তার স্বপ্নগুলো একটু বেশি বড়। বেশি রঙিন। ধান্দাবাজিতে রপ্ত কিন্তু তৃপ্ত নয়।

বসন্ত সম্পর্কে তার কোনও আগ্রহ নেই। বিরূপতাও না। যদিও কলাবাগানে বসত করার পর যে মেয়েটির চোখ দেখে সে রাতে ঘুমোতে পারত না, সেই দেবশ্রী এখন বসন্তর বউ। তার জন্য সানির ঈর্ষা হয় না। সে দেবশ্রীকে নিয়ে ঘুরেছে, ফিল্ম দেখেছে, গড়ের মাঠে দেবশ্রীর গড়গড় করে বলে যাওয়া কথা শুনেছে বাদামের খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে। অল্প কয়েকদিন। কারণ দেবশ্রী আর সানি সমবয়সি। তখনই মেয়েটার বিয়ের উদ্যোগ চলছিল। দেবশ্রী বলল, "তোমার কথা ভাবলেই আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন করে।"

"আমারও করে।"

"আমার বিয়ে হয়ে গেলেও তোমাকে ভুলব না।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"কার সঙ্গে বিয়ে হবে?"

"যার সঙ্গেই হোক, একই ব্যাপার, হিহিহি, তোমার সঙ্গে তো হচ্ছে না।"

পালানোর কথা মাথাতেও আসেনি। কলাবাগানের মেয়ে দেবশ্রী, স্কুলে পড়ছে, উঠতি বয়সের উড়ন্ত পাখিদের ভাঙা ডানার পরি হয়ে যাওয়া বহু পরিণতি সে জ্ঞাত আছে। ওসব করে লাভ কী। প্রেমের চেয়ে খাদ্য বেশি জরুরি। খাদ্যের সঙ্গে-সঙ্গে নারীশরীরের রক্ষক। যেমন থাকে বিয়ের আগে, দাদা-ভাই-বাপ। বিয়ের পর স্বামী। চালচুলোহীন ছেলেটা ভাল প্রেম দিতে পারে। নিরাপত্তা কোথায় পাবে? তখন ষোলো ছিল, তিন বছর পর লর্ড সানি এখন অনেক আলাদা।

দেবশ্রীকে তখন একটা চুমুও খায়নি। হাত ধরতেই গা শিরশির। সেই শিরশিরানির ভিতরেই প্রেমের অববাহিকায় ডুবসাঁতার দিতে-দিতে সন্দীপ সানি হচ্ছিল। দেবশ্রীর বিয়ের দিন যে তার বিশাল দুঃখ হয়েছিল তা নয়, তবে সে সারাদিন ঘরে শুয়ে ছিল। বিরিয়ানির মাংস কামড় দিলে যদি পচা গন্ধ বেরোয়, যেমন লাগে, রাস্তার ধারে দেবশ্রীর বিয়ের ম্যারাপ থেকে ভেসে আসা গানে তার সেরকম লাগছিল।

সকাল থেকে দুটো গান বাজছিল ঘুরে ফিরে। 'বিচ্ছু মেরে ন্যায়না, বড়ি জ়হরিলি আঁখ মারে!' এ গানের দুটো লাইন দারুণ! একেবারে ঝিল্লা ঝিমকি! "জঙ্গল মে আজ মঙ্গল করুঙ্গি ম্যাঁয়। ভুখে শেরোঁসে খেলুঙ্গি ম্যায়। মাখ্‌খন য্যায়সি হাথেলি পে জ্বলতে অঙ্গারে লে লুঙ্গি ম্যায়।'

হায় হায়! কেয়া বাত হ্যায়! "মেরে ফোটো কো সিনে সে ইয়ার চিপকালে সাইয়াঁ ফেভিকল সে...' কোথাও লাগে না!

হঠাৎ চিকনি চামেলি, ফেভিকল সব বন্ধ! শুরু হল এক অদ্ভুত গান। 'তুমি কোন কাননের ফুল, কোন গগনের তারা।'

কে বে? কলাবাগান বস্তি কি এসপ্ল্যানেড ক্রসিং হয়ে গেল? সেখানে সারাদিন এ ধরনের গান বাজে।

মা বলে উঠেছিল, "আঃ! দু'কান জুড়িয়ে গেল। কীসব গান বাজায়! যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যায়! মেয়েটা বেশ লেখাপড়া জানে। রুচি তো অন্যরকম হওয়ার কথাই।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সে তেতো গলায় বলল, "তুই কী করে জানলি ওর রুচিতেই এসব হচ্ছে!"

"ওর বউদি এসেছিল। বলল।"

"কেন বউদি কী করতে এসেছিল।"

"পাঁচবাড়ির জল নিতে হয়, বিয়েতে লাগে তাই। তুই ঘরে শুয়ে আছিস। শরীর খারাপ?"

"শুয়ে আছি, আমার ইচ্ছা!"

"কষ্ট?"

"কীসের কষ্ট? আমার কষ্টফস্ট নেই। কেঁড়েলি করিস না বেশি।"

"বাঃ! এই তো কলাবাগানের উপযুক্ত হয়ে উঠছিস।"

"ঘরে আছি, সহ্য হচ্ছে না, তাই না? লোকটা আসবে? আমাকে তাড়াতে চাস? আমি থাকলে তো ফুল পাংকচার, শালা!"

"লোকটা আসবে না। তুই থাক না। আমার তো ভাল লাগে তুই থাকলে। আর কেউ আছে আমার, তুই ছাড়া?"

"ন্যাকাচুম্পি কথা বলিস না। যা এখান থেকে।"

"যাব আর কোথায়। ঘর তো এই।"

যা মুখে আসে বলে। তবু মা কাছে আসে। তবু মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। 'তুমি কোন কাননের ফুল' শুনতে জঘন্য লাগে। তবু কোনও রাস্তার মোড়ে এমন গান বাজলে দাঁড়িয়ে শোনে। নড়তে পারে না। কী যে সব কথা! কোনও মাথামুণ্ডু নেই। চক্ষে আমার তৃষ্ণা, ওগো, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে। ঘণ্টার পিণ্ডি। তেষ্টা পেলে গলা শুকোয়। শালার চোখে আবার তৃষ্ণা কী! চোখ জল ফেলে। খায় নাকি?

বিয়ের পরে দেবশ্রী একেবারে শাঁখা সিঁদুর গয়না শাড়ির দোল্লা। টনটন বলেছিল, "ওই লোকটার মুখে চুম্মা দেয়! ভাব!"

"ভাববার কী আছে! দেয়! দেবে না কেন? অচং বচং মন্ত্র পড়ে, ফুলের কুটকুটানি সহ্য করে, বন্ধ ঘরে বর-বউ কি কাতুকুতু দেবে নাকি? না লুডো খেলবে? যত্তোসব!"

বিয়ের পর যেদিন দেখা হল, দেবশ্রীই বলল, "আর কাউকে ভালবেসেছ?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"না।"

"আমাকে মনে পড়ে?"

"ওই আর কী!"

"পড়ে না। জানি। ছেলেরা প্রেম বোঝে না। আমার তোমাকে মনে পড়ে। সবসময়। বুঝেছ? সবসময়। হি হি হি।"

"তা আর কী করা যাবে। এখন তোমার বর আছে।"

"চলো আমার বরের সঙ্গে আলাপ করবে। বর তো নয়। বড়দা।"

"কেন?"

"কত বড় জানো আমার চেয়ে? আঠারো বছর। হিহিহি!"

"এতে হাসির কী হল?"

"হাসি পায়। চলো না, আলাপ করবে।"

"কী হবে? অত বড় বয়সে।"

"আমাদের বাড়িতে যেতে বলবে। তুমি যাবে। আমরা গল্প করব।"

সেদিন আলাপ হল বটে, কিন্তু লাগো-লাগো হয়ে সে মোটেও দেবশ্রীর ঘর উজিয়ে গপ্পো মাড়াতে আসেনি।

দিন গেল। মাস গেল। বসন্ত কলাবাগানের জামাই সেজে অনেকবার এল। যখনই আসে, সাদা পাজামার উপর রঙিন পাঞ্জাবি লড়িয়ে আসে। এমনিতে শার্ট-প্যান্ট পরে, কিন্তু শ্বশুরবাড়ি মানেই পাঞ্জাবি স্টোর্স। টনটন, ছোটকু ও খোকনার সঙ্গে হেবি পটে গেল নীলুবাবুর চায়ের দোকানে। বাইরে চা, ভিতরে পচাই। টলটলে বাংলা আর কী। ইস্ত্রি করা জামার তলায় হিচকক দাদ-চুলকানির মতো।

পাশেই শ্রীদেবী বিউটি পার্লার। বড় করে লেখা হেয়ার কাট, পেডিকিয়োর, ম্যানিকিয়োর, ফেশিয়াল, কনে-সাজ। ছোট করে লেখা বডি স্পা। মাসাজ। হোম সার্ভিস। এলাকার লোক জানে, শ্রীদেবীতে নাম তুললে মেয়েরা দেবী থেকে অপ্সরা। কোন বাড়ির মেয়ে তাতে কার কী। কলাবাগান কি একটা গলি? একটা মহল্লা? মহানগরের মধ্যে আরও এক নগর। যে কোনও গলতায় ঢুকে যাও, ঘরসংসারের কূলকিনারা পাবে না। তারই মধ্যে হাতে গোনা হানড্রেড পার্সেন্ট পিওর সতীলক্ষ্মী ঘি। যেমন দেবশ্রী।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নীলুবাবুর দোকানের চোরকুঠরিতে বসন্ত জামাই মাল খায় তাতে বলার কিছু নেই। কিন্তু মালের সঙ্গে শ্রীদেবীর দিকে টাল খেলে মুশকিল। দুঃখ পাওয়া ছাড়া কিছু করার নেই অবশ্য। কলাবাগান আসল নাগরিকমনস্ক। নিজের গায়ে আঁচ না লাগা পর্যন্ত কেউ কারও আগুন নেভাতে যায় না। কিন্তু মেয়েটাকে দেখলে যদি ভিতরটা তুরতুর করে, মনে হয় ওর কপালে জবাফুল ফুটে আছে, তখন পাঁজরের পিছনে দুখুদুখু হয়।

দু'পাত্তর খেয়ে বসন্ত যখন চোখ টেরিয়ে ঝলকে এক অপ্সরা দেখে বলল, "বুক তো নয় যেন বোমা!"

ছোটকু বলল, "দই জমেনি?"

"অ্যাঁ?"

"আমাদের ছোটবোনের সঙ্গে? জমেনি?"

"আরে শালা! শালার সঙ্গে ছিনাকি করব না তো কি ঠাকুরদার সঙ্গে করব? সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন বাওয়া?"

"না-না। তাই জানতে চাইছিলাম। আমরা কি বুঝি না ঢুকুঢুকু করলেই ছুকুছুকু হয়। শৌচালয় তো বাড়িতে থাকেই, তাই বলে কি রাস্তাঘাটে পায় না?"

খোকনা বলেছিল, "আমাদের কিছু না। তবে দেবশ্রীর দাদা এক লোক্কা ফেউয়ের পিছনে মাংস চপানো দা নিয়ে তাড়া করেছিল।"

সব শুনে সানি বলেছিল, "বাদ দে না। তোদের কী? কাচ্চিমাল কি ওই এক জায়গায়? মেয়েছেলে হল সব ঢক্কন খোলা ম্যানহোল, চাইলেই দুর্বাস ছড়িয়ে বেশ্যাপল্লি হয়ে যেতে পারে।"

"কী যে বলিস বে! মায়ের মানইজ্জত রেখে তো কথা বলবি। তুই তো এডুকেটেড।"

"এডুকেটেড না গাধার গাড়ু! মায়ের ইজ্জত রেখেই তো বললাম। দেবশ্রীর মতো মেয়ের মান রেখেও। বললাম তো। চাইলেই। ওই সন্ত বসন্ত যদি চায় তো ম্যানহোলে চুববে। এখানে না হোক, অন্য কোথাও। আটকাতে পারবি? কেন আটকাবি?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"সব মেয়ে কিন্তু ইচ্ছে করেই খারাপ হয় না বে। বাধ্য হয়। অনেক তো দেখলাম।"

"যা ঢ্যামনা! খারাপ-ভাল কে বিচার করবে! শুধু বরের কোলে বসনেওয়ালিরাই ভাল আর জনতাজপানিরা খারাপ এ'রম নাকি কেসটা! এ অন্য জিনিস। আমাদের হিন্দিস্যার শ্লোক বলত। কী যে বলত মালটা। বুঝি, আবার বুঝিও না। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্। অপি চেত্ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।"

"বাপরে গুরু। ঢোক গিললে গলায় লাগছে। মাইরি, বিশ্বাস কর, আবর্জনায় লোহা-টিন খুঁজতে গিয়ে একদিন প্লাস্টিকে মোড়া টাকার বানডিল পেলাম। কত টাকা আজও জানি না। মনে হল অনেক। মনে হল ঘরে নিয়ে গেলে সব লণ্ডভণ্ডন হয়ে যাবে। দিয়ে দিলাম মালিককে। লোকটা খুশি হয়ে আমাকে কুড়ি টাকা দিয়েছিল। ঘরে এসে মাকে বললাম। মা আমাকে ডালের কাঁটা দিয়ে মেরে পাছার মাংস তুলে নিয়েছিল।"

"তার সঙ্গে আমার কথার কী।"

"খুব খিদে পেটে কলের জল খেয়ে দেখবি তো কীর'ম পেট দুখায়।"

"দুর বল্লা! হল্লা মচাস না! মানেটা বলছি শোন! যে ভক্তিভরে আমার পূজাফুজা করে, তারা আমার হৃদয়ে থাকে, আমি তাদের হৃদয়ে থাকি। কোনও বদমাইশ যদি ভক্তিটক্তি দিয়ে আমার পূজন মাচায়, সেও সাধু হয়ে যায়।"

"বস রে! এসব ভগবানের কথা?"

"আব্বার কার।"

"এ তো দারুণ মাইরি। দিনে যত খুশি চুরি-ডাকাতি-গাঁড়মাজাকি-মাগিবাজি করো, রেতে ঈশ্বর-আল্লা জপলেই আমি ভগবানের রিদয়ে, ভগবান আমার রিদয়ে!"

"তা'লে বুঝলি? ভাল-খারাপ ধুয়ে সাফ। মেয়েরা লাইনে গেলেও খারাপ না। বসন্ত লাইনের মেয়ে তুললেও খারাপ না।"

"হিসেবটা সোজা না বস। এর মধ্যে অন্য কিছু আছে।"

থাকতেও পারে। এবং থাকাই স্বাভাবিক বলে সানির মনে হয়। কারণ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কারণ সে অনুধাবন করতে পারে না। মনে হয়, সে নিজে নয়, আর কেউ তাকে চাগায়। ভিতরে অন্য কেউ বসে আছে। ভূতের আত্মা। কিংবা হিন্দিস্যারের স্যান্‌সক্রিট শ্লোকের ভগবান। কিন্তু ভগবান কেন সানির হৃদয়ে থাকতে যাবে। সে তো ভগবানকে ভজে না! আর ভগবানই বা কী! ভজ গোবিন্দ না করলে চোখ তুলে তাকাবে না! হিন্দি ফিল্মের হিরোইন নাকি? নায়ককে পথে-ঘাটে নেচে-কুঁদে ডিগবাজি খেয়ে প্রমাণ করতে হবে আই লাভ ইউ! তবে হিরোইন এসে বুকে মুখ ঘষবে! শ্লোক না কচলাকচলি! শালা!

আই লাভ ইউ!

কোনওদিন কি বলেছে দেবশ্রীকে?

মনে করার চেষ্টা করেছিল সন্দীপ। ভালবাসি কথাটি কাউকে কোনওদিন বলেছে কি?

আকস্মিক আবেগ উসকে দিল ভিতরের অজ্ঞাত ভূতের আত্মা। এখুনি বলতে হবে। এখুনি। অন্তত একবার। হয়তো শেষবার। হয়তো প্রথমবার। কিন্তু বলতেই হবে। হঠাৎ তার মনে হল, কতকাল সে দেবশ্রীকে দেখেনি! কত যুগ। কত শতাব্দ। কী এক ব্যাখ্যাতীত তৃষায় তার চোখ দু'টি কাতর, বুক জুড়ে কী ভীষণ খিদে! আরে! এসব হচ্ছে কী! চক্ষে আমার তৃষ্ণা। ওগো তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে! মনে হচ্ছিল, আজই, এখুনি, মেয়েটাকে দেখতে না পেলে মরে যাবে।

সে বলেছিল, "বে ছোটকু! দেবশ্রীর মোবাইল আছে কি, জানিস?"

"জানি না গুরু। কেন বল তো। এইসব বলবি নাকি?"

"পাগল, না পোঁদচোয়ানি? এমনিই কথা বলব। বলতে পারি না?"

"কেন পারবি না? ডেকে আনি?"

"কোথায় ডাকবি?"

"কেন? মহাজাতি সদনের সামনে?"

"আসবে?"

"বে সানি। তোর নামে মেয়েটার চোখে চিকচিকা ঝিলকায়। এখনও। দ্যাখ, আসে কি না!"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মহাজাতি সদনের সামনে অপেক্ষা করতে-করতে সন্দীপের বুকের মধ্যে মহাত্মা গাঁধী রাস্তার পাশে কাদের আলির ব্যান্ড বাজছিল। এমন আগে কখনও হয়নি। বাপ পিটবে বুঝত যেদিন, পেটের মধ্যে গুড়গুড় পিঠটা সুড়সুড় আর জিভ শুকিয়ে স্কুলের পেয়ারা গাছের কষটা পেয়ারা! কিন্তু এই বাজনার ধরন আলাদা। যেন কীসের একটা বীজ বুকের তলায় ধামাচাপা দিয়ে ঘুম দিচ্ছিল। হঠাৎ স্বপ্নের ভিতর ফিনিক দিয়ে উঠল। দেখতে-দেখতে পেঁচো ভর্তি পাকুড়! সব ভুলে অপেক্ষা করছে ভিমরুলের খাঁচায় পোরা মৌটুস এসে হ্যালো বলবে! এই অপেক্ষার মধ্যে এক ত্রাসপূর্ণ ধ্যাত্তেরিকা ঠিক যেমন তাসখেলার সময় কী পাত্তি পড়বে ভেবে চিকনা চিঙ্কু সব টনটন করে!

এসেছিল বটে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর। কতদিন হল কলাবাগান থেকে দাস লেন শিফট হয়েছে? সেই চিকন-চিকন মেয়েটা কেমন ভেল্কিবাজি হয়ে গিয়েছে। ছল্লাত ছল্লাত!

"হঠাৎ ডাকলে? এতদিন পর? কী ব্যাপার?"

"এমনি।"

"এমনি? তা হলে আসি?"

"না-না। দাঁড়াও না।"

"নাও। দাঁড়িয়েই তো আছি।"

"চলো। মেট্রো রেলের গর্তে যাই।"

"টাকা আছে? আমার নেই কিন্তু। বর আমার হাতে টাকাকড়ি দেয় না। বলে যা লাগে বলবে, এনে দেব। বউমানুষ পয়সা ধরে না। এই দেখো, সন্দীপ, আমি বউমানুষ। হি হি হি।"

সন্দীপ পকেটে হাত ঢোকাল। সাকুল্যে গোটা কুড়ি পড়ে আছে।

"টাকা নেই। আসলে হঠাৎ ডাকলাম তো।"

"কেন?"

"তুমি চলে যাও। ডেকেছিলাম। এসেছ। থ্যাঙ্ক ইউ। এবার যাও।"

"আমি তোমার পোষা নাকি? কুকুর? ডাকলেই আসব। বললেই..."

"চুপ করো! চুপ! আর কখনও এর'ম বলবে না।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"যাব্বাবা। আমার কিছু গায়ে লাগে না। আমার বড়দা বর বেশি মাল খেলে আমাকে কুত্তি বলে। হি হি হি।"

"প্লিজ় দেবশ্রী! হাত জোড় করছি।"

"শোনো না। মেয়েদের না একটা অদৃশ্য লেজ থাকে। থাকতেই হবে। একটু আদর পেলেও টুনটুন! ভয় পেলেও টুনটুন। দুঃখ পেলেও...আচ্ছা বাবা! সরি! ওভাবে তাকিয়ো না। ভয় লাগছে, সন্দীপ।"

"যাও! ফোটো! তুমি বিচ্ছিরি হয়ে গিয়েছ।"

"ঠিক আছে। আর যদি কোনও দিন ডেকেছ! আসবই না।"

"না না। দাঁড়াও। যেয়ো না। মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল।"

"কেন?"

"ছাড়ো। তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করল। চলো, হাঁটবে?"

"কোনদিকে?"

"বিবেকানন্দ রোডের দিকে যাই চলো। ওদিকে একটা ফুচকাওলা আছে। দারুণ বানায়।"

"পয়সাই তো নেই।"

"দশ টাকায় আটটা দেয়। তুমি আট আমি আট।"

"কতদিন পর তোমাকে দেখলাম। বাপের বাড়ি আসি। তোমাকে দেখি না।"

"দেখতে চাও?"

"সারাক্ষণ। আগের চেয়ে বেশি। তুমি?"

"আজকে হঠাৎ..."

"দেখতে ইচ্ছে করল?"

"হুঁ!"

"তাও ভাল। রবিঠাকুরের একটা গান আছে 'মনে রবে কিনা রবে আমারে'। শুনেছ?"

"না। ওসব তোমার জিনিস।"

"মাঝে-মাঝে দাস লেনের বাড়িতে আসতে পারো তো।"

"যাব?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। এসো। তোমরা তো মেডিকেল কলেজে থাক। বড়দা বলে। একটু দেখা তো হবে।"

"আচ্ছা।"

"একটা কথা বলব?"

"বলো। একটা কেন? অনেক বলো।"

"দুর! লজ্জা লাগে।"

"কী?"

"আমি না তোমাকে সত্যি ভালবাসি।"

আলোছায়াময় ফুটপাথ। কোলাহলমুখর বেগবান সন্ধ্যায় সন্দীপ দেবশ্রীর হাত ধরেছিল। যা সে শুনল, তাই বলার জন্য উথালিপাথালি চলছিল ভিতরে। কিন্তু বলা হয়নি। এখনও না। দু' বছর পার হয়ে গেল এভাবেই।

সেদিনকার হঠাৎ আবেগ এখন থিতিয়ে অভ্যাস। মাঝে-মাঝে পাঁচজনেই যায় তারা। বসন্তর সঙ্গে মাল খায়। দেবশ্রী বড়া ভাজে কোমরে আঁচল জড়িয়ে, কিংবা, ম্যাক্সিটা তুলে শায়ার খাঁজে গুঁজে নেয়। সানি ছুতো করে উঠে যায় তার কাছে। সোজা হাত ঢুকিয়ে দেয় ঢিলে ম্যাক্সির ফাঁক দিয়ে। একদিন হঠাৎ সে দেবশ্রীকে চুমু খেতে শুরু করেছিল। তারপর বিস্ফোরণ হল। চ্যাটচেটে যুদ্ধশেষে সানির বন্ধ চোখের তলায় পুরনো দৃশ্যের সারি। ধামসা মাদলের শব্দ। পরিত্যক্ত সন্তান হওয়ার ধামাকা বিবমিষা হয়ে উঠছিল ভিতরে। তখন তার কানের গর্তে ঠোঁট ছুঁইয়ে দেবশ্রী বলছিল, "আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান। প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ। শুনেছ সন্দীপ? প্রেম থাকলে সব অন্যরকম। সব স্পর্শ সুখ দেয়। সব শব্দ মধুর লাগে। সব গন্ধ বিমোহিত করে। এত আনন্দ আমি পাইনি গো।"

বসন্ত লোক পটাচ্ছে। খোকনা গিয়ে তার কাছাকাছি বসল। গাব্বুকে রাজকাপুরের পাশে ভিড়িয়ে দিয়ে ছোটকু চলে গেল খোকনার কাছে। টেরনিংয়ে এত আগ্রহ না। ব্যাপারটায় মজা আছে। বেলেঘাটা লেকে মাছ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ধরার প্রতিযোগিতা হয় যেমন, সেরকম টোপ ফেলে-ফেলে ধৈর্য ধরে পার্টি তোলে বসন্ত। আসল হিসেব কী কে জানে, বলে, নার্সিংহোম যা বিল করবে তার দশ পার্সেন্ট পায়। তাদের খুল্লম ছাড় দেওয়া আছে। মড়া-ফড়া পোড়াচ্ছিস, রক্তফক্ত এনে দিচ্ছিস, ওসব হল বাজারের চুবড়ি ঝাড়া কুচো চিংড়ি। দু'-চার টাকা ঝাঁপা যায়। হয় মেডিসিন বা পেসমেকারের ব্যবসায় গলে যা, নয়তো নার্সিংহোমের ফিক্কিরি কর। তোরা চুনো এখনও। ব্যাঙাচি। লেজ খসেনি। ওষুধবিষুধের চক্করে টাল খেয়ে যাবি। ওরা শালা খুনও করে দিতে পারে। তার চেয়ে পার্টি যদি ধরতে পারিস তো ফ্ল্যাট টু পার্সেন্ট। আমার দশ থেকে ছেড়ে দেব।

পার্টি ধরার ব্যাপারে খোকনা ও ছোটকুর ব্যাপক আগ্রহ।

বসন্ত বোঝাচ্ছে "এই কেস? কদ্দিন ফেলে রাখবেন? আরে দাদা, সরকারি হাসপাতাল কবে অপারেশনের ডেট দেবে কেউ বলতে পারে? দু'মাসও লাগতে পারে। তিনমাসও লাগতে পারে। রুগি নিয়ে করবেনটা কী? আবার যাবেন? আবার আসবেন?"

"না। ডাক্তারবাবু তো বললেন তিন সপ্তাহ পর ডেট পাওয়া যাবে।"

"থাকেন। দেখেন কী হয়। আপনার লোকের জন্য অপারেশন বুক হল, হেভিওয়েট কোনও ক্যাচ নিয়ে কেউ এসে গেল। দেবে আপনাকে?"

"এতদিন বসিয়ে রেখে তবু দেবে না?"

"নিজেই বুঝবেন। একটা ডেট মিস হলে তো গেল। মেয়েছেলের মতো টেনশন বাড়বে। এর পরে যে লম্বা লাইন, সব্বাইকে তো চেঞ্জ করাবে না। কী বলেন?"

"কথা তো ঠিকই স্যার। কিন্তু উপায় নাই। আমরা গরিব মানুষ। বড়-বড় নার্সিংহোম যাওয়ার সাধ্য নাই।"

"তারপর আছে খরচ। এই যে এতদিন থাকবেন, খাবেন, তার ব্যয় আছে। হাসপাতালে নামেই নিখরচা। কাজের বেলা দেখবেন লম্বা লিস্টি ধরিয়ে দেবে। এই চাই। ওই চাই। এই ওষুধ স্টকে নেই। অমুক ইঞ্জেকশন পার্টিকে কিনে দিতে হবে। পাগলা হয়ে যাবেন। দশটা দালাল এসে দশরকম বলবে। তারপর আছে জাল ওষুধ। একটা জিনিস পয়সা দিয়ে কিনেও কি

আমারবই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
শান্তি আছে? আমরা হলাম সাধারণ মানুষ। আমাদের জীবনের কোনও মূল্য নেই। কী বলেন?"

"তা তো নাই-ই। বুঝলেন কিনা, জেলায় মেডিকেল কলেজ করেছে। কিন্তু ভরসা কই। এলাম কলকাতায়, দেখি কেষ্ট-বিষ্টু না ধরলে আশা নাই। একটা লোক, বুঝলেন, বলে হাসপাতালের খাস লোক, ডাক্তারবাবুদের চেয়ে আমাদের ক্ষমতা বেশি। যদি আগে ডেট পেতে চাও, দশ হাজার টাকা লাগবে, করে দেব।"

"দাদার কী করা হয়?"

"মুদিদোকান চালাই। ছোট দোকান। কোনওক্রমে চলে যাচ্ছিল ভগবানের কৃপায়। হঠাৎ এই বিপর্যয়।"

"দোকান কি বন্ধ করে আসা?"

"তা একরকম। বউকে বললাম, ঝাঁপ ফেলো না, ছোট খুকি অঙ্কটঙ্ক শিখেছে, হিসেব পারে, যা মাল আছে, তাই দিয়ে চালাও। যা শেষ হবে, খুকিকে দিয়ে লিখিয়ে রাখবে। কাউকে বাকি দিয়ো না। মেয়েমানুষ তো সদরে গিয়ে বেটাছেলের মতো মাল তুলতে পারবে না।"

"বিরাট ক্ষতি হল আপনার।"

"তা তো হলই। লাভ-ক্ষতি নিয়েই জীবন। কী আর করা যাবে। আমরা সাধারণ মানুষ।"

"বুঝলেন কিনা, আমার গুরুদেব বলেন যার নেই ধন, তাকে জোগায় জনার্দন।"

"ওই ভগবান ভরসা। দাদার কেউ ভরতি আছে?"

"না। তবে শীঘ্র ভরতি হবে। আমার ইস্ত্রি পোয়াতি।"

"যাক। প্রসবকর্ম মেয়েমানুষের নবজন্ম। আমার ছোটখুকির বেলায় গিন্নি প্রায় মরতে বসেছিলেন। শেষে গাড়ি ভাড়া করে মেডিকেল কলেজে নিতে হল। পেট কেটে বাচ্চা বার করতে হয়েছে। সকলে বলেছিল, মেডিকেল কলেজ নিলে, সদরে এত নার্সিংহোম থাকতে, বউ আর ফিরবে না। ভগবানের দয়ায় এখনও ভালো আছে।"

"তা কেন থাকবে না? মেডিকেল কলেজে আর যাই হোক, ডাক্তাররা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সব বড় মাপের। আরে তাঁদের জন্যই তো হাসপাতালগুলি টিকে আছে। এবারে একটা হিসাব করেন। সব মিলিয়ে আপনার যা খরচা, তার উপর ব্যবসার ক্ষতি, এমন দিনকাল, পরিবার ফেলে এখানে পড়ে রয়েছেন তার জন্য যে উদ্বেগ দুশ্চিন্তা, কে তার দাম দেবে? সরকার দেবে? হাসপাতাল দেবে? আপনার ব্যবসার ক্ষতিপূরণ করবে কেউ?"

"না। তা আর কে করে?"

"এবার ধরেন, প্রায় একই খরচ, চাইলে একই ডাক্তার, বা তার চেয়েও ভাল, ভাল নার্সিংহোমে অপারেশন হয়ে গেল, আপনিও তাড়াতাড়ি ফিরে গেলেন, সময়ের মূল্য, ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস, আপনার উদ্বেগ-দুশ্চিন্তার অবসান তার মূল্য ধরলে যে খরচ পড়বে, তুলনায় কিছুই না। বলেন যদি, চেষ্টা করতে পারি।"

"আপনি যেমন বলছেন, তেমনটা কি সম্ভব?"

"আলবাত সম্ভব। তারপর ধরেন পরিবেশ। এই কি একটা আদর্শ স্বাস্থ্যশিবির? জরুরি বিভাগের পাশেই গণশৌচালয়। এখানে-ওখানে আবর্জনা। বেডের দালাল, ডেটের দালাল, ওষুধের দালাল, কী আর বলব।"

"নার্সিংহোম কি আপনার নিজের?"

"ছি ছি! কী যে বলেন! আমি নগণ্য ব্যক্তি। নিঃস্বার্থ পরোপকার করি। গুরুদেবের আদেশ, উপকার করে যা। সার্ভিস দিয়ে যা পাবলিককে। সামনেই আমার বালিশের দোকান। যা রোজগার হয়, গুরুদেবের আশীর্বাদে চলে যায়।"

বসন্ত ক্রমশ দেবদূত হয়ে যাচ্ছে দেখে খোকনা পেচ্ছাব করতে উঠল।

ছোটকু উঠে গিয়ে সানি-টনটনের কাছে বসে বলল, "দেবশ্রীর বাচ্চা হবে মাইরি।"

"জানি।"

"কলাবাগান আসেনি অনেকদিন।"

"হ্যাঁ।"

"মালটা মাছ গাঁথল।"

"দেখলাম।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"বে সানি।"

"বল শুনছি।"

"ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান তো।"

"তাই তো লেখা।"

"মানে কি সঠিক দাম?"

"তাই হওয়ার কথা।"

"তা'লে বাইরের এত দোকান, সব ভুল দাম নিচ্ছে।"

"তাই ধরে নিতে হবে।"

"কোন দামটা সঠিক, কে বলে দেয় বে।"

"ঘোটালা আছে ছোটকু। ওষুধের নাম এক, দাম আলাদা এর'ম হয় না। একই ওষুধ পাঁচটা কোম্পানি পাঁচরকম দামে ছাড়ে। নাম আলাদা। যে-যে জিনিস দিয়ে ওষুধটা বানানো হয়, সেটাও এক, কেউ আর একটা কিছু জুড়ে একটু আলাদা করে দিল।"

"কোনও ওষুধের দাম যদি কম রাখা যায়, তা হলে সেটা বেশি হয়ে যায় কেন?"

"শার্ট, জিন্‌স, জুতো, শ্যাম্পু সবই তো সাতরকম দামে পাওয়া যায়।"

"শার্ট আর দাওয়াই এক হল? একটা পরে। আর একটা খেয়ে বাঁচে।"

"তা হলে ধর চাল। কতরকম চাল হয় জানিস? কত দামের। কত ধরনের।"

"মাথায় ঢুকল না বস।"

"আমারও ঢোকে না। তবে ওই দোকানে শঙ্কর বলে একটা ছেলে আছে। আমার স্কুলের। স্কুলমেট হলে ফটাকসে মাখামাখি হয়ে যায় তো, বলছিল ওষুধের স্টক রাখতে পারে না। কারা এসে ভয় দেখিয়ে গেছে। লাশ পড়ে যাবে। ওই পিছনের মর্গে বডি পচবে। ক্রেতা এলে বলতে হবে স্টক নেই। আবার স্টক না থাকলে তো এদেরও ক্ষতি! শালার ন্যায্য-অন্যায্য বাবলগ্রামের ফটকা বেলুন। এবার এরাই বা করবে কী! নামে ন্যায্য মূল্য! কিছু কমে দেয়। বাকি সব বাইরে-ভিতরে সমান!"

"কী চক্কর বে। শালা! গোটা দুনিয়াই যেন ময়লা ঘেঁটে ভাঙা টিন তুলছে!"

সানির ফোন বাজল। বেশ বড় আকারের ফোন। মায়ের কাছ থেকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
জোর করে টাকা নিয়ে কিনেছিল, সস্তার চিনে মাল তাও সেকেন্ড হ্যান্ড। মূলত দেবশ্রীর সঙ্গে কথা বলার জন্য কেনা। আওয়াজটা খ্যানখেনে। খোকনার ফোন।

"বস, চুপচাপ ন'নম্বরের পেছনে আয়। আওয়াজ করবি না।"

"কী হয়েছে।"

"জলদি বস। ড্রামা দেখবি তো আয়।"

ন'নম্বর বিল্ডিংয়ের পিছনে একটা অব্যবহৃত সিঁড়ির পাশে নর্দমায় তারা প্রস্রাব করে। সুলভে গেলে প্রতিবার এক টাকা। দু'নম্বর পেলে উপায় থাকে না, দু'টাকা খরচা করতে হয়।

জায়গাটায় অন্ধকার মতো। বাতিস্তম্ভ আছে। কিন্তু ইটরঙা উঁচু বিল্ডিং এবং বড়-বড় গাছগাছালি আলো চেপে দেয়। আলো অন্ধকারকে খেয়ে ফেলে, অন্ধকার আলোকে। কে কাকে খাবে সেখানেই ক্ষমতার খেলা।

তারা উঠে পড়ল। কৌতূহলে ছুটে যাচ্ছে। আঁধারে মিশে যেতে পারে ছায়ার মতো। অভ্যাস। কলাবাগান বস্তি হল ছাম্মা ছাম্মা জায়গা। সারাক্ষণ এ ওকে কামড়াচ্ছে। সে তার পেটে ছুরি মারছে। বর বউয়ের কামাই পেটকাপড় খিচে বের করে চুল্লু খেতে নীল্লুর ঠেকে যাচ্ছে। প্রেমিক প্রেমিকার যৌবন সরসী নীরে নাইতে-নাইতে নাইকুণ্ডুলিতে জিভ ঠেকিয়ে বলছে, জানু! মেরি জান! তুমি আমার প্রাণ!

প্রেমিকা কাচ্চি হলে ভাবে সত্যি। তারপর পেটান্বিতা হলে চোখের জল মুছতে-মুছতে দাস লেনের কোনও নার্সিংহোম থেকে সারাই হয়ে আসে। কলাবাগানের ইট কাঠ চাবড়া ধসা দেওয়াল স্যাঁতসেঁতে গলতা আবর্জনার ভ্যাট উপচানো মানুষের বেঁচে থাকা সাক্ষী রেখে মেয়েটা একটু সমঝে যায় অথবা জীবন মানে ঝিক্কি ঝিকিং আদর্শে অপ্সরা হয়ে কারও বাইকে বা গাড়িতে চেপে বসে ঝনঝনায়।

কলাবাগানের জীবন ঢক্কানিনাদ। হাসপাতালে জীবন ছিকছিক শিকনির মতো কেবলই গড়ায়, কিন্তু ময়লা। দাস লেনের জীবন পাঁঠার রক্ত-মাখা কাগজ ও সিসের মুদ্রা। আঁশটে। চটচটে। কিন্তু একান্ত প্রিয়। ধুতে-ধুতে বাড়ির ট্যাঙ্কির জল শেষ হয়ে যায়, ময়লা যায় না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এর মধ্যে কায়াময়কে মিশে-মিশে মিশমিশে ছায়া হতে হয়। পায়ে বেড়ালের থাবা। নৈঃশব্দ্য। কানে কুকুরের শব্দতরঙ্গগ্রাহী পটহ। ফিসফিসে শব্দও ধরা পড়ে। নাকে পাশব ঘ্রাণশক্তি। ভ্যাটের জঙ্গালের অতলেও মুদ্রা থাকলে গন্ধ পায়। চোখ বাজপাখি। তীক্ষ্ণ। এরা কি আর মানুষ থাকে? কলাবাগানের অতিকায় কলাবান! অন্ধকারে মিশে দেখছে শুনছে জোনাকি মরছে।

মেয়েছেলেটা তাদেরও নজরে পড়েছে। ক'দিন হল এসেছে। কচি। ভরাট। উদ্‌ভ্রান্ত। অনভিজ্ঞ। রাতে জরুরি বিভাগের চাতালে একটা প্লাস্টিক পেতে চেপে বসেছিল। পুলিশ হঠিয়ে দিয়েছিল। কিছুতেই নড়তে চায় না। বলে, "আমার স্বামী আছে ভেতরে। যদি ডাকে।"

শেষাবধি মহিলা পুলিশ তাকে ডান্ডা দেখিয়ে তুলে নিয়ে গেল মেয়েদের রাত্রির আশ্রয়ে।

ছোট একটি ঘর। তাতে অনেক গায়ে গা লাগানো ফালি-ফালি খাট। নোংরা মশারি ঝোলে। পেশেন্টের খাটকামড়ানো আত্মীয়রা দাঁতনখ বার করে মারকুটে চেহারায় তৎপর। খোলা গলায় এমন চিৎকার, মধুরা গালিগালাজ, বিনুনিতে-খোঁপাতে চুলোচুলি, কুকুরগুলোও ডাকতে ভুলে যায়।

বড় কিমতি এই রাত্রিবাস। সরকার বিনি পয়সায় থাকতে দিতে রাজি। কিন্তু জনগণ ছারপোকার ধর্ম নিয়ে কেবল শোষে। যেখানে গন্ধ পায়। এতটুকুন ছাড় নেই। জীবিতের হাড়মাংস গলে-গলে মৃত্যুর দিকে ঢলে, মৃত অগ্নিতে বায়ুতে ভূমিতে মিশে যেতে-যেতে জীবনের জীবিকার রসদ জোগায়। জীবিকাই একমাত্র যা মৃত্যু ও জীবনের অভিমান মুছে দেয়।

এখন, জীবন ও মৃত্যুর মাঝে লম্বমান এক স্বামীর অল্পবয়সিকা জরু, জরুরি বিভাগের আশপাশ ছেড়ে অন্ধকারে। তাকে ঘিরে আছে বলরাম, স্যান্ডো আর কৃষ্ণকুমার। তিন অবতার।

জিমে যাওয়া, দুল পরা, ছিকিছিকি চুলের স্বাস্থ্যবান স্যান্ডো ডাক্তারদের হস্টেলে কল বুক বয়ে নিয়ে যায়। কোন রুমে কী জাতের নেশা চলে জানে। মাল সাপ্লাই দেয়। যে কোনও দিন যে কোনও বস্তু বললেই স্যান্ডো এনে দেবে। বিষ্ণুপ্রসাদের পোষ্যপুত্তুর।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণকুমার লন্ড্রির লণ্ডা। দাগী, রোগবীজাণুলিপ্ত চাদর, অ্যাপ্রন, বালিশঢাকনিসমূহ উদাত্ত বাষ্পীয় যন্ত্রে উগ্র জীবাণুনাশক রাসায়নিক সমেত সুসিদ্ধ করে, যেমন মুশকো পাঁঠার মোটকা মাংস প্রেশার কুকারে বয়েল হয়!

একটু তেড়িয়া, তেমন বিনীত নয় বলে বিষ্ণুপ্রসাদের ভজনা করে সিদ্ধকাম নয়। অর্থাগম চুটকি-ফুটকিতে থেমে থাকে। তবু উপরি বলে কথা। হাসপাতালের সোঁদাল আরশোলাবিলাসী ঘুপচি কোয়ার্টার্সে তার ঝাড়ুদারনি বউ অবসরে ক্ষুদ্র আঙিনায় ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে থলথলে ফাটা দাগওয়ালা ভুঁড়ি চুলকোতে-চুলকোতে পাঁপ্পড় বানায় দুই মেয়ে চুটকি-ফুটকিকে নিয়ে।

সেই দলদলে ঝাড়ুদারনির চুল্লুখোর বেয়াদব মরদ ড্যাবড্যাব চেয়ে আছে মেয়েটার দিকে। 'তোকে খাব তোকে খাব, খাব তোকে।'

মেয়েটা ফোঁপাচ্ছে। প্রথমদিককার ডায়ালগ মিস গিয়েছে। পাঁচজন তবু খানিক অনুমান করে নিতে পারছে।

"কেঁদো না, আহা। এই স্যান্ডো, যা। চুঃ চুঃ। যা। একটা ঠান্ডা নিয়ে আয়। খিদে পেয়েছে? আর কিছু খাবে।"

স্যান্ডো: বলোদা, আমি ঠান্ডা আনতে যাচ্ছি। দেখো, সেই সূর্য সেন রাস্তার মুখে যেতে হবে। এত রাত্তিরে এখানে কোথাও পাব না।

বলরাম: যা না। তোর সেকেন্ড চান্স। মা কালীর দিব্যি। তাড়াতাড়ি আসিস।

কৃষ্ণ: বললাম এখুন লন্ড্রিমে হামার ডিপটি আছে। কেউ কুছু জানবে না। লিয়ে চল।

বলরাম: চুপ করো তো। হাসপাতালে ঘরের অভাব? কিন্তু সরকারি ঘরে কোনও রিস্ক নেয়া যাবে না। বসের নিষেধ আছে, জানো না? একটু এদিক-ওদিক হলেই মিডিয়া গাঁড় ফাটাতে চলে আসবে। চলবে না, চলবে না মিছিল ছুটবে। অবস্থান ধর্মঘট, নারীর নিরাপত্তা নিয়ে টিভিতে বাখালি... তখন লছমিদেবী বিষ্ণুপ্রসাদের ঘাড় মটকে দেবে।

কৃষ্ণ: রাস্তা মে ভি রিস্ক আছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বলরাম: তুই ধরে বসে থাক। মেজাজ খারাপ করিস না তো। দেখছিস পুন্নিমে কাঁদছে।

কৃষ্ণ: তুই-তোকারি করবি না বল্লো! হামি তোর বাপের বলোদা না।

বলরাম: তুমি হলে পাক্কা গিদ্ধর। বুঝলে?... আহা! কাঁদে না। এসো। কাছে এসো। ভয় কী! লজ্জা পায় না।

পূর্ণিমা: কী ডিন্নি না ডান্নি খারাপ হয়ে গেছে বলল তো ছোকরা ডাক্তারটা। নাকি পেস্যাব হয় ওতে। লতুন লাগবে।

বলরাম: অনেক কিছু লাগবে পুন্নিমে! অন্তত একটা কিডনি। খরচ সাত লাখও হতে পারে, বিশ লাখও হতে পারে।

পূর্ণিমা: ও মা গো!

বলরাম: বোতল-বোতল রক্ত লাগবে।

পূর্ণিমা: হে ভগবান!

বলরাম: ওষুধ-ইঞ্জেকশান যে কত লাগবে বলার নয়। যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা পুন্নিমে। ও কি এমনি হবে?

পূর্ণিমা: ও কি তবে বাঁচবে না দাদা? ও কি মরে যাবে? আমি কী করি? কার কাছে যাই?

বলরাম: আবার কাঁদে। আমি আছি কী করতে? উঁ? তোমাকে ফিরি থাকার জায়গা দিইনি? নতুন মশারি, নতুন চাদর, সুলভে বিনি পয়সায় স্নান-টান।

পূর্ণিমা: আপনি যে কত করলেন!

বলরাম: অ্যাই দ্যাখো, আবার সরে বসে। ওষুধ-রক্ত যা লাগে, সব ফিরি দেব। কিছু ভেবো না। অ্যাই তো ঠান্ডা এসে গেছে। মিষ্টি এনেছিস? খুব ভাল। যা তো, একটু তফাত যা। মেয়েছেলে মানুষ। এতজনের সামনে তুলতে লজ্জা পাচ্ছে। হলে ডাকব। যা।

পূর্ণিমা: আর ওটা? দাদা? ওই কী ডিনি যেটায় পেস্যাব হয়। ওটা কোথায় পাব?

বলরাম: একটা-একটা করে। পুন্নিমে, একটা-একটা করে। খোলার বেলায় যেমন, চিকিচ্ছের বেলাতেও তেমনি। আরটু ছড়াও, আরটু, এই তো!

পাঁচজন দেখছে। শুনছে। ঘামছে। খামচে ধরেছে অনাকাঙ্ক্ষিত উত্তেজনায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
উত্তুঙ্গ মন্দিরের ধ্বজা। গলা শুকিয়ে খটখটে। তারই মধ্যে ছোটকু বলে উঠল, "স্যান্ডো আমার কোম্পানির মাল এনেছে। পিয়াস।"

"তোর বাপের কোম্পানি বোকা চাঁদ।"

গাব্বু: উফ! স্যান্ডো কী তড়াকসে বিল্লু করছে দ্যাখ। মেয়েটা তো কেলিয়ে গেল।

ছোটকু: এর পর কেষ্টচন্দর। স্রেফ লাট খেয়ে যাবে।

টনটন: চল বে। আটকাই। চোখের সামনে ধরসন হচ্ছে!

সানি: চুপ। ওদের সঙ্গে লাগতে যাস না। হাসপাতাল থেকে টু পাইস জুটে যাচ্ছে। মেয়েটা স্বেচ্ছায় এসেছে। এটা কী করে রেপ হয়? চল! ফুটে যাই! ওই কেষ্টর চোঁয়ানো দেখলে বমি করে ফেলব।

বহতা মূত্রস্রোতের প্রতিকূলে চলে যাচ্ছে তারা। যাবতীয় দুর্গন্ধে তাদেরও অবদান কম নয়।

হাসপাতাল ছেড়ে বাইরে এল।

দোকানের ঝাঁপ পড়ে যাচ্ছে। সারারাত্রি যারা খোলা রাখবে তারা লোহার ভাঁজ-দরজা টেনে তালা ঝুলিয়ে ইঁদুরখাঁচার মতো ভিতরে সেঁধিয়ে আছে।

শান্ত ঘুম-ঘুম রাস্তায় তাদের শরীরে জ্বলে যাচ্ছে উদভ্রান্ত আগুন। তারা পানমশালা মোড়ক ছিঁড়ে মুখে ফেলল ঘোর উত্তেজক। বিড়ি ধরিয়ে নাভি অবধি টেনে নিল ধূম।

দূরে একটা জুলুস। কীসের আনন্দযাত্রা! ঝ্যামঝ্যাম্পারা ঝ্যামঝ্যাম্পারা ঢিড়িম ঢিক ঢিক ঢিড়িম ঢিক ঢিক।

কারা সব নাচতে-নাচতে চলেছে।

ওহ! একটা সাজানো মিনি ট্রাকে দু'টি মেয়ে। মেয়েদু'টির পেট আছে, নাভিগর্ত আছে, ভারী উরু, উঁচু টাইট বুক আছে। থরথর কম্পমান পশ্চাৎ! বিবি পায়রা পায়রা, বিবি পায়রা পায়রা। বিবি পায়রা ওড়াচ্ছে তো ওড়াচ্ছেই। কারা নাচছে! তারাও নাচতে লাগল। প্রথমে গা-দোলানি, তারপর উত্তালনী, তারপর হুদুমদাড়। ঢুম ঢুম ঢুম। চিৎ হয়ে যাচ্ছে। চুল ঝাঁকাচ্ছে। হিলিহিলি কাঁপছে যেন মৃগীরোগ। নাচতে-নাচতে ঘামে সপসপ শরীর আসলে এক উল্লম্ফ দণ্ড!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ঘরে ফিরে দেহরসসিক্ত সানি জোরে-জোরে ঘণ্টি বাজাল দরজায়। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সময় সুইচ চেপে।

"আসছি, আসছি। দাঁড়া।"

"এতক্ষণ লাগে কেন দরজা খুলতে? কী করছিলি।"

"আমার বয়স হচ্ছে না? আমি কি হরিণী? আমি একটা বাচ্ছা হরিণের মা।"

"খেতে দে।"

"রাত কত হল জানিস?"

"বেশি কথা না বলে খেতে দিবি?"

"হাত-মুখ ধুবি তো? ওসব জরদামশলা চিবিয়ে খাস। জানিস ওতে ক্যানসার হয়!"

"হলে হবে। মরব।"

"চল না, মরি! আজ পূর্ণিমা, জানিস।"

"কী? পূর্ণিমা? পুন্নিমে বলে নাকি পূর্ণিমাকে।"

"বলে তো। লোকে কথা ভেঙে ফেলে। সম্পর্ক ভেঙে ফেলে। জীবন। যেন কাচের বাসন।"

"তুই ছাতে গিয়েছিলি।"

"না তো! ঘর থেকে বেরোই আমি? কতদিন পূর্ণিমার চাঁদ দেখি না! তোর বন্ধু টনটনের মা পূর্ণিমায় গঙ্গা নদীতে ডুবে মরেছিল।"

"পূর্ণিমা-পূর্ণিমা-পূর্ণিমা! চুপ করবি!"

"চুপ করলাম। সারাক্ষণ মেজাজ তিরিক্ষি। মা যেদিন মরবে, বুঝবি।"

"খেতে দে। তারপর মরতে যা।"

"আয়। ভাত বেড়েছি আয়। ডালের কী দাম! আড়াইশো আনালাম। ওভাবে তাকাস না। আমি যাইনি দোকানে। বকুল এসেছিল। ওই তোদের দেবশ্রীর বউদি। এনে দিল। আলুর খোসা ভেজেছি পেঁয়াজ দিয়ে। ঘরে আর কিচ্ছু নেই। কাল একটু বাজার করে দিয়ে যাস।"

"কালকেরটা কাল হবে।"

"কাল আবার হরিণশিশুর কী মতি হয়!"

"হরিণ-হরিণ করছিস কেন হঠাৎ?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"কতকাল হরিণ দেখি না। আজ খুব মনে পড়ছিল।"

"উঃ! শখ একেবারে উবজে উঠেছে। খুব করে জানালায় দাঁড়াচ্ছিস!"

"তুই কেমন ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছিস রে সোনা। তোর মনে আছে, হিন্দি স্যারের থেকে শুনে-শুনে গীতার শ্লোক মুখস্থ শোনাতি আমাকে? এখনও মনে আছে রে? গীতা আর গীতবিতান একবার যার ভেতরে ঢোকে, সে মানুষ হয়ে যায়!"

"ওখানে ওটা কী?"

"কোনটা।"

"ওই যে। অ্যাশট্রেটা ওখানে কেন? ওখানে তো ছিল না।"

"ও আমি ঘর পরিষ্কার করছিলাম। রেখেছি বোধ হয়।"

"নিয়ে আয়।"

"কেন?"

"নিয়ে আয় বলছি।"

"খেয়ে ওঠ আগে বাবা। তারপর নয় দেখিস। শান্তিমতো খা আগে।"

"আমি খেয়ে হাত ধুতে যাব, আর সেই ফাঁকে তুই সব ঝেড়ে ফেলবি। প্রমাণ লোপ করে ফেলবি তাই না? লোপ্পা ঝাড়ার চেষ্টা আমার সঙ্গে, না? নাকি দুসরা।"

এঁটোকাঁটা জ্ঞান নেই। চেপে ধরল কাঁধ। ঝাঁকাচ্ছে।

"বল কে এসেছিল? বল শিগগির!"

"লাগছে। লাগছে আমার। ছাড়। জামাকাপড় নোংরা করে দিলি। আজ ধুয়ে দিলে কাল কী পরব?"

"বল-বল। কে আসে তোর কাছে? আমি যখন থাকি না কে আসে।"

"তোর বাবার মতো হয়ে যাচ্ছিস। ওইরকম নিষ্ঠুর। বাতিকগ্রস্ত! আমি তোর মা না?"

"মালাইচাকি! মাগগিভাতারি! চতুররমণী! বলবি না তুই? বলবি না? বলবি না?"

ঘাড় চেপে ধরে ঠুকছে মেঝেয় মায়ের মাথা, যেন মাগুর মাছ।

মা আর বাধাও দিচ্ছে না। ছেঁচে যাচ্ছে কপাল। ছ্যাঁচাকপাল আর কত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সইবে? দুঃখ হয় না? স্বামী হলেও অপমান। ছেলে হলেও অপমান। মা কেঁদে ফেলল। কাঁদতে-কাঁদতেই বলছে, "ওরে হাত ধো। ওরে তোর কি মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে?"

সানি ছাইদানে ছন্নহীন লাথি মারল। শূন্য। ফাঁকা। না ভস্ম, না ভলক, না সিগ্রেট, না গরগরে কিস্‌সা কাহানির অবশেষ।

সানির মন ভাল হয়ে গেল। আঙুলের খাঁজে একটু ভাজা পেঁয়াজ লেগে আছে। চেটে নিল। মুখে চুলের মতো কী একটা লাগল। টেনে দেখল সরু একফালি আঁধারের মতো মায়ের একগাছি চুল। সে বলল, "মা ওঠ।"

মা উঠল। কপাল ফোলা। থ্যাঁতলা। ঠোঁট কেটে সরু রক্ত । খোঁপা খুলে চুল এলো। আঁচল নদীর ধারার মতো গড়াচ্ছে মেঝেয়। মা-টা কী সুন্দর!

"বিছানা করে দে মা।"

"দাঁড়া। গা সকড়ি করেছিস। স্নান করে আসি।"

"কাল বাজার করে দেব।"

"বেশ তো।"

"এই মা!"

"বল।"

"ব্যথা?"

"আর ব্যথা লাগে না।"

"লাগে। বল, লাগে।"

"আমার লাগে না বাবা। মেঝেটার লাগে।"

মা স্নানে গেল। সে ভাবছে। মেঝেটার লাগে? সত্যি? ওইজন্যই মায়ের পরেই মাটির কথা বলে।

আজ একটু মাল পেলে ভাল হত। মাল্লু নেই। কবে যে পকেট ডুবকি ছুবকি গরমাগরম হয়ে উঠবে! অনেক টাকা! অনেক! জয়ের মতো। কী ঝকঝকে দোকানটা! কত টাকা লাগে ওর'ম একটা দোকান দিতে? সে পানমশালার প্যাকেট ছিঁড়ে মুখে মশলা পুরল। আবার ছাইদানে চোখ পড়ল। পোঁদ উলটে পড়ে আছে। তুলে হাতে নিল। গন্ধ শুঁকল। সত্যিই কেউ আসেনি? মাশকি চাপছে? হঠাৎ একদিন বলবে ভালবাসি! ফুটে যাবে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও

একটাই বিছানা। পাশাপাশি মা-ছেলে। মা মাথায় হাত বুলোচ্ছে।

"চুলগুলোর কী দশা করেছিস!"

"তোর কী।"

"লেখাপড়াও করলি না। তোর বাবা বলেছিল কীসব কম্পিউটার শিখতে, সেও গেলি না। এভাবে কি জীবন চলবে?"

"কে বাবা? আমার কোনও বাবা নেই।"

"ক্ষমা করতে শিখতে হয়। বুঝতে শিখতে হয়। আমি কি চিরদিন থাকব?"

"কেন? তুই কোথায় যাবি?"

"বাঁচব নাকি চিরকাল?"

"আমাকে ছেড়ে যাবি?"

"কোথায় যাব তোকে ছেড়ে? তুই ছাড়া আর কে আছে আমার? কিন্তু যম তো কাউকে ছাড়বে না। আজ তোর বাবা টাকা দিচ্ছে যা হোক। আমি চোখ বুজলে কী করবে কে জানে!"

"ওর টাকায় মুতি।"

"এভাবে বলে না। সে তোমার জন্মদাতা।"

"কে বলেছিল জন্ম দিতে? কুকুরচন্দর! কুত্তার ভুক্তাবশেষ!"

"তুই না থাকলে আমি কী নিয়ে বাঁচতাম!"

"আমার এ পৃথিবীতে আসার কোনও দরকার ছিল না মা। মশামাছির মতো আমি। কে আমি? কেন আমি? জয়ের মা কলেজে পড়ায়। অনেক টাকা ওদের। কী সুন্দর সেলফোনের দোকান দিয়েছে। জয়ও তো বেশি পড়েনি। স্কুল শেষ করেই ব্যবসায় চলে গেল। যেমন লাল্টুমার্কা দেখতে, তেমন জীবন।"

"আমার যে নিজের বলতে আর কিছুই নেই।"

"ওই লোকটাকে দিতে বল। চুতিয়াগিরি করে চলে যাবে আর আমরা আলুর খোসা জীবন কাটাব! কেন?"

"বেশ তো শান্তিতে আছি।"

"কী শান্তি? ল্যাল শান্তি! ব্যাল শান্তি! মাসে ওই ক'টা টাকা দিয়ে অন্য মহিলার সঙ্গে চিম্বুটিম্বু করবে! আমি ছাড়ব না।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"সে ওখানে ভালবাসা খুঁজে পেয়েছে। আমার কাছে যা চেয়েছিল, পায়নি। তুই তো এখন বড় হয়ে গিয়েছিস। মানুষ শেষ পর্যন্ত ওই জিনিসটাই চায়। ভালবাসা। এটা তোকে বলতে আমার লজ্জা নেই।"

"তুই-ও চাস?"

"চাই। আর শুধু ভালবাসাই চাই।"

"কে দেয় তোকে ভালবাসা? অ্যাঁ? যত উৎকুন ধারণা। ভালবাসা নিয়ে কেউ মাথাই ঘামায় না। শুধু ধান্দা আর কামাই। সারা দুনিয়াই ভ্যাটকু। জঞ্জাল ঘেঁটে লোহা-টিন খুঁটে নিচ্ছে। ভালবাসা একটা ফালতু, চটকা, বেমক্কা জিনিস। তোর মতো রেগ্নি চাণ্ডিরা ওসবে ছলকায়।"

"মানে কী রে এসব কথার?"

"মানে বুঝতে হবে না। তোকে কে ভালবাসে বল? তুই কাকে ভালবাসিস।"

"তোর বাবা আমাকে সন্দেহ করত। ভাবতাম, ভালবাসে, তাই কাউকে একটু ভাগ দিতে চায় না। ধমকাত, চমকাত। ভাবতাম ভালবাসে, তাই এমন অধিকারবোধ, আপনার জনের কাছেই তো লোকে উদোম হতে লজ্জা পায় না। কিন্তু যখন সে বলল, অন্য কাউকে ভালবাসে, তখন মনে হল, এতকাল যা কিছু ভালবাসা ভেবে এসেছি, আপনজনের প্রতি অধিকার ভেবে এসেছি, সেগুলো সব ফক্কা! ভালবাসা বলে কিছু ছিলই না আসলে। তখন নিজের বুকে উঁকি দিলাম। কুয়োর মতো। তলার অন্ধকারে টর্চ ফেলতে-ফেলতে ব্যাটারি যায়-যায়। দেখি সবজেটে শ্যাওলামাখা কী সব ভাসছে। মরা মাগুর মাছের মতো।"

"কী সব ভুল বকছিস?"

"ভুল ভেঙে ঠিকটা বুঝে গেলে ঠিকটাকে ভুল বলে মনে হয়। ওগুলো সব আমার ভয়। ভালবাসাগুলো মরে-মরে ভয় হয়ে ভাসছে। আমি তো ওকে ভালবাসতেই চেয়েছি। কবে যেন ভালবাসতে ভুলে ভয় পেতে শুরু করলাম আর বিভীষিকা থেকে বাঁচতে ওর অত্যাচারগুলো ভালবাসা ভাবতে লাগলাম। এখন আর ভয় নেই। এখন আবার টগর পাতায় শিশিরের জলবিন্দুর মতো ভালবাসা চাই।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"কার কাছে? অ্যাঁ? কার কাছে।"

"তুই। তোর কাছে। আবার আমি ভাবতে শুরু করেছি, আমার সোনামণি আমাকে সন্দেহ করে কারণ সে আমাকে বড় ভালবাসে। পাছে তার ভালবাসার মানুষকে কেউ নিয়ে নেয়, তাই এত ভয়। তাই তুই মারলে আমার লাগে না। আর আমার বুকের কুয়োটা দুধে ভর্তি তোর জন্য। আর কী বলব। তোর জন্যই ঘুঁটেকুড়ুনি জীবন ধরে আছি। মানুষ হয়ে ওঠ। কারও কাছে হাত পাতার কী দরকার...!"

ক্লান্ত, আহত মাথা ঘুমে ঢুলে পড়ছে। সানি ভাবছে। যত ভুল কথা বলে মা। ভালবাসাফাসা আব্বার কী! দেবশ্রীও ওইরকম। শুধু ভালবাসা। কীসব গানের কথা বলে! 'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী।' দুত্তোর! সানির আগে-পিছে দু'জন মেয়েমানুষ যেন ভালবাসার এঁটুলিপোকা।

তারও হয়েছিল। কয়েকমাস। মনটা যেন আইনক্স সিনেমা হয়ে গেল। সারাক্ষণ দেবশ্রী ফিল্ম চলছে। দেবশ্রী হাসছে। দেবশ্রী কথা বলছে। দেবশ্রী চলছে। হাত নাড়ছে। যেদিন থ্রি-ডি চশমাটা পরল, মস্তি লাগল খুব, কিন্তু মনে হল এই ভালবাসাফাসা আসলে সব ওই লপক-চপক। তার বাইরে কিছুই নেই। ভালবাসা শব্দটাই আসলে ন্যাংটো ঢাকা পোশাকের মতো। খোলো আর চিতোও। পোশাকটা না থাকলেই বা কী!

আসলে যে কোনও একপক্ষ ভাবে পোশাকটা আছে। ওতেই হয়। মা ভাবে, বাবার আছে। প্রেমের পোশাক। দেবশ্রী ভাবে তার আর সন্দীপের গায়ের চামড়াটাই পোশাক। টেনে ছাড়ালে মরে যাবে। বলেও তো ওসব, "যেদিন তুমি এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে ভালবাসছ না বুঝতে পারব, সেদিনই মরে যাব।"

সানি বলেছিল, "জানবে কী করে?"

"ঠিক জানতে পারব। মন জানিয়ে দেবে।"

এইসব নিয়েই মেয়েটা বসন্ত বুলবুলের পোশাক খোলে। এখন মা হতে যাচ্ছে।

আর ওই মেয়েটা, পুন্নিমে, সে ভাবছে লোকজন মায়া-মমতার লালিত্যপূর্ণ পোশাক পরে আছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পোশাক খোলার জন্য আপনজন লাগে? পুরা নদী মে গাড়ি, রোড পে বোট। বলরাম, স্যান্ডো, কৃষ্ণকুমার ওই পূর্ণিমার কবেকার অর্জুন, নকুল, সহদেব?

দৃশ্যগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে সানির। পুরো পর্নো রোড শো! কুকুররা যখন ভাদ্দরে বেশরম, তখন তারা বলে পর্নো রোড শো। আজ একেবারে খুল্লমখুল্লা বিল্লু পিল্লু।

সানি গরম হয়ে যাচ্ছে। এমনিতেও পেটে বাচ্চা আসার পর দেবশ্রী আর হেঁদালপেঁদাল করতে দেয় না। এমনকী বুক হাতাতে গেলেও চিড়িকঝিপ করতে থাকে, সানি তাই আজকাল যায়ই না প্রায়। তার উপর চেহারাখানা যা হচ্ছে! ঢেপলি!

সে নিজের দেহাংশ কাঁকড়াবিছে হয়ে যাচ্ছে টের পায়। কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে দিল। ওফ! কী দৃশ্য! ওফ! কেন যে বেঙিটা পেটে ডিমের থলি নিয়ে ঘুরছে। ব্যাঙ এখন কী করে!

পাশে মা উল্লাস ঘুম দিচ্ছে। সানি উঠে পড়ল। এভাবে ঘুম আসবে না। ছিলিকপিলিক করতে হবে। হাতে তালাচাবি নিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে সে গলিতে এল। একটা কুকুর শুয়ে ছিল। মারল কষে এক লাথি। কাঁউউ আঁউউ করে কুকুর-কাঁদা কেঁদে কোথায় লুকিয়ে পড়ল অলিগলির ঘুষঘুষে জ্বরের মতো। সানি গলতা ছেড়ে বেরিয়ে এল।

কত লোক ফুটপাথে ঘুমোচ্ছে। বসন্ত বাতাস। একটু সুখ। সে আকাশে তাকাল। এক্কেবারে গোল একটা চাঁদ। ঝকঝক করছে। যেন কত আলো ঢালছে! আসলে তো ঢপ! এই সমগ্র জগৎই একটি বৃহৎ ঢপ বলে মনে হতে লাগল সানির, কারণ জীবনের কোনও অর্থ নেই। মৃত্যুরও না। অথচ না পারা যায় মরতে, না পারা যায় ঠিকমতো বাঁচতে।

সে নিলুবাবুর দোকানের বন্ধ ঝাঁপের বাইরে রাখা বেঞ্চে একজন শুয়ে আছে দেখল। একটু এগিয়ে বুঝল টনটন। টানটান শুয়ে আছে।

"কী বে তুই এখানে?"

"ঘুম আসছে না বে সানি।"

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ থেকে একটা গাড়ি ঢুকছে। হেডলাইট নিবিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দাঁড়াল। পিছনের দরজা খুলে দুটো মেয়ে নামল। পথবাতির আলোয় ঝিকমিক করছে তাদের পোশাক। একজনকে চিনতে পারল সানি আর টনটন। খোকনার বড় বোন খুকুন।

"লাইনে নেমে গিয়েছে?"

টনটন বলল, "খোকনা বলে রাজারহাটে কোন হোটেলে কাজ পেয়েছে। সুইপার।"

গাড়িটা বেরিয়ে গেল। উঠে বসে পকেট থেকে বিড়ির বানডিল বের করল টনটন। একটা সানিকে দিল। বলল, "চাঁদটা দ্যাখ! যেন কাপড় খুলে নেবে।"

"হুঁ!"

"ভাই সানি, একদিন সোনাগাছি যাবি?"

"টাকা কই?"

"অনেক লাগে?"

"দেখতে হবে।"

"আজ বডি শালা তন্দুর হয়ে গেছে।"

"আমার কাছে ছবি আছে, দেখবি?"

"ফোন এনেছিস?"

"এনেছি বে!"

"চল ওই গলিতে যাই। হনুমান মন্দিরের ওপাশে।"

"চল।"

মন্দিরের গায়ে পাশাপাশি হেলান দিয়ে দাঁড়াল দু'জনে। সানির হাতে সস্তায় কেনা চিনে ফোন। সে বোতাম টিপছে আর নিমেষে ফুটে উঠছে নানা ভঙ্গিমায় উত্তল-অবতল উত্তুঙ্গ-ফুটোল ছবি। দু'জনের চোখ চলছে। হাত চলছে। ঘাম ঝরছে। জল ঝরছে। দু'জনেই হাঁপাচ্ছে হাক্কু হাক্কু হাক্কু। ঝুলঝুলে থ্যাপলা প্রত্যঙ্গ ঢপের চাঁদের কাছ থেকে লুকোতে-লুকোতে বসে পড়ছে হনুমান মন্দিরের আলোকিত সিঁড়িতে।

"বিড়ি দে।"

"এই নে। নাঃ! ভাল কামাই দরকার। এভাবে আর চলে না। যাকে বলে কোনও স্বাধীনতাই নেই।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"বে টনটন, সত্যি বলব? ব্রথেলে যেতে আমার ভাল্লাগে না।!"

"কী থেল? কোথায়?"

"ওইসব জায়গা। ওইসব মেয়েমানুষ। মনে হয় কী আমার চোখের সামনে সব মাংসের ডেলা! মাংস কথা বলছে, মাংস দাঁড়িয়ে আছে। চামড়াটা দেখতে পাই না বে। যেভাবে ছাল ছাড়িয়ে ঠ্যাং বেঁধে পাঁঠাগুলো ঝুলিয়ে রাখে না মাংসের দোকানে? কিছু বোঝা যায়? পাঁঠাটার কীর'ম রং ছিল, কোথাকার পাঁঠা ছিল।"

"বোঝার দরকার কী। খাব তো মাংস।"

"ধর পাঁঠার জায়গায় ভেড়া।"

"ভেড়া তো খায় বস।"

"ধর কুকুর।"

"কুকুর? থুঃ!"

"তব্বে? অদ্ভুত একটা জন্তু। সব্বার সঙ্গে একেবারে খাপে খাপ, যদি ছাল ছাড়াস। যে-কোনও সাইজ় বল, কুকুর আছে। একটা সিন দেখেছিলাম বে, একটা বড়লোকের মেয়ে পোষা কুত্তার সঙ্গে হিল্লি করছে।"

"যাঃ বে! তাই আবার হয় নাকি।"

"কুত্তাটা কী মজা পাচ্ছে মাইরি।"

"সে টাকা থাকলে কুত্তার সঙ্গেও শোয়া যায়। না থাকলে শালা নিজেই নিজের জিলিপি।"

"তুই কি টাকা চাস শুধু মেয়ে নিয়ে শুবি বলে?"

"আবার কী? মানুষ বাঁচে কেন বল? শুধু খাবে আর শোবে বলে।"

"মরে গেলেই তো সব ফিনিশ।"

"পয়সা থাকলে মরেও সুখ বে।"

"আমার মড়া পোড়াতেও ভাল্লাগে না।"

"তা হলে তোর কী ভাল্লাগে বে সানি।"

"তা জানি না। তবে জয় হতে ভাল্লাগবে মনে হয়।"

"জয়? মানে? টেরাস্ট মি দোকানের জয়? তোর দোস্তি।"

"ধুর বে। আমার দোস্ত তো তোরা। ও আমার ক্লাসমেট। তখন বন্ধু ছিল, তাই। স্কুলের মাঠে একসঙ্গে কত খেলেছি। তখন শালা স্কুলে যেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
গেলে রাগে বিচি ফাটত। এখন মনখারাপ লাগে। পড়াশোনাটা বাখালি কিন্তু ওখানে সব্বাই বন্ধু, বুঝলি, সব্বাই সমান।"

"স্কুল ছেড়ে দিলি কেন বে?"

"ইচ্ছা হল।"

"আমিও। চারদিন স্কুলে গেছিলাম। নাম লিখতে পারি। মা শিখিয়েছিল। তারপর মা ভেগে গেল। আর পড়তেই মন লাগল না। বে সানি, ওই কথাটার মানে কী রে? টেরাস্ট মি।"

"ট্রাস্ট মি, মানে আমাকে বিশ্বাস কর।"

"তুই আমাকে ট্রাস্ট করিস?"

"করি না বে? নিশ্চয়ই করি।"

"একটা কথা বলবি?"

"কী?"

"মাইরি দেবশ্রীর পেটে যে বাচ্চা, ওটা কি তোর?"

"না। বসন্তর।"

"আমাকে ট্রাস্ট করলি না। আমি কি কাউকে বলতাম?"

"পৃথিবীতে কেউ কাউকে ফুল ট্রাস্ট করে না টনটন। তুই ভগবানকে ফুল ট্রাস্ট করিস?"

"ভগবান? ভেবেই দেখিনি।"

"ভাব!"

"নাঃ, এখন শুধু টাকা আর মেয়েছেলে ভাবতে ইচ্ছে করে।"

দু'জনেই চুপ করে গেল। টনটন গুনগুন জুড়ে দিল। সানি কান দিল না। টনটনের প্রশ্নটা তাকে নাড়াচ্ছিল। তার মানে বন্ধুরা জানে দেবশ্রীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা চিপকানো। সে কখনও বলেনি, তবু জেনে গিয়েছে। বন্ধুরা চুপচাপ অনেক কিছু জেনে যায়। মাল খায় যে মাঝেমধ্যে বসন্তর সঙ্গে। তখন সুযোগ বুঝে দেবশ্রীকে চটকেছে কত। ভেবেছে কেউ দেখেনি। আসলে কে কখন দেখে, চোখ বুজে ছিল।

নাকি সবাই শালা ছুকনামি করেছে। সব ভুখা কুত্তা। হাতের সামনে দেবশ্রীর মতো গামলি পেয়ে একটুও চুলকোচুলকি করেনি?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

না-না। এরা তো বন্ধু।

কীসের বন্ধু? কবে থেকে বন্ধু হয়ে গেল? কেনই বা হল? তার বাপ যদি অন্য মেয়েছেলে না জোটাত, তারা যদি আগের বাড়িতেই থাকত, সে স্কুল পাশ দিয়ে জয়ের মতো হয়ে যেত, তখন এই টনটন গাব্বু খোকনা ছোটকু কোথায় থাকত?

আসলে এদের সঙ্গেও তার সম্বন্ধটা কুকুরখচিত। এক কুক্কুরীকে হাল্টা করাতে গিয়ে বাপ আর-এক কুক্কুরীর প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে তাকে আর তার মাকে গুগলি দিয়ে চলে গেল। এইসব বন্ধুরাও ওই কুক্কুরীর তলপেট থেকে খসে পড়ল টুপটাপ। এরা থাকলেই বা কী, না থাকলেই বা কী! সে কি এদের ভালবাসে? এরা কি তাকে ভালবাসে? একসঙ্গে থাকলেই কিছু ভালবাসা গলা পেঁচিয়ে ধরে না।

ভালবাসা! ভালবাসা!

এরা কি সব্বাই মিলে দেবশ্রীকে ভালবাসতে যায়?

ধুস! দেবশ্রী ওরকম মানুষই নয়। দেবশ্রী ভালবাসার পবিত্রতায় বিশ্বাস করে। দেবশ্রীর চোখ থেকে ভালবাসা গরম গলন্ত মোমের মতো টপাত-টপাত ঝরতে থাকে সন্দীপের জন্য।

মাঝে-মাঝে তার মনে হয়, ওই সন্দীপ আসলে সে নয়। অন্য কেউ যে দেবশ্রীর বুকের ভিতর থাকে। না হলে সে কেন নিজের মধ্যে মোমের কণাটুকুও খুঁজে পায় না? টিঙ্কানানা চ্যাটচেটি শেষ হলে তার মনে হয় মেয়েটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। মনে হয় অসহ্য। মাংসের তাল ছাড়া আর কিচ্ছু না। তোমার চোষা হাড্ডি মেঝে থেকে তুলে তোমাকেই চুষতে বললে ভাল্লাগবে?

কিন্তু দেবশ্রী তখন কিছুতেই ছাড়তে চায় না। নাছোড় ধুঁধুল লতা যেমন ল্যাম্পপোস্ট জড়িয়ে ঝিকলি ঝিকলি হলুদ ফুল ফোটায়, সেইরকম করে ধরে। আর পাঙাস বিড়বিড়ানি। "'এ কী অপূর্ব প্রেম দিলে বিধাতা আমায়' শুনেছ?"

"তোমার রবীন্দ্রনাথ?"

"না। মান্না দে গায়। আমিও রাধার মতো ভালবেসে যাব। হয় কিছু পাব নয় সবই হারাব।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"রবিবাবুর স্টক শেষ?"

"কে বলেছে? মোটেই না। এই, আমাকে একটা বই কিনে দেবে? একটু দামি অবশ্য।"

"কী বই? কত দাম?"

"কত দাম জানি না। একটু মোটা বই। নামটা....নামটা...গীতলিপি, না গীতমালা, না গীতবীথি, আরেঃ কিছুতেই মনে পড়ছে না।"

"গীতার কথা বলছ? আছে কয়েক কপি। একদম নতুন। শ্রাদ্ধবাড়িতে শ্মশানবন্ধু খেতে ডাকে। তখন দেয়।"

"কেন?"

"আমি তো বামুন। আমি আর ছোটকু পাই।"

"ছোটকু তো চক্রবর্তী। তোমরা তো ঘোষাল। ঘোষরা তো বামুন না।"

"ঘোষ আর ঘোষাল কি এক? বাল আর বালক এক হল।"

"হিহিহি! একই হল কিন্তু। বাংলাতে বাল মানে ছোট ছেলে। হিন্দিতেও তো বলে বালবাচ্চা।"

"ঘরে বসে না গাবজিয়ে পড়াটা চালাতে পারতে তো।"

"পড়ি তো। যা পাই। এই জানো, দাস লেনে না একটা পুরনো পাঠাগার আছে। হিহিহি। আমি ছাড়া আর যারা যায় সব ঘাটের মড়া। একটা করে মরবে আর তোমাদের ডাকব কাঁধ দিতে। ধুত্তেরি, বইয়ের নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না।"

"এবার উঠে পড়ো। বড়দা এসে পড়লে কী হবে? যদি জেনে যায়।"

"জানলে জানবে। হিহিহি। শোনো না, বইটায় রবীন্দ্রনাথের গান পাওয়া যায়। কলেজ স্ট্রিটে খোঁজ করো।"

"আচ্ছা দেখব।"

"একটা কথা আছে। সিরিয়াস।"

"বলো।"

"জামা পরে নি।"

"কী ব্যাপার?"

"আমি মা হতে যাচ্ছি।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"মানে?"

"মানে আবার কী? মেয়েরা মা হবে না? বলছি, আজ যা হল, ব্যস, আর বাচ্চার জন্মের আগে কিছু হবে না।"

"কেন।"

"ওর যদি কিছু হয়? তিনমাস চলছে, বুঝলে।"

"হুঁ!"

"কী হুঁ?"

"কোনও লাফড়া নেই তো?"

"কীসের?"

"মানে আমি, বাচ্চা, বসন্তদা!"

"বাচ্চাটা শুভঙ্কর বিশ্বাসের। এ নিয়ে আর কোনও দিন কোনও কথা বলবে না। বুঝলে?"

তখন অত বোঝেনি। কিছুদিন পর থেকে একেবারে টেরিটিবাজারের মতো টের পাওয়াচ্ছে শরীর। একেবারে দিওয়ানা-মস্তানা করে দিচ্ছে। নেট খুলে পড়ারও চেষ্টা করেছিল। ইজ় দেয়ার এনি হার্ম ইন হ্যাভিং ইন্টারকোর্স ডিউরিং প্রেগনেন্সি। নো, দেয়ার ইজ় নো হার্ম। এর বেশি কিছু বোঝেনি। অত বিদ্যে নেই। তবে অনেকরকম ছবি আছে, কিছু দেবশ্রীকে দেখাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার না তো না। উলটে বলে, "আমাকে যদি একটুও ভালবাসো, আর এসব বোলো না।"

ভালবাসা! ফুঃ!

ভালবাসা বলে কিছুই নেই এ জগতে। আছে চাহিদা। এই শরীরের যাবতীয় আরামের বন্দোবস্ত। খাওয়া, শোওয়া, নেশা, সাজগোজ সব কীসের জন্য? শরীরের জন্য।

প্রথম কাঁধ দেওয়ার দিনটা তার মনে পড়ে গেল। হাসপাতালের সিঁড়িতে বসে ফেকলু বেফালতু আড্ডা গাবজাচ্ছিল, সন্ত বসন্ত এসে বলল, "কাঁধ দেবে?"

খোকনা বলল, "কার মড়া? অনাথ নাকি? ফেলার কেউ নেই।"

"না না। খাস মাল। সব দামি গাড়ি চেপে এসেছে যেন বিয়েবাড়ি বরযাত্রী যাচ্ছে। ছেলে নেই। তিন মেয়ে। জামাই।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"গাড়ি ডাকে না কেন?"

"একটু টাকা থাকলেই লোকে গাড়ি ডাকে। কাঁধ দেওয়ার লোকই তো পাওয়া যায় না আজকাল। এই হাসপাতালে স্যান্ডোর একটা দল ছিল, এখন সব মর্গে লেগে গেছে।"

"মর্গে? কী করে?"

"লাশ হ্যাজলায়। কত লাশ জমে আছে দেখো গিয়ে।"

"আমি দেখেছি। শুধু এখানে নাকি? কাটাপুকুরে? মাইরি জামাইদা, নিউমার্কেটে ভোলা ভেটকির গাদাই দেখেছ? সেইরকম বডি পড়ে থাকে। কী গন্ধ গুরু! সাতদিন খিদে থাকে না। বুঝলি বে, খিদে পেলে, পকেটে পয়সা না থাকলে কাটাপুকুর চলে যাবি। সাতদিন নিশ্চিন্ত হেঃ হেঃ হেঃ!"

ছোটকু বলেছিল, "লাশ পাচারও করে। বিরাট ধান্দা। হেব্বি কামায়।"

গাব্বু: অত সোজা?

ছোটকু: তুমি লালু বুঝবে কী করে? তোমার বাপ তো জেলে চাকরি করে। আমাদের মতো ইঁদুরের গর্তে সেঁধিয়ে তো রোজগার করতে হয় না। কী বে খোকনা। বল?

গাব্বু: বডি দিয়ে কী করে?

ছোটকু: কঙ্কালের ব্যবসা মামা। হেব্বি ডিম্যান্ড।

গাব্বু: কেন বে, মাটি খুঁড়লেই নাকি আজকাল কঙ্কাল পাওয়া যায়।

ছোটকু: তা-ও ডিম্যান্ড।

গাব্বু: কী করে বল তো! অ্যাত্ত কঙ্কাল!

ছোটকু: তা জানি না। বোধ হয় ভয় দেখায়। আজকাল তো ভয় দেখিয়েই সব কাজ হচ্ছে, ভাড়া উঠবি না? ভয়। চাঁদা ছাড়বি না? ভয়। ভোট দিবি না? ভয়। কী জামাইদা, ঠিক বললাম?

বসন্ত: বাজে কথা ছাড়ো। যাবে কি, বলো। ফালতু বসে আছ, তাই বলছি। তোমরা আমার শ্যালক। দুটো টাকা তোমাদের পকেটে আসবে। ভাল্লাগবে।

খোকনা: কী বে সানি, টাকা দেবে বলছে তো।

সানি: কত দেবে?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বসন্ত: সেটা দেখছি।

সানি: কী করতে হবে?

বসন্ত: বডি দাস লেনে নার্সিংহোমে আছে। নিয়ে নিমতলা ঘাট। যদি লাইন থাকে, দাঁড়িয়ে, চিতায় বডি তুলে খাল্লাস।

সানি: ছোঁয়াচে রোগ-টোগ ছিল নাকি? আমাদের দিয়ে করাচ্ছে কেন?

বসন্ত: না-না। তা হলে কি আমি বলতাম? বুড়ো হয়েছিল, টেঁসে গেছে। নাকি বলে গিয়েছিল, জামাইরাই ছেলের সমান, যেন কাঁধ দেয়, মুখাগ্নি করবে বড় মেয়ে। পরমাত্মীয়ের কাঁধে চেপে শেষযাত্রায় যেতে পারলে নাকি জীবিতের মহাপ্রস্থানের সমান পুণ্য। তাই।

টনটন: সেটা কী জিনিস?

বসন্ত: যুধিষ্টির হেঁটে সঙ্গে গিয়েছিল জানো তো, সেই ব্যাপার আর কী।

গাব্বু: সঙ্গে একটা কুত্তা ছিল। বাবা বলেছে। জেলে চাকরি করে তো, অনেক জানে।

সানি: কুত্তা কেন? স্বর্গে কুকুর ট্রেনিং হয় নাকি?

খোকনা: হতেই পারে। স্বর্গে নাকি ডিস্কো ঠেক আছে। ন্যাংটো নাচও হয়। তবে কুকুর পুষবে না কেন?

সানি: আসলে কুকুর চাবকালে খুব আরাম হয়। স্বর্গের সুখ। তাই কুকুররা থাকবেই।

গাব্বু: তা হলে বল ভাই, আমরা তো আয় তু তু বলে কত কুকুরকে লেড়ে দিই, তুই কেন পোঁদে ছ্যাঁকা মারিস? আর বল, এটাও বল, শালা মুর্দাঘরের মড়া বেচে যদি টাকা কামানো যায়, তা'লে আমরা কেন এখানে বসে ধুতির পাড় ছিঁড়ছি?

ছোটকু: লাইনটা সহজ নাকি? এম জি রোড মেট্রো স্টেশনের সামনে অটোর লাইন দেখিসনি বে? তার চেয়েও লম্বা। আর লাশবেচা বেআইনি। আমাদের দ্বারা হবে না। আমরা প্যাঁদানির ভয়ে বেলেড ধরতেই কেঁপে গেলাম।

গাব্বু: বেআইনি তো পুলিশ ধরে না নাকি?

খোকনা: আজকাল কি মালের বদলে দুদু ধরেছিস বে গাব্বু? চুব্বো

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মারা কথা বলছিস কেন? পুলিশের ইচ্ছে হলে চুরি ধরে, না হলে কমিশন খেয়ে ছেড়ে দেয়। ইচ্ছে হলে মার্ডার কেস হিল্লে করে, না হলে ঘুষ খেয়ে চেপে দেয়। ইচ্ছে হলে গাড়ির কেস দেয়, নয়তো মাল খচে ছেড়ে দেয়। ইচ্ছে হলে....

সানি: ইচ্ছে হলে পোঁদে রুল ঢোকায়। এবার চুপ কর।

খোকনা: হ্যাঁ। ঢোকায়। পুলিশ সবসময় একচোখ খুলে রাখে আর একটা কান বন্ধ করে রাখে।

বসন্ত: আমাকে এবার যেতে হয়। তোমরা না গেলে অন্য কাউকে দেখতে হবে।

সানি: জামাইরা কাঁধ দেবে না, তা'লে বুড়োর ওই যুধিষ্ঠিরগিরি হবে না?

বসন্ত: কেন হবে না? জামাইরা মূল্য ধরে দেবে তো।

সানি: কত দেবে?

বসন্ত: দেবে শ'দুই। প্রত্যেককে। পাঁচজন আছ, পালাপালি কাঁধে নেবে।

খোকনা: বডি হেবি না পাতলা?

বসন্ত: ওজন আছে। লম্বা-চওড়া শ্বশুর ছিল।

সানি: নার্সিংহোম থেকে সোজা শ্মশান, না বাড়ি শোয়াবে?

বসন্ত: বিডন স্ট্রিটের বাড়ি। থামবে একটু। বউ শেষ দেখা দেখবে না?

সানি: শেষ দেখা কেন জামাইদা, সহমরণে গেলেও চিতায় তুলে দিয়ে আসব। মাথা-পিছু হাজার করে লাগবে।

বসন্ত: হাজার করে? অসম্ভব। শোকের বাড়ি। অত টাকার কথা বলা যায়?

সানি: হয় হাজার, নয় না।

শেষ পর্যন্ত সাতশোয় রফা হল। সানি বুঝেছিল, বসন্ত ওখান থেকে নিজের ভাগ রাখছে। তবু ফাঁকা পকেটে সাতশো আসবে ভেবে রাজি হয়ে গেল। সেদিন সে আর ছোটকু বসন্তর সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিল। দেখল মড়ার খাট কেনা। দরাদরি। ফুলবাজারের ঘোপ্তা। এখন তারা এসব পারে। খাটের কমিশন খায়, ফুলে কমিশন খায়। যা আসে তাই লাভ। এ পকেটে আসে, ও পকেটের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ভাল রোজগার হলে মাল খাবেই। সিগারেট কিনবে দামি। বিশাল-বিশাল শোরুম, ঝিক্কি ড্রেস পরা পুতুলগুলোকে আসলি মডেল ভেবে ভুল হয় তার। বাইরে দাঁড়ায়, ভাবে ওর'ম ড্রেস মারবে। একটাই জীবন মাম্মু। কিন্তু উচ্চস্তরের মাল আরও বেশি বুক উলশুলায়। সঙ্গে মাংস ভাত, মাটন বিরিয়ানি বা চিকেন তন্দুরি। ঠান্ডা আইনক্সে গরমাগরম ফিল্ম!

ব্যস! পয়সা খতম! ড্রেস একেবারে কেনেনি? কিনেছে। পয়সা পেলি কোথায় বলে ঘরে এমন কাঁকরোলি করে, মেজাজ দই টোকলা হয়ে যায়।

সেই প্রথমদিন বহুত হুড়কো খেয়েছিল সে আর গাব্বু। খোকনা বই তোলে। ছোটকু পিয়াস ঠান্ডা পানীয় কোম্পানির মাল বয়। টনটন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ধরে উত্তরে-দক্ষিণে প্রায় কুড়িটা বাড়িতে খাবার জল পৌঁছে দেয়। তিনতলা, পাঁচতলা ঘাড়ে করে নিয়ে যায় পাঁচ লিটার বিশুদ্ধ পানীয় জলের ছিপি আঁটা পিপে।

খাটটাট তারাই বেশ উৎসাহ নিয়ে সাজিয়েছিল সেদিন। সানি লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কে বলবে মড়া। মনে হচ্ছে খুব শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। সেই শান্তি থেকে সানি চোখ ফেরাতে পারছিল না। লোকটা ছ'ফিটের মতো লম্বা ছিল। মস্ত মাথা। বিশাল পেট। গায়ে ফুলের পর ফুল পড়ল। মালার পর মালা। কাঁধে তুলতেই টের পেল, সাতশো টাকা কম পড়ে গেল। প্রথমে তো পা মেলে না। এ এগোয়, ও পিছিয়ে পড়ে। বেঁটে গাব্বু কাঁধ দিলে মড়া পড়ো-পড়ো হয়ে যায়। বিডন স্ট্রিট পৌঁছতেই পিঠ ঘামে ভিজে। কাঁধে ফোসকা।

শ্মশানে পৌঁছে লাইন পড়ল চার নম্বরে। সারা রাতের কারবার। শ্মশান থেকে সানি একবার বাড়ি ঘুরে গিয়েছিল।

খিদে পেয়েছিল খুব। পাঁচজনে গিয়ে ঢুকল বড় মিষ্টির দোকানটায়। মেয়ে-জামাই আত্মীয় সব মিষ্টি খেতে বসেছে। বাপের বডি জল-হাওয়া লেগে ফুলে উঠছে ক্রমশ। বড় মেয়ে বলছে, "ছোট, তুই তো কালই চলে যাবি। আজ রাতেই মাকে দিয়ে যা-যা সই করাবার করিয়ে নিতে হবে।"

মেজ মেয়ে: ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে কালকেই ব্যাঙ্কে যাই চল। মা'র সঙ্গে আমাদের নামগুলো জুড়তে হবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছোট মেয়ে: ওমা! আমার তো তা হলে কাল যাওয়া চলে না।

বড়: তোর নাম না থাকলে কি তোকে আমরা ঠকাব?

ছোট: না-না। তা কেন? তবু। যা-যা করব, সব তিনজনে। কেউ বাদ যাবে কেন?

মেজ: এই, তোরা একটু ক্ষীরচমচমটা খা।

ছোট: ভাল করেছে?

বড়: এই দোকানে সব আসল দুধের মিষ্টি।

ছোট: দে দেখি। খাই। মা'র গয়না কি সব লকারে?

মেজ: সবই। ঘরে সামান্য আছে। আর গায়ে যা আছে।

বড়: গায়ে তো কম নেই। গলার হারই বোধহয় চার ভরি।

ছোট: বাবা তো এ বছরও মাকে বিবাহবার্ষিকীতে সোনা দিয়েছে।

মেজ: আঠা ছিল খুব।

বড়: সেদিনও দেখেছি, মা'র গলা জড়িয়ে ঘুমোচ্ছিল।

ছোট: তা হলে জড়িমাসির ব্যাপারটা কী?

মেজ: ওটাও-এটাও। পুরুষমানুষের আবার প্রেম। ওরা কোনও দিন এ ব্যাপারে অনেস্ট না।

ছোট: মা'র গয়নাগুলো কি খুলে রাখা হবে?

মেজ: সেটা কি ঠিক হবে? মা গয়না ভালবাসে।

বড়: অত গয়না দিত বলেই মা বাবার সব সহ্য করেছে।

মেজ: না করে আর উপায় কী ছিল?

ছোট: গায়ে অত গয়না থাকা কি ভাল? ঘরে তো আর পুরুষমানুষ বলে কেউ রইল না? নিরাপত্তার দিকটাও তো দেখতে হবে।

বড়: জড়িমাসি আছে। বেটাছেলের বেশি। আমি আর মেজ তো আছিই।

মেজ: এই দ্যাখ, ছেলেগুলো লেডিকেনি খাচ্ছে। খাবি?

বড়: বাবা লেডিকেনি খুব ভালবাসত। তোদের জামাইবাবু তো যখনই আসত, লেডিকেনি নিয়ে। এই যে, এই, এদিকে দুটো করে লেডিকেনি দিয়ে যাও তো!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

টনটন বলল, "বে সানি, কী ভাবছিস!"

"কিছু না।"

"ভাবছি জল দেওয়ার কাজটা আবার ধরব।"

"করছিস না তো অনেকদিন।"

"মালিকের সঙ্গে লাফড়া হয়ে গেল। আবার ডাকছে। টাকা বাড়াবে বলল।"

"কত করে দেয় বে।"

"ধর একতলা, তো জার প্রতি একটাকা।"

"দোতলা দু'টাকা? তিনতলা তিনটাকা?"

"দোতলা-তিনতলা দু'টাকা। চারতলা-পাঁচতলা তিন।"

"দুনিয়া শালা চশমখোর আর হারামিতে ভরতি। আমাকেও এবার একটা কোনও ধান্দা দেখতে হবে।"

টনটন হাই তুলল। সানি উঠে পড়ল। গৃহমুখী হল সে। ছোট্ট একটি ঘরের আবাস, তার মধ্যে চাপ-চাপ অন্ধকার। ক্ষোভ খুব খুউব ক্রোধ গর্‌র্‌র ঘ্রাউ। আর সন্দেহজড়ানো বিছানা। রোজ মরে নরম-নরম কিছু পাখিদের ছানা। সেই অন্ধকার আগলে রাখা দরজার কাছে একটু দাঁড়াল সন্দীপ। আস্তে-আস্তে তালা খুলে দেখল মা বিছানায় বসে আছে।

"আমাকে তালাবন্দি করে গিয়েছিলি।"

"হ্যাঁ। বেরিয়েছিলাম।"

"যদি ঘরে আগুন লাগত?"

"আগুন লাগবে কেন?"

"অ্যাশট্রে থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে দ্যাখ।"

"কী যা-তা বলছিস! শুয়ে পড়।"

প্রায় দশটা পর্যন্ত গড়াল সানি রোজকার মতো। উঠে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে চা খেল। ছোট্ট ঘরের লাগোয়া তাদের নিজস্ব শৌচালয়। একমাত্র বিলাসিতা। দিন চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে। সানির এখন একটাই জিন্‌স,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
একটা ভদ্রগোছের টি-শার্ট। বাকি সময় সস্তার আধপেন্টুল ও গেঞ্জি পরে কাটায়। মার্কাস স্কোয়ারের মার্কেটে সবরকম আছে।

মা চল্লিশ টাকা দিল, "আড়াইশো চাল কিনবি। একশো মুসুর ডাল, এক কেজি আলু। আড়াইশো সর্ষের তেল। পেঁয়াজ লাগবে না। বরং আদা পঞ্চাশ গ্রাম। একটা ডিম আনিস। তোকে একটু ঝোল করে দেব।"

"শুধু আমাকে? তুই কী খাবি।"

"আমার একটু আলুসেদ্ধ হলেই হয়ে যায়। একটু তেল-লঙ্কা। তুই তো শুকনো খেতে পারিস না।"

"দুপুরে খাব না, রাতে।"

খুব ইচ্ছে ছিল যদি অন্তত পাঁচ টাকা সরাতে পারে, হল না। উলটে খসল।

লোকটা সত্যি এখনও পাঁচ হাজারই দেয়? মা চালায় কীভাবে? নাকি বেশি পায়, বলে না। বললেই তো সানি আরও চাইবে। চাইতেই পারে। বাপের টাকা। তার হক আছে।

প্রতি মাসে ঠিক দু'তারিখে মা'র অ্যাকাউন্টে টাকা চলে আসে। সানির মোবাইল নম্বর দেওয়া আছে। দু'তারিখ রবিবার পড়লে তিন তারিখ। প্রিং প্রিং। ব্যাঙ্ক মেসেজ পাঠায়। সাত হাজার জমা হল। তিন বছরে বেড়েছে। বাড়ি ভাড়াও দুই থেকে তিন হয়েছে। খরচ হল বয়সের মতো। শুধু বাড়ে। আর ঘরের জন্য পাঁচ টাকা নিজের গাঁট থেকে দিতে গেলে সানির পিনিয়াল পুড়তে থাকে। কেন দেবে? শালার ঘরের খরচা কি তার দায়? মা কখনও টাকার জন্য ঝুলোঝুলি করে না খোকনা-ছোটকুর মায়ের মতো। তা হলে চালায় কী করে? লোকটা হয়তো দুপুরে ঘরে আসে। আরও টাকা দেয়। কুকুর-নাচানি টাকা। তারপর কি দরজা বন্ধ করে দেয়? ঢুসকানি শুরু করে?

অসম্ভব না। সে যদি দাস লেনে বসন্তর নাকের ডগায় বসে বসন্তর বউকে অপূর্ব প্রেম করে আসতে পারে, তবে কুত্তামজানি লোকটা পারবে না কেন?

ভাবলেই পৃথিবীর সমস্ত কুকুর কেটে ল্যাম্পপোস্টে টাঙিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বন্ধুদের বলে একদিন হুজ্জোতি করলে হয়। বাড়িটা চিনে রেখেছে সে। কিংবা মহিলাকে দূর থেকে অ্যাসিড ছুড়ে মারবে। জ্বলে যাক। প্রেম জ্বলে দলা পাকিয়ে যাক চামড়া।

কিন্তু তা হলে বন্ধুদের হিস্ট্রি বলতে হবে। বাপের হিস্ট্রি কাউকে বলতে চায় না সানি। তা ছাড়া লোকটা সোজা নয়। বড়-বড় মানুষের কুত্তা সামলায়। সেজন্যই হয়তো মা থানা-পুলিশ করেনি। আইন-আদালত চায়নি। ভালবাসা দেখিয়ে চাঁদনি হওয়ার চেষ্টা করছে। ভালবাসার গুড়গুড়ানি মেয়েরা খুব পছন্দ করে! আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে ভালবাসি, গ্যাঁও গ্যাঁও গ্যাঁও!

ভালই যদি বাসো তবে এক বছরের জন্য নারায়ণশিলা করে রাখার কী মানে হয়?

ওই মহিলাও নিশ্চয়ই সানির বাপকে বলে, "গ্যাঁও, তোমাকে ভালবাসি! গ্যাঁও, তোমাকে না পেলে বাঁচব না! গ্যাঁও তুমি আমাকে ভালবাসো?"

শালা, সব রিকিরি আখাম্বা কদলিধনা!

একদিন সবাইকে নিয়ে মহিলাকে ধর্ষণ করে আসবে! পুলিশ ধরতে পারলে কদলী কেটে গলায় মালা করে দেবে। পুলিশকে ভীষণ ভয় পায় সানি। জন্ম থেকে। ছোটবেলায় খাচ্ছে না খাচ্ছে না, মা যেই বলল, "আয় তো পুলিশ!" গপ করে গিলে ফেলত! পুলিশই তাকে খাইয়েছে, পুলিশই ঘুম পাড়িয়েছে, পুলিশই বিছানায় পেচ্ছাপ করার পবিত্র অধিকার হরণ করেছে।

মহিলার কিছু হলে লোকটা তাকে এতটুকু দয়া করবে না। কোনওদিন করেনি। এই একটা জায়গাতে বাবাকে কুর্নিশ করে সানি। লোকটা কোনও দিন তাকে ভালবাসার কথা বলেনি। তার ও তার বাবার মধ্যে সম্বন্ধ হিসেবে পড়ে আছে মাতৃযোনি আর ঘোষাল পদবিখানা!

বাজারের বস্তুগুলি মাকে দিয়ে স্নানে ঢুকল সানি। নিজেকে ফাঁদি লিঙ্গবান দেখে প্রমোহিত হয়ে উঠল সে। কী উত্তুঙ্গ নিশান! সানির নিজেকে তুঙ্গ ক্ষমতাধর মনে হল। পাঁচখানা বিষধর পাকে-পাকে জড়াতে লাগল তাকে। টাকা চাই। ক্ষমতা চাই। মেয়ে চাই। প্রতিশোধ চাই। দয়াহীন নিষ্ঠুর উগ্র!

বাবার দু'জন মেয়েছেলে। একজন রাখেল, একজন বউ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মা রাখেল, না বউ?

বউ কাকে বলে?

সে স্নান সেরে একমাত্র ভাল পোশাক পরল। মুড়িতে জল ঢেলে কলা চটকে সামনে ধরল মা।

"কিছু খেয়ে যা।"

"খাব না।"

"স্নান করে শুধু মুখে বেরোতে নেই।"

"বললাম তো খাব না।"

"এই দ্যাখ, কী সুন্দর কলা দিয়ে মেখে দিয়েছি।"

"কলা? কোথায় পেলি? আমি তো কিনিনি!"

"ঝাঁকামুটে নিয়ে এসেছিল। অল্প দাম দেখে কিনলাম।"

"তুই রাস্তায় বেরিয়েছিলি? আমাকে তো বলিসনি!"

"ভুলে গেছি রে বাবা। সব কথা কি মনে থাকে?"

"কাকে দেখতে বেরিয়েছিলি? কে আসে তোর কাছে? সত্যি বল কে তোকে কলা দিয়ে গেছে?"

"কেউ না। কে আসবে? তুই ছাড়া আমার কে আছে? একটু রাস্তায় বেরিয়েছিলাম তাতে কী হয়েছে? সারাদিন এই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে!"

"মিথ্যে কথা। তোর সব মিথ্যে। তোর কোনও কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

"এই দ্যাখ, তোকে ছুঁয়ে বলছি। তোকে মিথ্যে বলে কী করব আমি? তোকে তো আমি জন্ম দিয়েছি। এই নে। খেয়ে নে তো সোনা। বাবু আমার।"

"যা তো!"

হাতে মারল। মেঝেতে পড়ে গেল বাটি। মুখ থুবড়ে। থক শব্দ হল। কলা দিয়ে মাখা মুড়ি। থকথকে।

"ফেলে দিলি? ইশশশ! পুরো ছ'টাকা দিয়ে কিনেছিলাম। তুই না খেলি, আমি খেতে পারতাম।"

করুণ চোখে দেখছে বাটি। একটু উগলে পড়া কলাচটকানো মুড়ি। উবু হয়ে বসল। হাতে সাপটে বাটিতে তুলছে। বোধ হয় পেটে খিদে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"খেয়ে ফেলি? বল! কী হবে?"

"নে খা!"

বাটি মুখে ঠেসে ধরল। অন্য হাতে চুলের মুঠি। উঁগ উঁগ উঁগ! হাত ছুড়ছে। দম নিতে পারছে না।

বাটি সরাল। মা হাঁ করে বাতাস নিচ্ছে। নাকে, মুখে, গালে, বুকে কলা চটকানো মুড়ি। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে! প্রচণ্ড! সে চটি গলিয়ে বেরিয়ে এল। বিস্ফোরক ক্রোধে মাকে খুন করতে যাচ্ছিল সানি। কেন খেতে বলল? খাবে না বলার পরও জোর করল কেন?

হাঁটতে-হাঁটতে মহাত্মা গাঁধী রাস্তা। কত দোকান। কালো কাচ লাগানো। ভিতরটা বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু কাচে আয়নার মতো আত্ম প্রতিবিম্ব। জিন্‌স আর ভাল টি-শার্ট। সানি আজ জয়ের মতোই আকর্ষণীয়। মাচো, ঝিঙ্কু, তনদুরস্ত। তার পিছন-পকেটে ওয়ালেট। বেশ উঁচু। জয়ের ওরকম থাকে।

যখন ছোট ছিল, খালি সিগারেটের প্যাকেট যত্ন করে কেটে তাস বানাত। এখন টাকা বানায়। ইউজ় অ্যান্ড থ্রো পেনের ডগা ঘষে টাকার মান বসায়। সব পাঁচশো... যত্ন করে ওয়ালেটে পুরে ওজন বাড়িয়েছে।

সে ট্রাস্ট মি দোকানের সামনে এল। কাচের দরজা ঠেলে ঢুকল। আর মাকে ভুলে গেল।

"আরে সন্দীপ! অনেকদিন পরে এলি। আয়-আয়। এক মিনিট বোস।"

দু'জন কাস্টমার। ফোন দেখছে। জয় বোঝাচ্ছে। কী ঝকঝকে জয়! লালচে গায়ের রং। জিম করে। গায়ের টি শার্টটা খুব দামি। জিন্‌স, জুতো সব।

একজন তেইশ হাজার টাকার সেট নিল। আর-একজন কিছুই না কিনে চলে গেল!

"তোর কত থাকবে?"

"বিজ়নেস সিক্রেট বন্ধু! হাঃ হাঃ! বেশি থাকে না। ব্যবসাটা দেখতে যত স্মার্ট, আসলে তত নয়। বিরাট কম্পিটিশন বাজারে। তারপর বল। তোর কী খবর। কী করছিস? চা খাবি?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"খাওয়া। আমার আর কী খবর। একটা ওষুধ কোম্পানি জয়েন করলাম।"

যতই স্কুলের বন্ধু হোক, বলা কি যায়, সে চোব্বা! হাসপাতালে মোরগা ধরে ঘাড় মোচড়ায় বোতলের ছিপি খোলার মতো!

তার কপট সাফল্যে অকপট খুশি জয়।

"তাই নাকি? এম আর।"

"না। ড্যাংলার, পোস্টার, স্টিকার দোকানে-দোকানে দিতে হয়।"

"গুড জব।"

"ভাবছি পার্ট টাইম আরও কিছু করব। তোর দোকানে নিয়ে নিবি নাকি?"

"কী যে বলিস ভাই। তুই তো আমার বন্ধু। বন্ধুর সঙ্গে পার্টনারশিপ হয়। তারপর বল, তোরা সেই বাড়িতেই আছিস? আগের দিন জিজ্ঞেস করাই হয়নি, তুই স্কুল পালটালি কেন? কলেজ চালাচ্ছিস? আমার তো পড়ার ইচ্ছাই ছিল না। মা এমন কান্নাকাটি করল যে নাইটে ভরতি হয়ে গেলাম।"

"নাইটে! তা হলে দোকানে কে বসে?"

"বাবা বসছে। রিটায়ার করে গেল তো। ভি আর এস নিল।"

"দেখিস তো বস, আমি সারাদিন ফাঁকা। আমার কাজ সন্ধের পর। পাঁচটা থেকে শুরু করি, যত রাত পর্যন্ত পারি। কোথাও যদি কিছু হয়।"

"আচ্ছা দেখব। বন্ধুবান্ধব অনেকসময় ট্রাস্টওয়ার্দি লোক খোঁজে। তোর নম্বর ওটাই আছে তো?"

"ওটাই।"

"এক মিনিট দাঁড়া, আমি ফটাকসে দুটো চা আনি।"

"থাক না।"

"থাকবে কেন? একটা বাচ্চা আসে পাশের চায়ের দোকান থেকে। আজ কী হল কে জানে!"

জয় বেরিয়ে গেল। এখন একটা ঝকঝকে দোকান। প্রচুর দামি মোবাইল সেট। ড্রয়ারে ক্যাশ। সামনে কার্ড টানার যন্ত্র আর সন্দীপ ঘোষাল।

শোকেসে পরপর দাঁড় করিয়ে রাখা মডেল। সে একখানা হাতে নিল। কী মসৃণ! কুচকুচে কালো! ঠান্ডা! বাজারে খুব চলছে মডেলটা। সে কয়েকবার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
হাত বুলিয়ে দিল যেমন বোলায় দেবশ্রীর বুকে-পেটে। তারপর আতুল পাতুল গালে ঠেকাল, যেমন দেবশ্রীর...। চুঃ চুঃ চুমু খেল। ঘামছে। কপালে বড়-বড় জলের দানা যেন খোলা উদ্গত দেবশ্রীতে দ্রুততম উত্থান ও প্রবেশ-অনিবেশ!

সে সময় যেমন মনে হয়, বসন্ত আসছে! এই বুঝি এল! এখন মনে হচ্ছে জয় আসছে। এই এল। এই এল!

চট করে জিন্‌সের পিছন পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল ফোনটি।

জয় ঢুকছে। দু'হাতে চায়ের ভাঁড়। কাঁধ দিয়ে কাচের দরজা ঠেলে ঢুকছে। ধর সন্দীপ! বহুত গরম!

ভাল করে ঠেসে-চেপে ঢোকাতে পারল না। কিছুটা বেরিয়ে রইল। টি-শার্টে ঢাকা পড়ে আছে নিশ্চিত। সে হেসে চা নিল।

"এখানে দুটো কুকুর আছে। দোকান খোলার দিন থেকে আমার বন্ধু। রোজ ওদের বিস্কিট দিতে হয়। দেখলেই হল। এমন করবে, গায়ে উঠবে, চাটবে। রাস্তার কুকুর, কিন্তু কী যে ভদ্র!"

"তাই নাকি? দারুণ ব্যাপার। কুকুর খুব ভাল জিনিস।"

"জিনিস কী রে? কুকুর কি জিনিস হতে পারে? ওদের একটার নাম কাল্লু, একটার নাম ডোরা।"

"ডোরা? বিচ নিশ্চয়ই? হাঃ হাঃ হাঃ! আ বিচ! ডোরা! দারুণ-দারুণ!"

জয় হাসতে পারছে না। মুখখানা বিবর্ণ, ভ্রুকুঞ্চিত। দু'বার চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "তোর নম্বরটা একটু ডায়াল করি। দেখি ঠিক আছে কি না।"

"হ্যাঁ। কর না!"

"এই তো, রিং হচ্ছে। কী ফোন তোর? দেখি।"

বুকপকেটেই ছিল। বার করে জয়ের হাতে দিয়ে আরাম করে চায়ে চুমুক দিল। শেষ করেই বেরিয়ে যাবে। গলা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। চা-টা ভাল লাগছে।

জয় বলছে, "এ তো চাইনিজ় জিনিস। ক'বছর চলছে?"

"দেড় বছর মতো।"

"চলবে। আরও দেড় বছর চলবে। এখন তো বেশির ভাগ মেশিন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পার্টসই চায়না, জাপান আর সাউথ কোরিয়া তৈরি করছে। তোর আর-একটা ফোন কী মডেল?"

"কোনটা?"

"পকেটে? তোর ব্যাকপকেটে! আয়নায় দেখা যাচ্ছে! টি শার্ট আটকে গেছে ফোনটায়। দেখি, ফোন পেলেই আমার নেড়েঘেঁটে দেখতে ইচ্ছে করে।"

সমস্ত শরীর আগুন। মাথা ঝনঝন করছে। যেন লুকিয়ে পুন্নিমে-বলরাম দৃশ্য দেখছে ফের!

খসখসে গলায় বলল, "ওটা আমার না। এক বন্ধুর। কি...কিনলাম।"

"কোত্থেকে কিনলি রে, কত দিয়ে?"

"এই তো! আসার সময় মসজিদের পাশের দোকান! সাড়ে ষোলো নিল। তোকে দেখাতাম।"

"আমার দোকান থাকতে ওখান থেকে কিনলি! দেখি কী জিনিস?"

ব্যাকপকেট থেকে বেরিয়ে এল চকচকে কালকেউটে। দু'জনেরই গা শিরশির করছে।

জয় রুমালে মুখ মুছল। কী সুন্দর গন্ধ! তারপর একটু ভাঙা গলায় বলল, "আমি জানি এটা তোর কেনা নয়। এই দোকানটা আমার বাবার ভি আর এসের টাকায় তৈরি। আমি নিজের হাতে সাজিয়েছি। একটা আলপিনও যদি কেউ সরায় সন্দীপ, আমি বুঝতে পারব। তুই আমার স্কুলের বন্ধু, তোকে ট্রাস্ট করেছিলাম। কষ্ট পেলাম। তুই চলে যা। আর কোনও দিন আসিস না।"

সানি চলে যাচ্ছিল। মুখ নিচু।

"শোন সন্দীপ।"

"উঁ।"

"আর কিছু নিয়েছিস, টাকা?"

"গুনে দ্যাখ।"

"থ্যাঙ্কস সন্দীপ! একটা বিরাট লেসন দিয়ে গেলি তুই আজ। মেনি-মেনি থ্যাঙ্কস!"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বেরিয়ে এল। মুখটা টক। মাথা ঝনঝন করছে। তারা হাসপাতালে নিরন্তর লোক ঠকাচ্ছে। চুটকি ঠকবাজি। দু-চার-পাঁচশো টাকার ধান্দাবাজি। চুরি এই প্রথম। কিন্তু সে তো চুরি করবে বলে আসেনি।

কেন এসেছিল?

দোকানটায় ভীষণ লোভ। একটা পার্টটাইম কাজও যদি দিত তাকে জয়! ফোনগুলো নাড়াঘাঁটা করতে পারত। তা হলে কি চুরি করত?

সানি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে থমকে গেল। তার যে বিশাল মনস্তাপ হচ্ছে তা নয়। কেমন একটা গিলকিটকিরি অনুভূতি মন ছেয়ে ফেলেছে। ধরা পড়ল বলে তাই। না হলে কী হত? এই ঘ্যাঙঘ্যাঙ শব্দের, আবছা ছবির চিনে মাল কলেজ স্কোয়ারের পুকুরে ফেলে দিত। আর ওই চকচকে কোবরা ঠোঁটে ঘষতে-ঘষতে দেবশ্রীকে ফোন করে বলত...

কী বলত?

আই লাভ ইউ।

এই কথাই যে তার বলতে ইচ্ছে করছে তা নয়। অনেক আগে, এটা বলার জন্য কেমন একটা আলকুলি উঠেছিল, শেষাবধি বলেনি। তোমাকে ভালবাসি একেবারে থিকথিকে পোকা লাগা কলা। ওসব বলা কেমন খিকলানো। ফিত্‌কা। কিন্তু ওরকম একটা ফোন পেয়ে আই লাভ ইউ বলতে কী ভীষণ ভাল লাগত!

বলা হল না।

এর জন্য মায়ের ওই কলাচ্যালটানো মুখটাই দায়ী বলে তার মনে হল। শালার দিনটাই পুরো খিপ্পি মেরে গেল! একে তো রাতে ঘুম হয়নি ভাল। বডি শালা বাদাম ভাজার বালি ভর্তি গরম কড়াই। ওই ঝাপসা ছবি দেখে উখনামি করে কি তৃষ্ণা মেটে? এই সব কিছুর জন্য দেবশ্রী দায়ী নয়?

কলেজ স্ট্রিট মহাত্মা গাঁধী রাস্তার ব্যস্ত ক্রসিংয়ে দাঁড়িয়ে তার সকলের উপর খুব রাগ করতে ইচ্ছে করল। জয় শালা ঢ্যামনা তাকে খিস্তি করল না কেন? গাব্বু, খোকনা, ছোটকুরা এ ওর পকেট থেকে সুযোগ পেলেই মাল গ্যাঁড়ায়, ধরা পড়লে রাস্তার কুকুরের মতো ধস্তাধস্তি কামড়াকামড়ি করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কখনও হাসি-তামাশার মধ্যে দিয়ে বন্ধুত্ব মাখে, কখনও হাঙ্গামা করে ক্রুদ্ধ দোস্তি মচায়। জয় শালা রামায়ণ পড়ে গেল কেন?

সে ট্রাফিক পুলিশের কিয়স্কের গায়ে-গায়ে বাসের জন্য অপেক্ষমাণ যাত্রীদের ছাদনাতলায় দাঁড়িয়ে রইল। একটু বসার জায়গা রাখেনি কেউ। থিকথিক করছে লোক। ল্যাকল্যাক করছে গাড়ি। ছুঁচোবাজির মতো রংরুটে ছুটে যাচ্ছে অটোগুলো পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে। পুলিশ নিরাসক্ত চোখে বাঁশি বাজাচ্ছে।

সে পিছনে তাকাল। থ্যাপল্যাত্ শব্দে জল এসে পড়ল রাস্তায়। হুই উপর থেকে। 'বর্ণপরিচয়' মার্কেট হচ্ছে। হচ্ছে তো হচ্ছেই। অনিঃশেষ। অসীম। বর্ণপরিচয় হতে-হতে রক্ত -মাংস তাল হয়ে চিতাল। চিতায় লাইন দেবে।

কী করবে এখন সানি? কোথায় যাবে? কেউ মরেনি? কারও কাঁধ দেওয়ার লোক চাই না? শ্মশানবন্ধু?

প্রথমদিন তার হাতে ও কাঁধে ফোসকা পড়েছিল। সারেনি। সারে না।

মা কেন চুপচাপ লোকটার ধামসা খেত? কেন কুকুর-চুকুর বাপটার গুস্সার ধোঁয়ায় কুন্ডুলি পাকিয়ে থাকত শীত আর শব্দবাজিতে গুটনো দেওয়ালির কুক্কুরীর মতো? সানির গায়ে ফোসকা পড়েনি? আর সারে? কলা চটকে শুঁটকো মুড়ি খাওয়ালে সারে?

কুত্তাকেলানো ছড়ি দিয়ে পিঠে মারত বাপ। সানির শিরা-ধমনী সব পাকিয়ে যায়নি? তার রক্ত আর কোনওদিন মাথায় বুকে ঘুরপাক খাবে? সিধে রাস্তায় আঁষটাতে-আঁষটাতে যাবে। ওই সানি যাচ্ছে। সন্দীপ ঘোষাল। তার পিছনে রক্ত চাটতে-চাটতে সীমা-সংখ্যাহীন কুকুর-কুক্কুরী!

"এই মা। বাবা আমাকে এত মারে কেন?"

"মারে না। শাসন করে।"

"এত শাসন করে কেন?"

"তুই তো ছোট, ভালমন্দ বোধ হয়নি। তাই। যাতে বড় হোস। মানুষ হোস।"

"আমি কি মানুষ না? আমি কি কুকুর?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"ও কী কথা? ছি ছি! ওর'ম বলে না।"

"কুকুরের ছড়ি দিয়ে আমাকে মারে কেন? আমার জন্য একটা আলাদা ছড়ি রাখতে বল মা বাবাকে।"

"তুই কেন দুষ্টুমি করিস? অত টাকা নেয় স্কুলে। কেন ফাঁকি দিস?"

"রাস্তায় কত মজা! আমার দেখতে ভাল্লাগে। স্কুলে শুধু ওই একটু মজা। খেলার সময়। জয়ও আমার সঙ্গে রাস্তায় যায়। ওরও স্কুল ভাল্লাগে না। কিন্তু ওর বাবার ছড়ি নেই। ওর মা ওকে বকে। তখন ওর দুঃখ হয়। ওর বাবা ওকে পাশে বসিয়ে কিড'স ফিল্ম দেখে।"

"এক-এক বাবা এক-এক রকম। ওর বাবার ভালবাসার ধরনটা নরমসরম।"

"টাটকা পাউরুটির মতো। আমার বাবা আমাকে ভালবাসে না।"

"শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে।"

"সোহাগ কী?"

"ভালবাসা।"

"তুই তো স্কুল পালাস না, তোকে কেন মারে?"

"মারে না। ওই অমনি। ধমকায়। আমারও ভুল-ত্রুটি হয়।"

"তুই তো আমাকে ধমকাস না, জয়ের মায়ের মতো?"

"তবে? জয়ের মা কি জয়কে ভালবাসে না?"

"হুঁ!"

ভালবাসে? বাসে না। ভালবাসে? বাসে না। কী অদ্ভুত এক নিরাকার জিনিস। শালার আছে কি নেই, কেউ বলতে পারবে না। ভালবাসা যেন ভগবান। যুক্তি দিয়েও বোঝানো যায় না। আবার যুক্তির পরোয়া না করলে সমস্ত যন্ত্রণাদায়ক পোষা ফোসকা দূষিত দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত-রসে ফেঁপে-ফুলে পপকর্নের মতো ফটফট শব্দ করে ফাটতেই থাকে।

সে প্রলম্বিত হাতে, পায়ে, পাঁজরায়, কিডনিতে ঝিরিঝিরি কাটা চুলে সোজা জয়ের দোকানে পৌঁছে যাচ্ছে।

"বে জয়, আমাকে তুই খিস্তি করলি না কেন?"

"আমি খিস্তি করি না। রুচি হয় না।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আমাকে মারতে পারতিস বে জয়। নাকে ঘুষি মার দুটো।"

"আমি কোনওদিন মারামারি করেছি? মার খেয়েছি কত। কান্নাকাটি করেছি। কিন্তু কারও গায়ে হাত তুলিনি।"

"আমি বালভাসান ভুসভুসে আস্তাকুঁড়ের মাল। লোভ হয়ে গেল। তুই আমাকে চোর বানিয়ে দিলি বে।"

"আমি চুরি শব্দটা উচ্চারণ পর্যন্ত করিনি। তুই কী, তুই কেন, কিচ্ছু না ভেবে তোকে ট্রাস্ট করেছি। আমার খারাপ লাগবে না?"

"ট্রাস্ট মি, জয়, চুরির ধান্দায় আমি আসিনি। লোভ হয়ে গেল। তুই চুপচাপ হজম করে যেতে পারতি। তোদের তো অনেক আছে।"

"তুই আমার বাড়ি আয়। আমার জামা, জুতো, সানগ্লাস নিয়ে নে, আমি কিচ্ছু বলব না। কিন্তু দোকানটা আমার প্রাণ। বললাম তো, বাবার রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট দিয়ে আমি ব্যবসা খুলেছি। ওটার দাম পনেরো হাজার টাকা। যদি পনেরো টাকাও হত, আমি একইরকম করতাম কারণ এই দোকান আমার বাবার টাকায়। একে আস্তে-আস্তে আমার করে তুলব। বাবার টাকা শোধ দেব। আমার চ্যালেঞ্জ। আমার ড্রিম।"

"দোস্তি কি কসম। তুই আমাকে অপমান না করলেও পারতি। বন্ধু হয়ে আমাকে ফোসকা দেগে দিলি তুই জয়।"

জয় আর কথা বলছে না। সে পকেটে রুমাল রাখে। রুমাল চোখ-মুখ-কান-মাথা ঢেকে ফেলছে। জয় এক চিকন সুদর্শন সুসজ্জিত মুখ-ঢাকা মৃতদেহ। সানি অ্যান্ড কোম্পানি তাকে ঝিঙ্কাচিকা ঝিল্লিকাকা বালহরি হরিবাল বলতে-বলতে পোড়াতে নিয়ে যাচ্ছে।

নাকি সানি একলাই বহন করছে তাকে? বাপের কিসসার মতো আজকের ফোসকাও বন্ধুদের বলতে পারবে না সে।

সে চিড়িক থুতু ফেলল। এক ছুটন্ত মহিলার গায়ে লাগতে-লাগতেও লাগল না।

"দেখে ফেলতে পারো না?"

"সরি।"

"সরির পিন্ডি, যদি গায়ে লাগত আমার?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"দেখেই ফেললাম। লাগেনি তো।"

"অসভ্য, বাঁদর, জানোয়ার, কুকুর।"

"আমি অসভ্য, এটা ঠিক। জানোয়ার, তা-ও ঠিক। বাঁদর না কুকুর আগে ঠিক করুন। তারপর কাজ শুরু করব।"

"হাতে যদি সময় থাকত, বোঝাতাম।"

"আমিও। রাস্তায় কিছু বোঝানো যায় না ম্যাম।"

মহিলা বিজবিজ করছে। চলে যাচ্ছে। একই কথা। অসভ্য জানোয়ার। গালাগালি দিতেই জানে না। রুচিতে লাগে।

"দেখুন-দেখুন কুকুরটাকে! বোধ হয় মারা যাচ্ছে!"

হেঁচকি তুলছে একটা কুকুর। ন্যাতানো পাশবালিশের মতো কাত। সানি পরিষ্কার তার চোখ দেখতে পাচ্ছে এবার। মার খাওয়া মায়ের চোখের মতো। আজ মা অবিকল এরকম খাবি খাচ্ছিল।

জিন্‌স, গা সাঁটানো টপ, চুলে ঝুটকি, ঝাঁক হয়ে নেমে এসেছে পিছনের খাঁজ ছাপিয়ে। ঘোড়ার লেজের মতো। চোখে চশমা, কাঁধে ব্যাগ। জলের বোতল বার করে বসে পড়ল উবু হয়ে। আঃ। পিছনটা পুরো অতিকায় নীল টম্যাটো! সানির ভিতরটা হিকলিবিকলি করে উঠল।

যদি কুকুর না হয়ে ওটা বিড়াল হত, সানি এখন নীল টম্যাটোর গায়ে ঝুঁকে পড়ত। তার খাঁচাটা এখন এলুবেলু হয়ে আছে। দেবশ্রী তাকে চাগিয়ে এখন কেত্তন গাইতে বসলে তো হবে না। অনেক গীতা-চণ্ডীপাঠ হয়েছে। ভোগের নাড়ুতে ফাঙাস পড়বে এবার।

গন্তব্য স্থির হয়ে গেল। আজ এসপার-ওসপার। কিন্তু গিয়েই ঝাঁপানো যাবে না। জপাতে হবে। কী যেন বইটা বলেছিল? নামটা আর জানা হয়নি। সে রাস্তা পার হয়ে ঘিলিঘিঞ্জি ফুটপাথে উঠে পড়ল। ছোট-ছোট বইয়ের দোকান ফুটপাথ খেয়ে ফেলেছে। ঢেকে ফেলেছে বড় দোকানগুলো। যে কোনও মানুষ দেখলেই ছেঁকে ধরছে যেন বড়বাজারে পাকা ফলের আড়তে রস-টানা মাছি।

"কী লাগবে ভাইজি?"

"এই যে দাদা এদিকে, বলবেন।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"ও দিদি, বলুন না? কী চাই? সব পাবেন।"

সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কোনও দিন বই কেনেনি। কোথায় ঢুকবে! কী বলবে? মেডিকেল কলেজে এম সি এইচ বিল্ডিংয়ের সিঁড়িতে বসে-বসে দিন চলে যায়। ফাঁকে-ফাঁকে দেবশ্রী-প্রেম। দিনে কেবল সে আর গাব্বু। বাকিদের কাজ আছে। খোকনা ও ছোটকুর সারা দিনের কাজ। টনটন কোনও দিন আসে দিনের বেলায়, কোনও দিন আসে না। সন্ধেয় আসবেই। পাঁচজনই। না এসে পারে না যেন। তারা যেন লোলকি-পোলকির দল জন্মেছেই ওয়াক থুঃ জীবনযাপনের জন্য এই হাসপাতালে হাফ-বোকাটে লোকের চোতরাফোতরা করবে বলে।

টনটনকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, "কোথায় ছিলি, আসলি না। আমি আর গাব্বু সারাদিন চেতালাম। সাড়ে তিনশো টাকা রোজগার হয়েছিল, গাঁড় মেরে দিয়েছি। ছিলি কোথায়?"

"তোর চিকনি সেলফোনের টাকার কী হল? রাখিসনি? যা পাবি তার ফাইভ পার্সেন রাখবি, কথা আছে না?"

"রাখছি। তাতে তোর কী? আমার ইল্লিমার্কা ফোন হলে তোর কী বে? তুই সারাদিন ছিলি কোথায়?"

"গঙ্গায়। বসেছিলাম। এমনিই। জল শুধু যাচ্ছে আর যাচ্ছে। কচুরিপানা। টাইম। মানুষ। সব যায়। কোথায় যায়? এই যে নদী যায় সাগরে। সাগরে যাবি সানি?"

"যাব।"

"তোর ইল্লিমার্কা ফোন হলে যাব। সাগরের ছবি তুলব। সব ন্যাংটো মেয়েমানুষের ছবি মুছে দেব।"

"কেন বে?"

"এমনি। গঙ্গায় গেলে মেয়েমানুষ সব ধ্যাত্তেরিকা মনে হয়।"

"তুই মাল ভোঁৎকা দ্বিরেফ। মেয়েমানুষ এমনিই ফালতু ধ্যাত্তেরিকা মাল। ওদের মাথায় শুধু কাঁচাগোল্লা। মাইরি, গা-টা জ্বালা করে তাই!"

"দ্বিরেফ কী বে?"

"দ্বিশুঙ্গ প্রাণী। বুঝলি কিছু?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"রেফ মানে যেটা মাথায় বসে, না?"

"হ্যাঁ। আর হসন্ত বসে তলায়। একই চিহ্ন। মাথায় বসলে এক। পায়ে বসলে অন্য। মুছে দিলেও কিচ্ছু যায় আসে না! আমরা যেমন।"

"ধুস, এমনিই আজ আমার বুক স্যাঁতস্যাঁত করছে। আর বলিস না।"

টনটন মাঝে-মাঝে কেমন হেলতু নিরিমিষি হয়ে যায়। কিন্তু এখন সে কী করে বই কেনে!

দলপতি সানি, যে মৃত মানুষের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে পছন্দ করে, যে বলে দেয় কোন মৃতদেহের জন্য কাঁধভাড়া কত আর ব্রাহ্মণত্বের গীতা-পইতা পেলে নির্ভেজাল গর্ব পায়, যে কুড়ি পূরিত হওয়ার আগেই এক দক্ষ লিঙ্গবান, সে গানের বই কিনতে এসে গেঙিয়ে যায় একেবারে। এইসব কী চাই কী চাই বলুন বলুন কী বই কী বই দাদা দাদা ক চ ব দ, ক চ ব দ, তার মাথার মধ্যে ফুটো করে গুরগুর গুরগুর ব ক চ দ হয়ে কুটকুট করে ছেঁটে ফেলতে থাকে স্নায়ুতন্তু, যেমন মোটকা ইঁদুরেরা দাঁতে কাটে ইন্টারনেট কেব্‌ল আর ব্যাঙ্ক কাজ বন্ধ করে ধরে বসে থাকে, ফাইল, লাইন, লেনদেন।

সে টপাত করে এক বড় দোকানে ঢুকে পড়ল, "একটা বই। গান পাওয়া যায়। ওই যে কী বলে, ইয়ে, রবীন্দ্রনাথের গান?"

"এই দেখুন।"

লালে-হলুদে ছোপানো মলাট। মাঝখানে দাড়িওয়ালা বুড়োর চৌকো ছবি, যেমন ব্যাঙ্কে লাগে, পাসপোর্ট সাইজ়, রবীন্দ্রনাথ না স্যান্টা ক্লজ় বোঝা যাচ্ছে না।

"গান আছে?"

"দেখে নিন।"

"এগুলো গানই তো?"

"আপনি তো গীতবিতানই চাইলেন। দেব?"

"দাম কত?"

"দু'শো। একশো ষাট্ পড়বে।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"একশো ষাট? কমে কিছু নেই?"

"অখণ্ড হবে না। দুই খণ্ডে আছে। ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে পঁচাশি টাকা। প্রতি খণ্ড। দেখুন কোনটা নেবেন।"

"ইয়ে, মানে, 'তুমি কোন কাননের ফুল', গানটা কীসে পাওয়া যাবে।"

"অত বলতে পারব না ভাই। সূচিপত্র আছে। দেখে নাও।"

"শুচিপত্র।"

সে বই খুলল। ভয়ে ভয়ে। যেন বিষগোখরোর ঝাঁপি খুলছে। কত্তদিন পর বইতে হাত দিল! কিন্তু শুচিপত্রটা কী?

উরেঃ তারা! এত গান! এর মধ্যে কোথায় 'কোন কাননের ফুল, কোন গগনের তারা!'

হঠাৎ 'প্রেম' শব্দটা নজরে এল। পাতা ওলটাল, প্রেম। আবার ওলটায়, প্রেম। তাই বলো। এটা প্রেমের চ্যাপ্টার! প্রেমে দুলুনু মুচুনু দেবশ্রীকে এটাই দেবে!

ফাঁপানো ওয়ালেট বার করল। একশো কুড়ি টাকা আছে। খুচরোয় আরও পাঁচ টাকা ছিল। আদা কেনার জন্য দিয়েছে। মাকে বলেনি।

আচ্ছা, বলল আড়াইশো ডাল আনিয়েছিল। আজ আবার আনল কেন? কাউকে ডাল খাইয়েছে? কাকে? কে আসে? কেউ একজন আসেই। শুধু সানি লোকটাকে ধরতে পারছে না। মা-ও স্বীকার করছে না।

সে বইখানা কিনে ফেলে সোজা দাস লেনের দিকে যেতে লাগল। পেটে খিদে চিনিক চিনিক করছে। পানমশালা মুখে পুরে চিবোতে লাগল। দাস লেনের মুখেই দোকানের সামনে টুল পেতে বসে খবরের কাগজ পড়ছে বসন্ত। সানি পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু চোখে চোখ পড়ল। বসন্ত মুচকি হেসে বলল, "এদিকে? কোথায়?"

"আপনার বাড়িতেই যাচ্ছি।"

"যাও। অনেকদিন যাও না। দেবী প্রায়ই বলে।"

"এই একটা বইয়ের কথা বলেছিল, অনেক আগে।"

"আরে যাও-যাও। তোমার সঙ্গে কথা বললে দেবীর মন ভাল থাকে। লোক পায় না তো!"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আপনিও চলুন।"

"আমার এখন ব্যবসার টাইম ভাই। যাও তুমি।"

সানি আজ একমাত্র ভাল জিন্‌স আর টি-শার্ট। সানি আজ প্রথম চুরি করতে গিয়ে ধেড়িয়ে গিল্টিস। প্রথম বই কিনেছে হাফ থানইট ঘিথোবিথান। সে লম্বা করে ঘণ্টি বাজাল।

পুরনো দিনের শীতল ঘর। ডবল জানলা-দরজার পাল্লা। একটার কাচ, একটা খড়খড়ি। একেবারে মেঝে পর্যন্ত। ঘরে প্রাচীন কাঠের আলমারি। বিশাল। কাচগুলো হলদেটে। বৃদ্ধ বয়সের ছানি-পড়া চোখের মতো। মসৃণ লাল মেঝে। বড়-বড় ধাপের চওড়া সিঁড়ি। অন্ধকার। দোতলায় দেবশ্রীর সংসার।

"তুমি! মনে পড়ল?"

"সারাক্ষণই পড়ে।"

"সত্যি? তা হলে আসো না কেন?"

"লেখাপড়া শুরু করছি তো আবার।"

"সত্যি?"

"এই দেখো, কী এনেছি। বলো তো কী হতে পারে?"

"দেখি! বই তো! কী বই?"

"বলো?"

"দাও না! গীতবিতান? ও মাঃ! তোমার মনে ছিল সন্দীপ?"

প্রকট পেট বাঁচিয়ে জড়িয়ে ধরল।

"কতদিন পর এলে! তোমাকে জড়িয়ে যেন মনপ্রাণ জুড়িয়ে গেল।"

"আমারও। আর থাকতে পারছিলাম না।"

"গীতবিতান এনেছ, আমার চোখে জল এসে যাচ্ছে।"

"দেখি দেখি দেখি, এই বোকা? উম্‌ম্‌ম্‌!"

"এই অত চেপো না। পেটটা কত বেড়ে গেছে না?"

"কী আছে পেটে?"

"কী আবার? জানে না যেন! বাচ্চা!"

"আমি তো ভাবলাম শয়তানি।"

"আমি কি শয়তান?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"তুমি কী?"

"আমি ভালবাসায় টইটুম্বুর।"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি।"

"কিছু খাবে? তোমার পেট কলকলাচ্ছে।"

"চুমু খাব।"

"কচুপোড়া। ভাত খাবে? ফুলকপির ডালনা আর ঘরে পাতা দই?"

"দারুণ।"

"মাছের গন্ধ সহ্য হচ্ছে না। মাছ না মাংস না ডিম না। আমার পেটে বোধ হয় সাত্ত্বিক প্রাণ ঢুকেছে। আমি তো শুধু ভাল-ভাল বই পড়ছি। এই দেখো, সব মহাপুরুষের জীবনী।"

"এখন এই মহাপুরুষের একটু সেবা হবে না।"

"এই খেতে দিচ্ছি।"

খাওয়া শেষ করে উঁচু পালঙ্কে উঠে বসল সানি। এই পালঙ্ক তাদের সমস্ত চিনিক পিনিকের সাক্ষী। সে শরীরের মধ্যে তার উত্তপ্ত আভাস পেল। তার গায়ে গা লাগিয়ে বসল দেবশ্রী।

"উফ! বিছানাটা এত উঁচু! অসুবিধে হয়!"

"কাছে এসো।"

"কাছেই তো আছি।"

"আরও।"

"আমি তোমার মধ্যেই ডুবে থাকি সারাক্ষণ। আচ্ছা বলো তো, ছেলে হবে, না মেয়ে?"

"মেয়ে।"

"আমারও মেয়ে চাই। আচ্ছা বলো তো চাঁদ ছেলে, না মেয়ে?"

"ছেলে।"

"হি হি হি। আমারও তাই মনে হয়। আবার জ্যোৎস্না মেয়ে, তাই না?"

"হুঁ।"

"এই। কোথায় হাত দিচ্ছ? এই। না। বলেছি না এখন না। না, না। ও আসার আগে আর না।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"একটু। একটু। অল্প করে।"

"ছাড়ো না। ছাড়ো বলছি। আমার ভাল লাগছে না।"

"লাগবে!"

"না। ওর ক্ষতি হবে। প্লিজ়।"

"কিচ্ছু ক্ষতি হবে না। হয় না। আমি বলছি।"

"আমার ভাল্লাগছে না। আরেঃ। উঃ। লাগছে। পেটে চাপ লাগছে। আমাকে ছেড়ে দাও। সন্দীপ। তোমাকে কত ভালবাসি তুমি জানো না। আঃ! উঃ মাগো! আমি পারছি না। এত জোরে চেপে ধরেছ। আ আ আঃ!"

সানি খাট থেকে লাফিয়ে নেমেছে। খুলে ফেলেছে জিন্‌সের জ়িপার। এক হাতেই। নামাচ্ছে জীর্ণ ছিদ্রময় অন্তর্বাস। অন্য হাতে সাঁড়াশি চেপে আছে দেবশ্রীর দুই হাত। গাঁটালো শক্ত আঙুল। উম্বো ধুম্বো জোর এসে গেছে গায়ে। হ্যাঁচকা টানে ঘুরিয়ে নিল পালঙ্কের কিনার ঘেঁষে। দুই পা ধরে এমন চড়াক ফাঁক করল, ছি ছি ছি ছি শব্দ করে ফেটে গেল নরম ম্যাক্সির সুতি কাপড়।

তিন মিনিটের গাবানো আর দাবানো। শেষ।

গ্রীষ্মের কুত্তার মতো হ্যালল হ্যালল হাঁপাচ্ছে দাঁড়িয়ে কাজ সারা সন্দীপ ঘোষাল।

আর নিজেকে হিঁচড়ে, ছেঁড়া ম্যাক্সি দিয়ে উথলানো উদর ঢাকতে-ঢাকতে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে পালঙ্কের কোনায় চলে যাচ্ছে দেবশ্রী। এবার ভেঙে পড়ছে তরলায়িত কান্নায়।

জাঙুটি পরল। জিন্‌স গোটাল। জ়িপ টানতে-টানতে বলে উঠল, "একটু জোর করলাম। কিন্তু তোমার ভাল লাগেনি? সত্যি বলো!"

"যাও তুমি! চলে যাও! এক্ষুনি চলে যাও।"

"করলাম। কিছু হল? দেখো, বলছি তো। কিছু হয় না।"

"যাও। যাও তুমি। না গেলে এবার ওকে ফোন করব আমি।"

"আচ্ছা-আচ্ছা! অত রাগ কোরো না! তোমার জন্য আজ কে ঘিতোবিথান এনেছে? কে এনেছে!"

"যাও তুমিইইই। যাআআও। প্লিইইইজ়!"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ভাল রকম পেচ্ছাব পেয়েছিল। কিন্তু বলতে ভরসা পেল না। দেবশ্রী একটু ঘেঁটে গিয়েছে।

পেট ভরে খেয়েছে, পেট ঝেড়ে হালকা হয়েছে, দুটোই ভারী চিত্ততৃপ্তকর। আরামপ্রদ।

এখন দরকার ছিল ঘুম।

কিন্তু দেবশ্রী খেপে গিয়েছে। অত খেপল কেন? একটু জোর করেছে ঠিকই। কিন্তু তারও ভাল লাগেনি, হতেই পারে না। ম্যাক্সিটা ছিঁড়ে গেল। সেজন্যই আরও রেগেছে। মেয়েরা জামাকাপড়ের ব্যাপারে খুব দুর্বল। শাড়ি-শায়া ছিঁড়লেই মা আতঙ্কে বলে ওঠে, "আহাঃ! ছিঁড়ে গেল!"

সিঁড়িতে রাজকাপুরের সঙ্গে বসে আছে গাব্বু। সানিকে দেখেই বলে উঠল, "সকাল থেকে তোদের কারও দেখা নেই। এদিকে ঋষিকাপুরদার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। সে কি দৌড়োদৌড়ি! সক্কাল-সক্কাল বেলাড পাওয়া যে কী হাঙ্গামা!"

রাজকাপুর শূন্য চোখে বসে আছে। ফুটন্ত জলের মতো বগবগ করতে লাগল গাব্বু।

সানির ভাল লাগছে না কিছু। এ এক গনোরিয়া গণ্ডগোল। মনটা শালা সারাক্ষণ ছিবড়ে হয়ে থাকে। কখনও কিছুই করতে ইচ্ছে করে না। শুধু কেলিয়ে থাকা এক ভোঁতা ফাঁপা মাথা নিয়ে, কখনও যদি বা কিছু ইচ্ছে করে, তার পরিণতি ছিলিমে ছাতা পড়ার মতো।

কেন যে সে জন্মাল। কী যে দরকার ছিল ভগবানের এক বেফালতু সানি ঘোষাল বানাবার।

গাব্বু বলল, "বলরাম অনেক হাতিয়েছে। আজ আমি ওর বেলাডের ব্যবস্থা করছি দেখে বলে ছারপোকার মতো ঘুরছিস, অ্যাঁ! হাত বেশি লম্বা করতে যাস না। ভেঙে দেব।"

"ওরা তো হাজারটা কেস করছে। আমাদের দু'-একটা ছাড়বে না? রাতে শোয়ার ধান্দায় তো আমরা হাতই ছোঁয়াইনি!"

"বলে, তোরা তো রাস্তা থেকে এসেছিস। আস্তাকুঁড়ের ছানা। বসন্ত সব জোটাচ্ছে। বুঝি না নাকি কিছু?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আজ তোকে একলা পেয়ে হারামিগিরি করেছে। তুই কিছু বললি না।"

"বললাম, বাজে কথা বোলো না। আমার বাপ জেলে চাকরি করে। বলে, কী চাকরি করে তোর বাপ? জেলের ঘানি সাফ করে, নাকি হেলে ধরে চচ্চড়ি বানায়?"

"কাল পূর্ণিমা গেছে। আজ ভারী বোল ফুটেছে তো। বেশি আখতারি করলে পুরো ছেঁকে দিবি। শুধু বলবি পূর্ণিমায় ফুল চাঁদ উঠলে সবাই দেখতে পায়। বুঝলে? দেখবি চিল্লারের মতো সেঁধিয়ে যাবে।"

"ঠিক বলেছিস বে। তবে কি, ঋষিকাপুর মনে হয় বাঁচবে না। রক্ত হাগছে, রক্ত মুতছে।"

"ঠিকই আছে। কী হবে জিইয়ে। সেই তো একদিন ঠিকই থ্যাঁতলাবে।"

"এভাবে বলিস না বে। বেঁচে থাকাটা কি ভাল না? কাল রাতে মাইরি ঘুম আসছিল না। শুধু পুন্নিমের ছবি। তখন মনে হল, কত সুখ এখনও পাওয়া হয়নি! কত স্বপ্ন গড়ের মাঠে গড়াগড়ি যাচ্ছে। বে সানি, অনেকবার দেখেছি, যখনই কোনও মড়া ছোকাস, মুখের দিকে কীর'ম তাকিয়ে থাকিস। সেই তো চোখে তুলসী নাকে তুলো, নয় নাকমুখ দিয়ে মাদা পড়ছে। কী দেখিস যে পাতা পড়ে না।"

"দেখি। ভাল্লাগে।"

"বে সানি, আজ কত কামিয়েছি বল?"

"কত? হাজার?"

"তেরোশো। ঋষিকাপুরের বেলাডে কামালাম তিনশো। ইঞ্জেকশনের জন্য তোর বন্ধু শঙ্করের কাছে গেছি, বলে এ জিনিস আমাদের ইস্টকে নেই, তবে লোক ধরে দিচ্ছি। মাল কোম্পানির লোক। বে, সানি, ইঞ্জেকশনটার আসল দাম তিনশো। দোকানে পনেরোশো বেচে। খাস লোক হলে, বলরামের মতো, ন'শোয় দেয়। বলরাম বারোশো নেয়। পেশেন্ট পার্টি সোজা গেলে বলে, কী, লাইসেসিং দাওয়াই, কোনও কমিশন নেই।"

"লাইফ সেভিং। মানে প্রাণে বাঁচাচ্ছে।"

"এক আজব দুনিয়া মাইরি। কত প্রেস্যান্টাসাক্টিং, দেখছি আর ভুষকালি হয়ে যাচ্ছি।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
"চল না বে, কোথাও যাই। ভাল্লাগছে না।"

"ভাল ফুটবল ম্যাচ আছে। যাবি?"

"গেলে হয়। কামিয়েছিস তো।"

"তেরোকে পাঁচভাগ করলে কত?"

"দুশো ষাট টাকা। চল যাই।"

মোহনবাগান মাঠে জনথইথই ভিড়। সেই ভিড়ে লোক, হকার, পুলিশ, অশ্বারোহী পুলিশ, পাগল, কুকুর একাকার।

টিকিট নেই। সব শেষ। ব্ল্যাকে পাওয়া যাচ্ছে, চোদ্দোশো টাকা থেকে শুরু। লোকে হল্লা মচাচ্ছে। পুলিশের চোখে কালো পাটকি বাঁধা। কানে কাকের পালক, টিকিট নিয়ে দু'নম্বরি দেখছে না, শুনছে না।

কুচকুচে কালো একটা ঘোড়া। তেলতেলে গা। ঝুমরু লেজ। তার পিঠে এক মুশকো পুলিশ। ঘোড়াটা নজর কাড়ছে।

মূল প্রবেশপথের অল্প দূরে জটলা। কাঁকড়ার মতো এ ওর ঘাড়ে চাপার চেষ্টা করছে আর থসথস করে পড়ছে। গ্যালারির পিঠ বেয়ে আরোহণের চেষ্টা।

সানি এক হকার ডাকল। গলায় ঝুলিয়েছে হরেক খাবার। বিস্কিট, রঙিন প্যাকেটে চিনেবাদাম, ভুজিয়া, চানাচুর, আলুর চিপ্স। সে চিপ্স আর বিস্কিট নিল। সিগারেট ধরাল।

"রগড় দ্যাখ।"

"কী করবি?"

"একটা খেলা দেখারও পয়সা নেই বে। কিছু তো একটা দ্যাখ। কিছু হুররিবাজি! কিছু ভেউ মাজাকি।"

"কী করবি বে? মাউন্টেন পুলিশ আছে সানি।"

"মাউন্টেড পুলিশ বে। মাউন্টেন না। মাউন্টেন মানে তো পর্বত। মেয়েদের বুকে থাকে। শালার কুকুরটাকে দ্যাখ! লোভে চোখ চিকচিক! আয় চুঃ চুঃ আয়!"

বিস্কিট ছড়াচ্ছে।

পাটকিলে কুকুরটা গুটগুটি করে গন্ধ শুঁকে-শুঁকে এল। লেজ নাড়ছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"ওকে দেওয়ার জন্য কিনলি? ও নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না।"

"ওই কালো ঘোড়াটা দারুণ না।"

"কী মতলব তোর?"

"ওর মেজাজটা দেখার চেষ্টা করছি। দরকার হলে ছুটে শুধু ওপারে চলে যাবি। নয়তো হাত তুলে দিবি।"

কুকুরটা বিস্কিট শুঁকছে। একটু খেল। তারপর ঘাড় কাত করে, চোয়ালে তালি বাজিয়ে শুঁকশুঁক করছে। সানি আরও দিল।

কালো ঘোড়া বেড়া টপকানো জটলার দিকে যাচ্ছে।

"ঘোড়ার পিছনটা দ্যাখ। যেন উদোম মেয়েছেলে হেঁটে যাচ্ছে। নয়তো জিন্‌স পরা। আজ একটাকে দেখেছি।"

"তোর আজ কী হয়েছে বে?"

"আমাকে অপমান দিয়েছে।"

"কোন শালা? একবার বল।"

"আমার বন্ধু বে। জয়।"

"তোর ইস্কুলের বন্ধু? ওই লাল্টুটা? ফোনের ঝক্কাস দোকান।"

"ও-ই।"

"তুই বে ওকে কত্ত দোস্তানা দেখাস! ও চুলে রং দেয় না, তাই তুই-ও দিস না! ও কানে দুল ফোঁড়ে না, তুই-ও না! ওর মতো তুইও ট্রাস্ট মি ড্রিম সিকুয়েন্স করিস। তাও!"

"নসিব আপনা-আপনা বন্ধু।"

"কী হয়েছে বল তো বে। মেপে আসি বান্দরচন্দরকে।"

"তোর যদি টাকা না থাকে, কোনও বড়লোক তোকে বন্ধু মানবে?"

"এই ব্যাপার? চল, চুসদুস মেরে আসি!"

"না। টাকা করতে হবে। অনেক টাকা।"

কুকুরটা স্বাদু বিস্কিটের কূট চালে ঢুকে পড়েছে। সানি জ্বলন্ত সিগারেটে লম্বা টান দিল। অব্যর্থ চেপে ধরল লেজ ও পশ্চাতের সংযোগে নরম দুয়ারে। কুত্তা-পটানো বাপের কুত্তা নাচানো পুত্তর।

ঘোঁক! কুকুরটা লাফিয়ে উঠল। তারপর কাঁউকাঁউকাঁউ। তিরবেগে

আমারবই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ছুটছে। উলটোচ্ছে। গড়াগড়ি খাচ্ছে। এদিক যাচ্ছে, ওদিক যাচ্ছে। যন্ত্রণায় পাগল।

"ওপারে চল গাব্বু। ট্রাফিক কম!"

ছড়ানো-ছেটানো লোক ত্রস্ত। পাগলা কুকুর। কামড়াবে। এ ওকে ঠেলে দিল। সে পড়ে গেল। একজন তাকে মাড়িয়ে গেল। কেউ চিৎকার করল। হঠাৎ কেউ পাথর ছুড়ল। পাথর এল কোত্থেকে! ছোড়াছুড়ি, মারামারি, ঠেলাঠেলি। ফেলাফেলি। পুলিশ ডান্ডা উঁচিয়ে তেড়ে যাচ্ছে। জটলাগুলি ভেঙে যাওয়ায় লোক পিলপিল করছে। কালো ঘোড়া ছুটছে। এদিক-ওদিক। ঘোড়ার পিঠে লোকটা ডান্ডা মারছে। সে ভীষণ। সে নির্মম। সে লোকের গায়ের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিচ্ছে।

এক আকস্মিক খণ্ডযুদ্ধের উত্তাপম হুল্লাট।

"চল গাব্বু। ওদিকে। একদম ওই ফুট দিয়ে এসপ্ল্যানেড।"

"গান শুনবি?"

"চল বে। লোকটা ডেঞ্জার। যদি স্পট করে ফেলে!"

প্রায় ছুটতে-ছুটতে ধর্মতলা মোড়ে এসে হাঁপাচ্ছে। গান বেজে চলেছে। আমার মুক্তি। আলো। আকাশ। আজ সানি গান শোনার জন্য দাঁড়াল না।

"চল বে, কোথাও বসি। কিছু খাই। খিদে পাচ্ছে। তুই মাইরি কুকুর পেলেই এমন...!"

"রাখ তো। কুকুরগুলো সব বেজন্মা। কোথায় খাবি?"

"অনাদিতে কষা মাংস, মোগলাই সাঁটাবি।"

"আমি ফিশফ্রাই, তুই মোগলাই।"

দু'শো ষাট টাকার খানিকটা ধসল। ওদিকে হাসপাতালের বেডে ঋষিকাপুর মণ্ডল খাবি খাচ্ছে। তার চিকিৎসার টাকা খাবলে তারা মাছ-মাংস মারছে।

ঘাউপ উদ্গার তুলল গাব্বু।

"কষা মাংসটা দারুণ ছিল। একটু খেলে পারতি। আমার প্রায় সব উড়ে গেল। আইসক্রিম খেলে হত।"

"চল, খাওয়াচ্ছি।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাস্তা পার হল। এদিকে আইসক্রিমওয়ালা।

এতক্ষণে নিজেকে একটু চাঙ্গা লাগছে সানির। বড্ড মিইয়ে গিয়েছিল। ছুটন্ত, ভরন্ত, জনতার উল্লাস ও ধান্দাবাজি, ভিখিরিপনা ও চোট্টামি, নিরন্তর কেনাবেচা ও পরিশ্রমের ঘামগন্ধ, নির্যাস মিলে জীবনের একটা রে রে আছে। একটা স্রোত। যা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা যায় না!

দু'জনে দুটো আইসক্রিম নিল । গাব্বু সানির পাঁজরে খোঁচাল। দ্যাখ।

কুচকুচে কালো ঘোড়াটা। তেলতেলে গা। ঝুমরু লেজ। মুশকো পুলিশটা নীচে নেমে এসেছে। হাতে আইসক্রিম। একচামচ খেল। এক চামচ ঘোড়ার মুখের কাছে ধরল। ঘোড়াটা চেটে-চেটে খেল। চলতে লাগল। পর্যায়ক্রমে, একই চামচে ঘোড়া আর পুলিশের আইসক্রিম খাওয়া। একবাটি শেষ করে আর-এক বাটি।

"উফফ!" গাব্বু বলল, "বউয়ের সঙ্গেও বোধ হয় এভাবে খায় না। ঘোড়াটা ওর জান হয়ে গেছে।"

"সত্যিই কি কেউ কারও জান হয়?"

"আমার তো লাগে কি, হয়। ইঞ্জিন আর হাড়কাটাকে ভুলে গেলি? এ মরল তো ও-ও মরে গেল। দু'জনেই ড্রাগ ওভারডুশ। দু'জনকে কোনও দিন আলাদা দেখিনি বে।"

"ওটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল।"

"ওই জান হয়ে যাওয়াও, বুঝলি, অ্যাকসিডেন্ট। যার হয়, তার হয়।"

কার্জন পার্কের বেঞ্চে দু'জনে ছড়িয়ে বসল। বিড়ি খাচ্ছে।

"বে সানি, তোকে আজ শাইদ কাপুর লাগছে। তুই বনচাতরা শিক্ষিত ছেলে, আমাদের সঙ্গে কেন থাকিস?"

"থাকি। ভাল্লাগে। তোর কুটকুটাচ্ছে?"

"না বে। তুই তো আমাদের বস।"

"আজ একটু মাল খেলে হত।"

"খোকনাদের ভাগেরটা খেয়ে নিবি?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"নাঃ। আসুক ওরা। টনটন আজকাল একটু বেশিই গঙ্গায় যাচ্ছে না?"

"যার যেখানে ভাল্লাগে। ওর মা তো ওখানেই... তাই হয়তো।"

"তোর স্বপ্নের কথা বলছিলি। কী স্বপ্ন?"

"ও কিছু না।"

"আমার স্বপ্ন অনেক টাকা করব। তোরও তাই?"

"কাউকে বলবি না বল?"

"বলব না।"

"আমার দারুণ লাগে যখন বাবা এসে বলে, একটা ফাঁসির কেস এসেছে।"

"ছাড় বে। ফাঁসি কি রোজ হয়?"

"না। অনেক আগে হয়েছিল। আমি ছোট ছিলাম। বাবা খুব হেসে-হেসে বলছিল। ফাঁসি দেবে।"

"ফাঁসুড়ে? তোর বাবা?"

"না। সেকেন্ড ম্যান। সাহায্য করে। কিন্তু খুব চায়, চাকরি থাকতে-থাকতে অন্তত একটা কেস। একটা ফাঁসি বাবার হাতে হবে।"

"এটা তোর বাবার স্বপ্ন?"

"আমিও ফাঁসুড়ে হতে চাই। বাবার মতো। ওফ! ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। কী ক্ষমতা! একটা জ্যান্ত লোক। ফাঁসের এক টানে ক্লক, ফুস। আমি কিন্তু কাজটা দারুণ পারি।"

"পারিস মানে?"

"কতরকম ফাঁস হয় বাবা শেখাত! একদম যখন ছোট, ফড়িং, আরশোলা ধরে-ধরে ফাঁসি দিতাম। সুতো দিয়ে। ওদের কি জিভ হয়? হলেও দেখা যায় না। তারপর একদিন পায়রা ফাঁসি দিলাম। সবচেয়ে মজা পেয়েছি বিড়ালবাচ্চা ফাঁসি দিয়ে। পুরো জিভ বেরিয়েছিল। চারটে থাবা গুটিয়ে। লেজটা ঝুলঝুল করছে। ঘাড় মটকে কাত। দড়িটা দুলছে। একদম সত্যিকারের ফাঁসি!"

"কিন্তু সরকার তোকে চাকরিতে নেবে কেন? তুই তো পাশ না।"

"পাশ কি রে? আমি ফেলও না। আমি গাব্বু। দ্যাখ, আমাকে একটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সাধু বলেছে, যে কোনও বিদ্যা যদি ভাল করে শেখা যায়, তার কদর আছে। আমার মতো ফাঁসি দিতে কেউ পারে না। গ্যারান্টিস।"

"কিন্তু ফাঁসি দিবি কাকে?"

"নিজেকেও দেওয়ার চেষ্টা করি।"

"কী বলিস!"

"ফাঁসটা গলায় পরি। দড়িটা ছুড়ে সিলিং ফ্যানে মারি। তারপর টানি। একটু টানি, একটু গলায় বসে। অল্পেই লাগে। তখন ছেড়ে দিই। আসল সময় তো ওভাবে দিতে হয় না, এক হ্যাঁচকা।"

"আমার অনেক টাকা হলে আমি তোকে চাকরি দেব।"

"কী চাকরি?"

"কুকুর ধরবি আর ফাঁসি চড়াবি।"

"হেঃ হেঃ হেঃ! কত টাকা দিবি? মানুষ মারতে দিবি তো? অন্তত একটা?"

"একটা না, তিনটে।"

"একটা জয়, না?"

"হুঁ।"

"আর দু'জন?"

"সময় আসুক, বলব।"

"যে-কোনও দিন বলবি বে। আমার পকেটে সবসময় যন্তর থাকে। সরু লাইলন দড়ি। কখন কী সুযোগ এসে যায়।"

সন্ধেবেলা হাসপাতালে ফিরে দেখল রাজকাপুরের দু'পাশে বসে আছে ছোটকু আর খোকনা। বসন্তর সঙ্গে কথা বলছিল টনটন।

দুই হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে আছে রাজকাপুর মণ্ডল। শব্দ নেই। পিঠ কাঁপছে। অদ্ভুত উপাংশু রোদন।

খোকনা ইশারা করল। নেই। ঋষিকাপুর মণ্ডল মারা গিয়েছে।

মেডিকেল কলেজের বাইরে, কলুটোলা রাস্তার ফুটপাথে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক উলটোদিকে যে দড়ার খাট বিক্রি হয়, বেনামে তার মালিক হয়েছে বসন্ত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সরকারি রাস্তা। কিন্তু প্রতি বছর খাট বিক্রির ওই ঠেকটার জন্য নিলাম হাঁকে বিষ্ণুপ্রসাদ। গত চার বছর বসন্ত কাউকে ওখানে হাত ছোঁয়াতে দেয়নি।

টনটন বলছিল, সে ওই খাটের সাপ্লায়ার হতে পারে কিনা।

হাসপাতাল অনেককে বড়লোক করে দেয়। টনটনকে কেন না? টাকা এখানে হাওয়ায় ওড়ে। লোকে বলে। ধরতে জানতে হয়।

টাকা ছাড়া যে কিছুই হওয়ার নয় জীবনে এ বিষয়ে তারা পাঁচজন একেবারে একমত। কিন্তু কিছুতেই প্রচুর কামানোর সঠিক রাস্তাটা কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। এই ফিকি ফিকরি চিমটে টানা পয়সায় না ভাল মাল খাওয়া যায়, না ভাল মাল তোলা যায়।

সানির চাইনিজ় মোবাইলে তবু কিছু ন্যাংটো ছবি দেখে ঠোঁট চাটত, সেটা হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে গেল। সানি অনেক চেষ্টা করেছে। চাঁদনি চক চষে ফেলেছে একেবারে, কিন্তু মোবাইল যেন ঋষিকাপুর মণ্ডল। কিছুতেই সেরে উঠল না।

ঋষিকাপুর মণ্ডলের দেহাবসান তাদের সবার মধ্যেই এক কাঁপন লাগিয়ে দিয়েছে।

মৃত্যু নিয়ে ঘাঁটতে-ঘাঁটতে তারা নির্বিকার হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঋষিকাপুরের মৃতদেহ দেখল যখন, তাদেরই কাছাকাছি বয়স, অস্থিচর্মসার, জীবন আঁকড়ে ধরার চিহ্ন, চ্যানেলের কালশিটে, উল্কিনকশার মতো হাতে আঁকা, তারা নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল। সানি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে তো আছেই। তারা যখন সবচেয়ে সস্তার খাটে ঋষিকাপুর মণ্ডলকে শোয়াল, সেই খাটের অমসৃণ কাঠে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল রাজকাপুর মণ্ডল দাদা। মরুবালুর মতো সেই শোক। ফিরিৎ ফিরিৎ ধুলোকুচি আর বালুকণার গুঁড়ো চোখের মধ্যে ক্ষত করে দেয়। জলের সঙ্গে রক্ত, রক্তের সঙ্গে জল, অনন্ত স্রোত চলছে তো চলছেই।

খাটটা সাজাতে ইচ্ছে করছিল না কারও। কয়েকটা শুকনো রজনীগন্ধা চারকোণে। কয়েকটি ধূপকাঠি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাঁধে তুলল যখন, যেন খাটটাই শুধু। ঋষিকাপুর মণ্ডল জীবিত অবস্থাতেই ফাঁকা হাঁড়ি হয়ে গিয়েছিল, মরে ধোঁয়ার মতো হয়ে গিয়েছে। মাল টাকার উপরই তো পুড়ল। গুঁড়ো-গুঁড়ো জীবন পুড়ে ধোঁয়া। সে ধোঁয়া বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তারাই কাঁধ দিল। নামমাত্র লাভ রেখেছিল নিজেদের জন্য। জল-মিষ্টি খেতে খেতে সানি শুধু বলেছিল, এভাবে বেশিদিন চলবে না।

হাসপাতাল আর ভাল লাগে না, তবু আসে। সানির অন্তত আর যাওয়ার কোনও জায়গা নেই।

এক মাস দেবশ্রীর সঙ্গে দেখা হয়নি। যতদিন ফোন ছিল, কথা বলার চেষ্টা করেছিল, দেবশ্রী লাইন কেটে দিয়েছে।

সানি কি খুব দুঃখে আছে? তার মনে হয় না। তবে ফাঁকা লাগে। শরীর হাকলু পাকলু করে। দেবশ্রীর সঙ্গে ডাল মাখা ভাতের মতো হয়ে গিয়েছিল সে।

সেদিনের জন্য সানির কোনও দুঃখ নেই।

"আমি তো তোমারই," দেবশ্রী কতবার বলেছে। নিজের জিনিসের উপর জোর করবে না? বাবা মায়ের উপর জোর করত না? ছেড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত মা-ই তো বাবার নিজস্ব মেয়েছেলে ছিল।

সবচেয়ে বেশি ফাঁকা লাগে মোবাইলটা নেই বলে। হাতে একটু টাকা এলেই খানিক এম বি ভরে নিত। যা খুশি দেখো, যা খুশি পড়ে নাও।

যন্তরটা সে ফেলেনি।

নিজস্ব ড্রয়ার খুলে দেখল গুনে-গুনে, তার আকাঙ্ক্ষার মোবাইল কেনার রেস্ত। টিপে-টিপে তিন হাজার সাতশো জমিয়েছে। ওতে যে আগেরটার মতোই সেকেন্ড হ্যান্ড মাল জুটবে সানি জানে। কিন্তু এবার সে আসলি কিনবে। একটু টাকা হলে জাঁকিয়ে জয়ের দোকানে যাবে।

কীসে যাবে?

প্রথমে একটা জবরদস্ত বাইক কিনবে। তার আগে কোয়েস্ট মল থেকে ইমপোর্টেড ড্রেস আর সানগ্লাস। বাইক থেকে নেমে এক পা এক পা করে জয়ের দোকানের সামনে যাবে। দরজাটা ঠেলে প্রথমে সানগ্লাস

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
খুলে ফেলবে, তারপর সোজা বলবে, ''লাইক টু সি দ্য কস্টলিয়েস্ট ওয়ান।''

অনেক বকাবে জয়কে। তারপর ক্রেডিট কার্ড দিয়ে মালটা কিনে বলবে, ''জয়, সেদিনের ইনসিডেন্টটা হ্যাজ় মেড মি মনোস। আলটিমেটামলি আই কুড ম্যানেজ টু কাম টু ইউ এইটা বলার জন্য যে আমি দিল্লাগি করেছিলাম। তুই বুঝলি না। পারলে ওই হিচককটা ভুলে যাস।''

তারপর বন্ধুতে-বন্ধুতে জড়াজড়ি। চোখে জল। পুরো বাংলা ফিল্মের সেন্টিমেন্টাল সিন।

''মনোস,'' তার বাবা বলে। ''আলটিমেটামলি'' সেও বলে তার বাবা। কুকুর ঠ্যাঙালে ইংরিজি না জানলে চলে না। তাই বাবার বিষাদাচ্ছন্ন কুকুররা সবাই মোরোজ় না হয়ে মনোস হয়ে যায় এবং আলটিমেটামলি বাবার কৃতিত্বে সেরে ওঠে।

বাইক চালানো, দামি মোবাইল, অনেক টাকা, সানগ্লাস আর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভুল ইংরিজি বলার স্মার্ট অস্তিত্ব দারুণ পছন্দ সানির।

আগের মোবাইল কেনার টাকা মা'র কাছ থেকে খিচেছিল সানি।

''দে টাকা।''

''দু'হাজার টাকা আমি কোথা থেকে দেব?''

''আমি জানি না। আমার লাগবে!''

''তুই তো জানিস ব্যাঙ্কে কত আছে। তুই-ই টাকা তুলতে যাস।''

''যেভাবে হোক দে।''

''সানি তোকে বুঝতে হবে। আমি কীভাবে সংসার চালাই। তোকে ভাবতে হবে। শুধু তোর জন্য ওই লোকটার থেকে টাকা নিই। তুই নিজে রোজগার করতে শিখবি না?''

''ওই লোকটার কাছে চা। বল আমার লাগবে। আমাকে জন্ম দিয়েছে, কুত্তার মতো পেটাই করেছে। দেবে না কেন?''

''তুই নিজে বল সেকথা। যা। আমাকে দিয়ে বলাস না।''

''বলবি না তুই? বলবি না।''

ঠেসে ধরেছিল দেওয়ালের সঙ্গে। দিবি না? দিবি না? দিবি না?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অদ্ভুত জাত এই মেয়েমানুষেরা। জোর না করলে কিছুই দেয় না।

শেষ পর্যন্ত ঠিক বেরোল। একটা চুটকি কানের ফুল। সোনার। একটার ডাঁটি ভাঙা। আর-একটায় মাঝখানে যে মুক্তো বসানো ছিল, খসে গিয়েছে।

"নিয়ে যা। বেচে দে।"

তেইশশো টাকা পেয়েছিল। সোনার এত দাম? মোবাইল কিনেছে। বাকি টাকা মাকে ফেরায়নি। ওখান থেকেই সিম কার্ডের খরচ, টকটাইম, ডেটা ভরা। বাকিটায় বন্ধুরা মিলে মস্ত্ মাংস, বিরিয়ানি আর দামি লিকার হজম করে ফেলেছিল।

পকেটে টাকা থাকার গরমই আলাদা। কোনও দুঃখই আর গায়ে লাগে না। শুঁয়োপোকা যেমন গুটি পাকিয়ে সেটাকেই খেতে-খেতে ফুরফুরে প্রজাপতি ওড়ায়, সের'ম টাকা। প্রেয়সীর ভরপুর জাপটানি।

কিন্তু টাকার রাস্তাটাই খুলছে না।

খোকনা বই তুলছে তো তুলছেই। বলে, "বইয়ের কী ওজন মাইরি! এত বই জগতে! যারা বই লেখে, তাদের যদি ওগুলো ঘাড়ে করে চারতলা পাঁচতলা তুলতে হত, বই লেখা ছেড়ে দিত। মাল ছাপে, ইস্টক করে, অর্ধেক উইয়ে খায়। কী ছেড়েঙ্গা মাইরি!"

তার সামান্য উপার্জন, পরিশ্রম প্রচুর। সারা সপ্তাহে যা কামায়, হাসপাতালে ভাল মোরগা ধরতে পারলে দু'দিনে তার ডবল।

টনটন লড়ে যাচ্ছে। ওর বাপ ওষুধের দোকানের কর্মচারী। মাল ওঠায়, নামায়। বাড়িতে-বাড়িতে সাইকেল নিয়ে ডেলিভারি দিতে যায়। রোগা-ফ্যাকাশে বাপটার এক চোখ কানা।

সানি মাত্র সেদিন জানল টনটনের একটা ন্যালাখ্যাবলা ছোটভাই আছে। সকালে ঘরে-ঘরে জলের পিপে পৌঁছে টনটন ভাইয়ের দায়িত্ব নেয়। বাবা কাজে বেরোয়। তার দিদি আছে। বোবা-কালা।

"আমিই একমাত্র গোটা মানুষ আমাদের বাড়িতে।"

"এ তো পুরো ফিলটারড কেলো রে টনটন।"

"এই নিয়ে থাকতে হবে বস। মা তো ভেগে পড়ল।"

"বে টনটন, ভাই কি সেরিব্রাল পলসি?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"প্রতিবন্ধী। বুঝলি বে। পলিসি-টলিসি না। সার্টিফিকেট আছে। রাস্তায় দেখবি, থাকে, হাঁটু দিয়ে হাঁটে। পা দুটো উপরে উঠে থাকে। শক্ত । হাতও ওইরকম। কুত্তার মতো হাঁটে বে। ওর'মই জিভ ঝুলঝুল করে। সারাক্ষণ নাল গড়াচ্ছে। সারাক্ষণ দিদি ন্যাতা দিয়ে মুছছে। আগে তো নিজে কিছুই করতে পারত না। হাগানো, মোতানো, খাওয়ানো সব ভয়ঙ্কর সমস্যা। দিদি সব করত। তারপর একটা এন জি ও থেকে লোক এসে ট্রেনিং করায়। বলেছিল ফ্রি। আসলে ফ্রি না। খচ্চা আছে।"

"অনেক?"

"মাসে প্রায় সতেরোশো টাকা লাগে বে।"

"বাপ রে।"

"কিন্তু কাজ হয়। আগে ওকে স্রেফ একটা জানোয়ার লাগত। একবার ওর গলা টিপে দিয়েছিলাম। মরে যাক।"

"কী বে! খুন করতে যাচ্ছিলি?"

"খুন বললে খুন। রাস্তায় কুকুর-বেড়াল গাড়ি-চাপা পড়লে কি খুন বলিস? ও তো ওইরকম।"

"তারপর?"

"দিদি এসে মারল এক চড়। ছেড়ে দিলাম। এখন মায়া লাগে। তুই গিয়ে বসবি তো। ও চার হাত-পায়ে হেঁটে হেঁটে তোর কাছে এসে মুখটা তুলে হাসবে।"

"বে টনটন! তুই বে কাঁদছিস।"

"বস, ওর চোখটা দেখলে কলিজাটা ফেটে যায় বে। চোখে কথা থাকে। ওর মাইরি অনেক কথা আছে। তোর-আমার মতো। বলতে পারে না।"

"তুই আর কী করবি?"

"সেইটাই তো গাঁড় ফাটায়। এমনি কি শালা জল তুলি কাঁধে করে? মড়ার খাটের ব্যবসায় ঢুকছি কি এমনিই বালমচি বালচাক! বাবার টাকায় হয় নাকি? দিদি শুদ্দু শাড়িতে ফল্‌স বসায়, ব্লাউজে হুক। রোজগার করে! আমাকে টাকা করতে হবে বে। অনেক টাকা।"

"টাকা ছাড়া কিচ্ছু নেই বে!"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"কত লোক জানিস বে, বাবাকে এসে বলেছে বিটকুকে ভাড়া দিতে।"

"বিটকু? তোর ভাই? ভাড়া মানে?"

"ভাড়া মানে ভাড়া। ভিখিরি করবে।"

"কী বলছিস বে?"

"বলছি। বলে ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া দেবে। সঙ্গে রোজগারের কমিশন।"

"কুত্তা শালা। মানুষ শালা কুত্তারও অধম।"

"সত্যি বলব বে আমার একবার মনে হয়েছিল, দিলেই হয়। ও একটা কাজে লাগুক।"

"কী যা-তা বলছিস।"

"যা-তা না। ভেবে দ্যাখ। ও তো আমাদের বোঝা। মা অবদি পেট থেকে নামিয়ে ভেগে পড়েছে। ও যদি রোজগার করে কত কদর বেড়ে যাবে! আমরা কি চাইব না ও আরও বেঁচে থাকুক? ওর কেয়ার করার সময়ও স্যাটি হবে যে মালটা দরকারি নাকি বল।"

"তাই বলে ভিক্ষে করাবি বে?"

"ভিক্ষে কি খুব খারাপ? কত লোক ওই করে খাচ্ছে।"

"খারাপ-ভাল জানি না। তবে এটা ঠিক, টাকা শালা সব ফুটো মেরাম্মত করে দেয়। এমনকী, বিটকুর জন্য একটা মেয়েছেলেও জুটে যেতে পারে।"

"বাপ একটা কথা বলল, পুরো চুদ্দুল হয়ে গেলাম।"

"কী বলল?"

"তোমার দিদিও তো প্রতিবন্ধী। বোবাকালা। বিয়ে হওয়ার কোনও উপায় নেই। কারণ, আমার টাকা নেই। তা তোমার দিদি তো একটা মেয়ে। মেয়েমানুষের যা থাকার কথা, সব আছে। এই কলাবাগান থেকে শুরু করে পরপর দর্জিপাড়া, সোনাগাছি, আহিরিটোলা ওকে খাটিয়ে রোজগার করানো যায়। প্রচুর টাকা আসবে। এই কলাবাগানে কত রাস্তার প্লাস্টিক টাঙানো বাসা সুখের কোঠা হয়ে গেল ঘরের মেয়ের মাগুিওয়ালি রোজগারে। কতজন প্রতি হপ্তায় সাড়ে চারশো টাকা কেজিতে পাঁঠার মাংস কেনে মেয়ে-বউকে রাতবিরেতে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে। কী বুঝলে? দেবে?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"মাইরি! কী কথা!"

"বলে, বোবাকালা বলে কিচ্ছু অসুবিধে হবে না। লোক ঘরে চলে আসবে।"

"আসলে তো মাংসের লোভ না টনটন।"

"ভাইয়ের বেলায় যা ভাবতে পেরেছিলাম, দিদির বেলায় তা ভাবব কী, বাবার কথা শুনেই মাথায় আগুন লেগে গেল। আহিরিটোলায় গিয়ে সারা রাত গঙ্গার ধারে শুয়ে ছিলাম। মনে হল, আমিই আমার যন্ত্র। এই হাত, এই পা, মাথা। সারা বাড়িতে আমিই একমাত্তর নিখুঁত মাল। যা করার আমাকেই করতে হবে। ভগবান আমাকে বিটকু করতে পারত, কানা বাপ করতে পারত, বোবাকালাও পারত। করেনি। কেন করেনি? কারণ, আমার কাজ আছে। টাকা কামাতে হবে।"

"তুই বে বলিস যে, ভগবান নিয়ে ভাবিস না।"

"ভাবি না তো। কিন্তু সারা রাত গঙ্গার ঘাটে, মন্দিরের চাতালে, ভগবান ঘাড়ে চাপবেই। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, স্বপ্ন দেখছি শিব ত্রিশূল আমার বুকে চাপছে। ঝট করে জেগেছি, বুক থেকে একটা ধেড়ে ইঁদুর লাফিয়ে পড়ল।"

"শালা, সবই এমনি, জীবন জিনিসটাই বিলা ফিলদি কেস। স্বপ্নে ত্রিশূল, জাগলেই ধেড়ে ইঁদুরের ভোঁৎকা গা।"

"একটাই কেস বে মাথায় ঢোকে না। রেড লাইট এরিয়ার এত রেন্ডি, সবার তো একটা করে বাপ আছে, ভাই আছে।"

"তো?"

"না, তাই ভাবি। একদিন যাব বে। একটা গোটা মেয়ে নেব। শুধু ফুনচো করে আসব না, একটু গজল্লাও করব। বাড়িতে কে আছে। কী করে। কী বলে।"

"পকেটে চিকমিকে রাখি নিয়ে যাস বে, যদি হিড়িম করে ভাই পাতাতে চায়।"

"ধুর বে, সব রাখি-ফাকি বোন-ফোন সব নিজের ঘরে। এত বড় গরমাগরম ডান্ডা দিয়ে গুলি ডান্ডা খেলাতে না পারলে লাইফ শালা একদম কাকের মাংস লাগবে। শুধু টাকা অনেক কামাতে হবে। অনেক।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

টনটন কিছু একটা করবেই। সানি জানে। গাব্বুকে তার বাবা কোন ফাস্ট ফুড কোম্পানিতে জুতে দিল। ভোরবেলায় বেরোতে হয় কোম্পানির গাড়ি চেপে, দুটো পর্যন্ত। দোকানে দোকানে ঘুরে মাল সাপ্লাই, যে খাবার বিক্রি হয়নি সেসব তুলে আনা, সঙ্গে পরের দিনের অর্ডার।

গাব্বু ট্রেনিংয়ে আছে। কামাতে শুরু করেনি। ঘোরাঘুরি সেরে তার শেষ কাজটি সম্পন্ন করতে হয় মানিকতলায় কোম্পানির কারখানায়। সেখান থেকে সে সোজা মেডিকেল কলেজ চলে আসে। সঙ্গে ব্যাগ থাকে। তাতে কোম্পানির পোশাক। রোজই কিছু না কিছু খাবার আনে গাব্বু। হট ডগ, পিৎজ়া, পনির রোল, স্যান্ডউইচ।

অবিক্রিত খাবার সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলা নিয়ম। গাব্বু বলে, "ওখানেই চক্কর বে। কোম্পানি জানে সব গার্বেজ হচ্ছে। কিন্তু গার্বেজ কাগজে-কলমে। ওসব কেনার লোক আছে। সব আবার কোন-কোন দোকানে চলে যায়। হাফ দামে কিনে ফুল দামে বিক্রি।"

"তোর ভাল্লাগে বে কাজটা।"

"খারাপ না। মাইরি, সারা দিনের কাজ হলে আমার পোষাত না ওই ছোটকু আর খোকনার মতো। দুটোয় ফিরি। কতরকম খাবার পাওয়া যায়।"

"যত খুশি খাও এর'ম নাকি বে, তোদের কর্মচারীদের জন্য?"

"না। রোজ টিফিন পঁচিশ টাকা। তুমি যা খাবে। মাফিন, স্যান্ডউইচ। কম দামে। আমাদেরটায় দোকানের দাম তো ধরে না।"

"এগুলো যে আনিস?"

"বাসি থেকে গ্যাঁড়ানো। ডেলিভারি গাড়িতে থাকার সুবিধে আছে না বস।"

"বেতন পাবি কবে?"

"ছ'মাস আগে কাটাই। দু'হাজার টাকা দেবে। পরে বাড়বে। সঙ্গে ই এস আই আছে, পি এফ আছে, ওভার টাইম আছে। সবটা এখনও বুঝিনি।"

"তবে তো ভালই।"

"কীসের ভাল বে। ঘরে বসে খাচ্ছিলাম, বাপের শালা ধুঁধুল ফেটে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
যাচ্ছিল। এখন বাপও ঝাঁপিতে ঢুকে গেল, আমিও মনের সুখে বাঁশি ধুলব। দু'হাজার টাকায় কিছু হবে? তিনটে ফিল্ম, এক বোতল মাল, একটা বিরিয়ানি। খতম।"

তবু।

সানি ভেবেছিল। তবুও একটা রোজগার। কিন্তু ওই ফুটকুটুনি করে তার চলবে না।

বিরাট চওড়া হাসি নিয়ে এল ছোটকু।

"বস, মাল আছে। একদম আসলি হুইস্কি। কথাও আছে। চল আজ শিকার-ফিকার ছেড়ে মস্তি মারি।"

"হুইস্কি! বে, কী বলিস! পেলি কোথায়।"

"সে অনেক গল্প মামা। এখন বল কোথায় বসবি। আধ-ফাঁকা পিয়াস-এর বোতলও এনেছি। কোনও চাপ নেই।"

"মহম্মদালি পার্ক যাবি?"

খোকনা বলল, "না বে, ওখানে পুলিশ খুব হুড়কো দিচ্ছে।"

সানি: তা'লে?

টনটন: গঙ্গা যাবি?

গাব্বু: কী দরকার? ওখানে মাল খেতে গেলে পুলিশ গন্ধ শুঁকে-শুঁকে চলে আসবে। নয়তো নৌকায় উঠে মাঝগঙ্গার ঝাপসা জলে হুল্লাট মারব আর মাঝিরা তিনশো-চারশো নোট খিঁচে নেবে। তার চে' চল না ন'নম্বরের পিছনে যাই। ওখানে নতুন বাড়ির সামনেটায় একদম ফাঁকা। কেউ থাকে না। বহুত ঝোপড়া গাছ-ফাছ আছে। কেউ কিছু দেখবে না।

খোকনা: একটু রাত্তির জমাট হলে বলরাম অ্যান্ড কোম্পানি মজা মারতে আসবে। দেখব।

টনটন: শুধু দেখে আর কদ্দিন? চল না বে, একদিন যাই।

ছোটকু: যাব-যাব। সব জায়গায় যাব। ফাইভ ইস্টার হোটেলে গিয়ে দাবনা চাগানো বারড্যান্সার তুলব।

সানি: খরচা কি তোর পিয়াসু দেবে?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছোটকু: দেবে-দেবে। সেকথাই তো বলছি। শুনলে বিচালিতে মাথা ঢেকে যাবে।

টনটন: চল-চল। ওটাই ভাল জায়গা। নতুন বাড়িটা বে রাতে কেমন ফিল্মের মতো লাগে। কাক-পায়রা যে হেগে-হেগে টুল্লো করে দিচ্ছে, দেখা যায় না তো। চল, বসন্তকে ডাকবি নাকি? আমাদের অনেক আসলি খাইয়েছে।

গাব্বু: লোক বাড়াস না তো বে। তোর শালা ব্যবসার সুবিধে হবে জানি, কিন্তু বলরামের লদগানো ওর সামনে নিতে পারবি?

ছোটকু: দ্যাখ বে টনটন, আর-একদিন বসন্তকে ডাকিস। আজ যা আছে, আমাদের বেশি জুটবে না।

খোকনা: তা ছাড়া ওর ঘরে বউয়ের এখন পেট চলছে। আমাদেরই তো দেবশ্রী। ওকে ডেকে মাল খাওয়ানোর দরকার কী। বল বে সানি?

সানি: ঠিক।

গাব্বু: বে খোকনা, নজর করেছিস, পুন্নিমে না একটু গাত্তি হয়েছে।

খোকনা: খুব দেখিস, অ্যাঁ?

গাব্বু: দেখব না? সেই ভিখু-ভিখু ভাবটা আর নেই। আগে ভেউ-কান্না কাঁদত। এখন রাস্তায় বসে চুল আঁচড়ায়।

ছোটকু: বরটা ভাল হয়ে গেছে নাকি!

সানি: ভাল না চামচটকা! ওই রোগ ভাল হয় নাকি? আমি সব নজর করেছি। স্যান্ডোর সঙ্গে খুব মেখেছে। কী বলব বে, ওদের একদিন সিনেমায় ঢুকতে দেখেছি।

ছোটকু: বে, এই না বরের জন্য কেঁদে শিকনি তুলছিল।

সানি: সব ভালবাসা, বুঝলি! এই যে বিড়ি ধরাচ্ছি, এইরকম। যতক্ষণ টানবি, আছে। শেষ হলেই শালা টোকনা মেরে ফেলে দিতে হবে।

গাব্বু: আর বলরাম? ফেকলু?

সানি: মনে তো হয় না। তবে কেষ্ট মনে হয় ফুটে গেছে।

গাব্বু: আজকে বলরামের সিন হবে বলছিস?

সানি: অত খাবলাস না। এক জায়গায় রোজ সিন করবে, অত কোকাইচন্দর নয় ওরা। বরটা কিন্তু ব্লাড পাচ্ছে। ওষুধও পাচ্ছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

টনটন: মাইরি!

সানি: জামাইদাকে জিজ্ঞেস করবি, বলবে।

খোকনা: বল বে, এর পরও তুই বলবি, ভালবাসা বিড়ি জ্বালাইলে আর কুমড়োলিপনা?

সানি: কী বে, খোকনা, ছোটকু সবে মাল গুলছে। তোর কি এর মধ্যে নেশা হয়ে গেল?

খোকনা: নেশা না বে। আমাদের মধ্যে একমাত্র তুই-ই চাপাকল মার্কা প্রেম পেঁদিয়েছিস। গলগল করে জল উঠছে তো উঠছে। মেয়েটা অন্য একজনের ইস্ত্রি, তবু এখনও তোর নামে চোখে জল টানে। তোর মুখে একথা খাপ লাগে না।

সানি: বে ছোটকু, কতক্ষণ গোলাবি? আমাকে শালা নিট দে না। শোন খোকনা, সব কথা সব জায়গায় না টানাই ভাল।

খোকনা: ঠিক আছে। বাদ দে। তবে পুন্নিমে কিন্তু যা-তা মেয়ে না। বরকে ওষুধ-রক্ত জুগিয়ে যাচ্ছে। একলা ছিল। এখন আর একলা না। ওর বুক খুঁড়ে সেঁধোলে বুঝবি ভালবাসা কার জন্য।

টনটন: তাই বলে শরীর বিক্কিরি করে?

খোকনা: তুই কী বেচিস? আমি, ছোটকু আমরা কী বেচি?

টনটন: জল বেচি।

খোকনা: বাল্লু বাল্লু বেচিস। জল কি তোর? তুই আছিস খালি বইতে। পিঠে করে পিপে বয়ে দিস, সেই ঠ্যাং, হাত আর পিঠের মজুরি পাস। আমিও তাই পাই।

ছোটকু: দ্যাখ ভাই, আমার কাছে সাফ কথা। পুন্নিমে যদি সতী থাকতে পারত, থাকত। এখন ও মাগনা নিজেকে ছাড়বে কেন? বেশ করছে।

গাব্বু: বে খোকনা । তোর আজ কোনও সেন্টু সেটিং হয়েছে।

খোকনা: বে, বলব?

ছোটকু: বল-বল! ফুল আউট হওয়ার আগে আমার জরুরি কথাটা সেরে ফেলতে হবে।

খোকনা: বলব? মাইরি গরম লাগছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সানি: বে খোকনা, একটা সেভেন ফিফটি পাঁচজন। কোনও নেশা হবে না। বল।

খোকনা: বই তুলতে যাই একটা কোম্পানিতে। একটা মেয়ে আছে। মাইরি। কী বলব। একদম ছাঁইয়া ছাঁইয়া।জিনসের ওপর খিপচি জামা পরে যখন সিঁড়ি টপকায় বে, মনে হয় জাপটে ধরে একদম ঘষে দিই।

টনটন: এটা পেয়ার-মহব্বত কিস্যু না।

গাব্বু: এটা বিচকানো।

ছোটকু: ধোর, চেপে যা। টাইট মেয়ে দেখলে সবারই ওর'ম টনটনায়।

খোকনা: সে তো আমিও জানি বে। কিন্তু আমার ওকে দেখতে ভাল লাগে। একটু দেখার জন্য বেফালতু টাইম কাটাই।

ছোটকু: তো দ্যাখ না। মেয়েই তো। বে সানি, এবার শোন। দারুণ ব্যাপার।

সানি: বল না।

ছোটকু: তুই মাইরি পিয়াসের ডিলারশিপ নে।

সানি: কেন বে, পিয়াস কি আমাকে বাদশা বানাবে?

ছোটকু: বানাবে বানাবে। সেটাই তো বলছি।

সানি: চিকলেটটা কি আরও চিবাবি, না থুকবি?

ছোটকু: কোম্পানি একটা জ্যাকপট করছে। যদি কপালে লাগে, আমরা সব বড়লোক হয়ে যাব। একদম কোটিসে কোটিপতি।

সানি: কীভাবে, বলবি তো।

ছোটকু: মাল বেরোবে দেখবি। আমি কোম্পানির লোক বলে আগেই জানতে পেরেছি। ব্যাচ প্রোডাকশনে কয়েকটায় নম্বর লেখা ছিপি ছাড়া হবে। ছিপি খুললে ভিতরে নম্বর থাকবে। পাঁচ নম্বরি নাকি ছাড়বে মাত্র তিনটে। এবার পরপর পাঁচটা মানে এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ লাগানো ছিপি পেলে ঝেল্লে তিনকোটি টাকা পুরস্কার।

টনটন: তিন কোটি? যাঃ!

গাব্বু: তিন কোটি মানে কত টাকা মাইরি?

সানি: অনেক।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছোটকু: চল। হাত মেলাই। আমরা ছিপি খুঁজব। কে জানে। আমরাই হয়তো পাব।

খোকনা: এরকম মনে হওয়ার কারণ?

ছোটকু: আমরা তো পাঁচজন। পাঁচটা ভাগ্য। পাঁচটা নম্বর। লেগে যেতে পারে তো।

গাব্বু: একজনও তো পাঁচটা পেতে পারে।

ছোটকু: সেজন্য আমরা হাত মেলাব। একজন পেলেও পাঁচজনে ভাগ করে নেব। কেউ কাউকে ধোঁকা দেব না।

টনটন: আমরা হাত মিলিয়েছিলাম সাদা গুঁড়ো খাব না। খাইনি।

সানি: নম্বরি ছিপি জমাবে খোকনা।

ছোটকু: হ্যাঁ। খোকনা।

সানি: চল হাত মেলাই। তারপর আর-একবার করে হবে তো ছোটকু? মাল আর আছে?

ছোটকু: এবারে একটু ছোট করে দিই বে? তা'লে আর-একটা হবে।

টনটন: ভাই ছোটকু, ছিপি আমরা খুঁজব কীভাবে?

ছোটকু: বল তো ভাই সানি, তুই তো আমাদের বস।

সানি: দ্যাখ, পাবলিককে জানালে ছিপি সব্বাই খুঁজবে। আমরা একলা না। বোঝাই যাচ্ছে এটা বিক্রি বাড়ানোর জন্য। নম্বরি ছিপি অনেকেই জমাবে। পিয়াস কিনবে। আমরাও ঠান্ডা খেলে পিয়াসই খাব।

ছোটকু: পিয়াস কি খারাপ, বে? বল না!

সানি: খারাপ-ভাল কথা না। আসলে কে কত ভাল মার্কেট করতে পারে, কত বেশিদিন টিকে থাকতে পারে।

টনটন: পিয়াসের ডিলারশিপ আমিও তো নিতে পারি বে ছোটকু।

সানি: কেন না। তুই পারিস। গাব্বু পারে। যে টাকা হিচকাতে পারবে, সে-ই পারে।

গাব্বু: কত লাগে বে ছোটকু? এই খোকনা, ভেম্বুল মেরে আছিস কেন।

খোকনা: মাইরি বে, তোরা বুঝবি না, মেয়েটা মাইরি বোমকাই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আমাদের কলাবাগানে ওর'ম একটা মেয়েও নেই। নামটা কী সুন্দর! চোনদ্রিমা। মানেই জানি না শালা।

গাব্বু: কী মানে বে, এই সানি। চোন্‌দরিমা মানে কী?

সানি: নাম দিয়ে কী হবে? ন পিছে করে দে, দ আগে করে দে, ওই তো করবি শেষ পর্যন্ত।

খোকনা ন পিছে... চো...না ভাই! আগে ওকে জড়াব। একবার, অন্তত একবার, ওই যে জামার ফাঁক দিয়ে একটু গম্ভ, একফালি পাকা কুমড়োর মতো পেট দেখা যায়, ওখানে একটু মুখটা ঘসব। মেয়েটার জানিস তো চুল আমাদের মতো রং করা হিক হিক! আর ঘাড়ে দারুণ টাট্টু! আমি একদিন ভাই 'শ্রীদেবী'-তে ঢুকব টাট্টু করাতে।

সানি: ভাই তোর চোনদ্‌রিমাকে বলিস না গিয়ে তোমার টাট্টুটা কী সুন্দর! রামকেলানি খাবি বলে দিলাম। ওটা হল ট্যাটু। কী বললাম?

খোকনা হুঁ! ট্যাটু! কিন্তু বস, মানেটা বল না? ওই চোনদ্রিমা মানেটা।

গাব্বু: আমি বলব বে খোকনা? তুই একদিন ডেকে জিজ্ঞেস করে ফেল। কথা বলাও হবে। কাছে দাঁড়াবি। সেন্ট পাবি। উঃ! লটারিটা লেগে গেলে প্রথমেই একটা মেয়ে তুলব।

টনটন: আমিও। এখন যদি একটা মেয়ে থাকত। ধর ওই গাছ থেকে পড়ল। টুপুস। আমার মাইরি খুব ইয়ে হচ্ছে।

ছোটকু: আমারও। খোকনা, বে বোনের চোদ্দো ধন, কুমড়োর ফালি-টালি কীসব বলল, একেবারে টংটং করছে।

গাব্বু: অন্তত পুন্নিমের চন্দরও যদি দেখতাম।

সানি: ভাল বিজনেস কষা হচ্ছিল। তোরা দিলি তার পেছন মেরে। বে ছোটকু, পিয়াসের ডিলারশিপ কত নেয় বে।

ছোটকু: এক লাখ দু' লাখ নেয় বোধ হয়। বলিস যদি তো খোঁজ নেব।

টনটন: মেয়েটাকে দ্যাখ। আসছে।

গাব্বু: উফ, একটা মেয়ে! মাইরি পুরো ঝিলমিলাচ্ছে। বে টনটন, তুই বললি আর এসে পড়ল, ম্যাজিক নাকি বে, তুই মাল বোনের চোদ্দো ধন আজ লটারি কাটলে কামাল হয়ে যেত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সানি: চিনতে পারলি? চুটকি। লম্ভির কৃষ্ণকুমারের মেয়ে।

ছোটকু: তুই চিনিস নাকি বে?

সানি: দ্যাখ বে, হাসপাতালের পাত্তা-পাত্তা চিনে গিয়েছি আমি। সার্বিস দিতে গেলে চিনতে হবে। আর মেয়ে যদি থাকে, এর'ম চিকনি চাম্মেলি, তা'লে আমার চোখের কী দোষ!

ছোটকু: ধরব?

গাব্বু: পারবি? চল আমিও যাই।

চুটকি দ্রুত পায়ে ফিরছিল। রাত হয়ে গিয়েছে। মা একেবারে রেগে হাড়ংখাকি হয়ে থাকবে।

হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে দুটো ছায়া তার সামনে দাঁড়াল।

কথা বলার কোনও চান্স দিল না ছোটকু। যদি চেঁচায়! আর তিরিশ পা দূরে কৃষ্ণকুমারের লম্ভি, একশো মিটারের মধ্যে কোয়ার্টার্স। একশো? নাকি সত্তর? নাকি পঞ্চাশ!

এক থাবড়ায় চুটকির মুখ চেপে ধরল। স্যাঁট ওড়নাটা টেনে মুখে ফেলে দিল গাব্বু। দেখতে পারবে না। দড়ি জাতীয় কিছু পেলেই গাব্বুর প্রতিভা নিশপিশ করে। একটা ফাঁস গলায় দিয়ে রাখবে কিনা ভাবছে। হাত দিয়ে সমানে মারছে মেয়েটা। ঘুঁড ঘুঁড শব্দ করছে। জায়গাটা আলোআঁধারি। যে কোনও মুহূর্তে যে কেউ চলে আসতে পারে।

আসলে আসবে। ফেলে রেখে পালাবে। এই চত্বরে সব বিল্ডিং, সব রাস্তা, সব সরু গলি তাদের চেনা!

গাব্বু চুটকির হাত চেপে ধরল। ছোটকুকে সাহায্য করার জন্য এবার খোকনা। দোপাট্টা পেঁচিয়ে দিচ্ছে মুখে। তিনজনে মিলে চিকনি চামেলি ঝিমকুলি মেয়েটাকে হিঁচড়াতে-হিঁচড়াতে নিয়ে গেল নতুন বিল্ডিংয়ের সামনে, ঝোপসি বাগানের অন্ধকারে যেখানে তারা নেশা করছিল।

দোপাট্টাগুলো খুব কাজের। দিব্যি লম্বা। গিঁট ওস্তাদ গাব্বু মেয়েটার হাতও বাঁধল ওই দিয়ে। আরও শক্ত করে দিল মুখের বাঁধন। তারপর শক্ত করে পা চেপে খসখসে গলায় বলল, "সব ফাস্ট কে?"

সবাই ভেবেছিল সানি এগোবে না কারণ সানি দেবশ্রীকে প্রেম করে।

আমারবই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কিন্তু সানি জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে চেপে ধরল চুটকির পেটে, বাঁ হাত পেন্টুল নামাচ্ছে। চুটকির শরীর ফিড়িং ফিড়িং কেঁপে-কেঁপে উঠছে। বাঁধা মুখ দিয়ে ক্রুদ্ধ কুকুরের চাপা গুমানি। পোড়া গন্ধ উঠছে। ত্বক পোড়া, পোশাক পোড়া। মেয়েটা থরথর কাঁপছে। কেঁপেই চলেছে। সানি দ্রুত কাজ সারতে লাগল।

একে-একে ছোটকু। গাব্বু। খোকনা।

যেন বিশ্বের দ্রুততম রমণ প্রতিযোগিতা!

খোকনা যখন ফিরকি মারছে, টনটন বলে উঠল, "বে দোস্ত, তুই না চোনদরিমাকে ভালবাসিস!"

মেয়েটা একেবারে নিস্তেজ। পুরো কেলিয়ে গিয়েছে। টনটন প্রবেশ করল, তারপর বমি করে ফেলল।

সানি কঠিন স্বরে বলল, "বে ছোটকু, ব্যাগে বোতল পরে তুলবি। আগে টনটনকে তোল। মালটা লোক ডাকবে নাকি?"

টনটন, জীবনের প্রথম সঙ্গমে চূড়ান্ত ব্যর্থতা ও অনুতাপের মধ্যে পেন্টুল তুলতে-তুলতে প্রথমে বাঁ হাতে মুখ মুছল। তারপর ফিসফিস করে বলে উঠল, "আমরা ধরসন করলাম।"

সানি বলল, "তো? ওর বাপ করেনি?"

নীলুবাবুর দোকানের ঝাঁপ পড়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। সারা রাত খোলা রাখলে লোক সারা রাতই চুল্লু চড়াতে আসবে। কিন্তু নীলুবাবুর হল চায়ের দোকান। বার তো নয়। পুলিশের হুজ্জোতি বাড়বেই যদি রাতে খোলা রাখে।

তা ছাড়া নীলুবাবু সংসারী মানুষ। রাত্রি বারোটার পর ঘরে ফিরে যায়।

কলাবাগান বস্তি যদিও জেগে থাকে সারা রাত। কোথাও না-কোথাও। কেউ না-কেউ।

এক শ্রেণির লোক দিনের সমস্ত কাজ, ভোগ, ত্যাগ, ধান্দাবাজি, পুণ্যার্জন সেরে নিদ্রা যেতে-যেতে মধ্যরাত পার করে দেয়, আর-এক শ্রেণি পরের দিনের জীবন আহরণের জন্য মধ্যরাতে উঠে পড়ে। মসজিদের আজান শুনতে-শুনতে নতুন উদ্যোগ নিয়ে নেমে আসে পথে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ ছাড়াও আরও একটি শ্রেণি, যারা জানে না যা করে, তা ভাল না খারাপ। যে অতীত নির্মাণ করে, তাকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে চায়। তার থেকে পালাতে-পালাতে অনিঃশেষ শূন্যের দিকে ধাবমান। এদের চমকিলা স্বপ্ন আছে, কিন্তু স্বপ্নেরা চাতকের মতো তৃষ্ণার্ত ও অস্থির। লক্ষ্য স্থির করে দেয় না। বরং বিভ্রান্ত করে। যে-যে কর্মে প্রবৃত্ত করায়, তার মধ্যে হৃষ্টান্তঃচিত্ততাও নেই, বিপ্রতিসারও না। প্রসক্তিও নেই, পশ্চাত্তাপও না। শুধু জমাট পূতিগন্ধময় ভয়। ধরা পড়ার ভয়। সেই ভয় নিয়ে নীলুবাবুর দোকানের সামনে মাঝরাতে বসে আছে চারজন। সানি, খোকনা, ছোটকু আর টনটন। গাব্বু নেই। সে দর্জিপাড়ার বাড়িতে ফিরে গিয়েছে। তার ফাঁসুড়ে বাপের নির্দেশ, যেখানে যা খুশি করো, রাতে বাড়ি ফিরতে হবে। দিনের শুরুতে যেন বাড়ির প্রত্যেক সদস্য বাড়িতে উপস্থিত থাকে।

গাব্বু বলে, "জেলে চাকরি করে না? অভ্যাসটাও ঠিক ওখানকার মতো। সক্কালবেলায় কয়েদি গুনে দেখে।"

চারজনের মধ্যে সবচেয়ে মুষড়ে আছে টনটন। মনোস যাকে বলে।

যার মা ভেগে যায়, ভাগ্য তাকে সবসময়ই লেঙ্গি মারে। না হলে, জীবনে প্রথম একটা মেয়ে পেয়েও তার গা গুলিয়ে উঠবে কেন! হুইস্কির জন্যও হতে পারে। এমন চাঙ্কি জিনিস তো পেটে যায় না। কুকুরের পেটে ঘিয়ের মতো।

টনটন বলে উঠল, "বে সানি, আমরা ক'দিন হাসপাতাল যাব না।"

"ঠিক উলটো। যাব। না গেলেই লোকের সন্দেহ বাড়বে।"

খোকনা বলল, "মেয়েটা টেঁসে যায়নি তো? কেস খেয়ে যাব তা হলে।"

ছোটকু: না-না। জ্ঞান ছিল। আমি দেখে নিয়েছি। বুক চলছিল।

খোকনা: তখন চলছিল। পরে যদি বন্ধ হয়ে যায়।

সানি: মেয়েদের জান মাইরি জবরদস্ত হয়। দেখলি না, পুন্নিমে ষাঁড়ের বাচ্চা স্যান্ডো সুদ্ধু তিনজনকে গিলে ফেলল।

টনটন: কাজটা রিস্ক হয়ে গেছে।

ছোটকু: সব কাজেই রিস্ক থাকে।

খোকনা: বে সানি, তুই তো মেয়েটাকে চিনিস?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সানি: গাব্বুও চেনে। একটা ছকু জুনিয়ার ডাক্তারের সঙ্গে চিপকে থাকে।

খোকনা: ও কি তোদের চেনে?

সানি: মনে তো হয় না। কোনও দিন কথাও বলিনি, কুলপিও করতে যাইনি। একটা চমকেলি মেয়ে কাছাকাছি থাকলে ছেলেরা তার নাম জেনেই যায়। তার জন্য বেশি কষ্টও করতে হয়নি। ওর মা-টা ঝাড়ু ঘষটাতে-ঘষটাতে চিৎকার করে ডাকে।

ছোটকু: একটাই হিচকক!

সানি: কী?

ছোটকু: আমরা পাঁচজন, আর ঢুকেছিও মাইরি পাঁচজন।

সানি: অত কি বুঝবে? বললি তো জ্ঞান ছিল না।

ছোটকু: কী মনে হয়, তুই যে আগুন ফোটালি, তখনই মাল ঘেঁটে গেছে।

খোকনা: এটা তুই খুব খারাপ করেছিস সানি। কী দরকার ছিল পেটে ছ্যাঁকাছেকি করার? আমরা তো মাল পটকেই ফেলেছিলাম।

সানি: চমকালাম। ইচ্ছাও হল।

খোকনা: ও তো কুকুর না বে, মেয়েমানুষ।

সানি: প্রুফ দে, মেয়েমানুষ কুকুর না।

খোকনা: কী যা-তা বলছিস বে। মেয়েমানুষ কুকুর হতে যাবে কেন?

সানি: কুকুরের জাত।

টনটন: কুকুরের পেটে কুকুরই হয়। দেবশ্রীর পেট থেকে কুকুর নামলে আমরা কুকুরের মামা হব।

সানি: চাটিস না। দেবশ্রীকে এর মধ্যে টানছিস কেন?

খোকনা: পারবি দেবশ্রীকে ওর'ম সিগারেট সেঁকতে?

সানি: বোকা চাঁদের মতো কথা বলিস না বে। দেবশ্রী আর ওই মেয়েটা এক হল? তোরা তো মাল গত্তে ঢুকলি আর বেরোলি। বলতে পারবি ওর দুটো কানই ছিল কিনা? দেবশ্রী! দেবশ্রী! তুই পারবি আমাদের চারজনকে নিয়ে ওই চন্দ্রিমাকে চু কিত কিত করতে? আর শোন, চন্দ্রিমা মানে চাঁদের আলো।

খোকনা: আমার জানার দরকার নেই। হাজারবার বলব, একশোবার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বলব, তোর ওই কুকুরের পোঁদে সিগারেট ছ্যাঁকানো আমার একদম পছন্দ না। তোর পেটে এডুকেশন আছে, তুই ইংরিজি জানিস, তোর ব্যাপার আলাদা। আমরা তোর বরাব্বর না। তবু বলব, কাজটা ঠিক হয়নি। একটা মেয়েকে শুধু-শুধু কেন পোড়াবি? লাগে না?

সানি: আরেঃ ভগবানের বাচ্চা! একটা মেয়েকে ধরসন করলি পাঁচজন মিলে তখন ওর লাগল না? ও কি মাখ্খন লাগিয়ে এসেছিল নাকি বে?

খোকনা: আমরা ছেলে। ও মেয়ে। ও যদি সাবধান না হয়, আমরা ফয়দা নেব। এটাই পুরুষমানুষের কাজ।

টনটন: ঠিক বে। অত রাতে শুনশান জায়গায় ও যাচ্ছিল কেন? আমাদের জায়গায় আর কেউ হলেও এটা করত।

ছোটকু: এটাই ভাব। আমাদের জায়গায় আর কেউ ছিল।

টনটন: যদি আমাদের চিনতে পেরে থাকে। তা হলেই কেলো। কাল আমি হাসপাতাল যাব না।

সানি: আমি যাব। পুলিশ যদি জিজ্ঞেস করে, বলব কাল সন্ধ্যায় মহম্মদ আলি পার্কে ছিলাম। তোরা সবাই তাই বলবি। কাল তো বসন্তর সঙ্গেও আমার দেখা হয়নি। তোদের হয়েছে?

টনটন: দেবশ্রীর শরীর খারাপ ছিল। বসন্ত ঘরেই ছিল।

খোকনা: গাব্বুকে বুঝিয়ে বলতে হবে।

রোজকার মতো সানি গিয়ে বসল তাদের সিঁড়িতে। খুব খুঁটিয়ে দেখল কোনও চাঞ্চল্য আছে কিনা। পুলিশের সংখ্যা কি বেশি? লোকে কি জটলা করছে? সে একটা খবরের কাগজ কিনে এদিক-ওদিক নজর করতে লাগল পড়ার ছলে।

সকালে পাড়ার হকারের কাছ থেকে বাংলা কাগজ নিয়ে খুব ভাল করে দেখেছে ধর্ষণের কোনও খবর আছে কিনা। টিভি নিউজ় দেখতে পারলে হত। সুযোগ হয়নি। তাদের পুরনো টিভি খারাপ হয়ে পড়ে আছে। আর সারানো হয়নি।

ইংরেজি কাগজেও কোথাও রেপ সংক্রান্ত খবর নেই। সানি নিশ্চিন্ত হল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
খানিকটা। মেয়েটা তা হলে মরেনি। খুন ও ধর্ষণ হলে খবর আগুন হয়ে যেত। সে দেখতে পেল হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইন চার্জ দাসবাবু এমার্জেন্সির পাশে এ টি এম কাউন্টারে ঢুকল। তার বুক ধকধক করতে লাগল।

দাসবাবু তাকে দিয়ে কয়েকবার দামি সিগারেট আনিয়েছে। পয়সা দিতে চেয়েছিল। সানি নেয়নি। নিতে নেই।

এর অর্থ তারা জানে। তারা যে ছোটখাট খাচু করছে, পুলিশ জানে। নজর রাখছে। বেশি বাড়লে কখনও বখরা নেবে, কখনও হুড়কো দেবে। জোয়ার-ভাটার মতো। হয়তো বসন্ত নিজেই তাদের চিনিয়ে রেখেছে। কিংবা বিষ্ণুপ্রসাদ।

দাসবাবু এ টি এম থেকে বেরিয়ে দু'নম্বর গেটের পাশে গুমটিটায় গেল। পাশে চায়ের দোকান। ছোকরা ডাক্তাররা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। দাসবাবু একটা ঠান্ডা নিল। কী নিল? পিয়াস?

তার মেরুদণ্ড বেয়ে পিয়াসের শীতল স্রোত নামতে লাগল। সর্বনাশ! এবার তারা ধরা পড়ে যাবে! ওখানে পিয়াসের বোতলে তারা হুইস্কি খেয়েছিল। সেগুলো পড়ে আছে নিশ্চয়ই!

সে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করল। পিয়াস কি আর কেউ খায় না?

নাকি ছোটকু সব বোতল ব্যাগে পুরে নিচ্ছিল তখন হামাগুড়ি দেওয়ার মতো?

মাইরি! কী টেনশান! সে কপালের ঘাম মুছল।

একটা মাঝবয়সি লোক পাশে বসল। হাতে স্লিপ, "ভাই ব্লাডব্যাঙ্ক কোন দিকে?"

সে দেখিয়ে দিল। অন্যদিন হলে এই প্রশ্ন ধরেই শিকার সন্ধান করত। আজ ইচ্ছে করছে না।

এই মুহূর্তে চাইনিজ় ফোনটার জন্য আবার তার মন দুঃখে ভরে উঠল। কী ভাল সঙ্গী যে!

গেট দিয়ে বসন্তকে ঢুকতে দেখল সে। একবার ভাবল কাগজে মুখটা আড়াল করে বসে। তারপর ভাবনা পালটাল। বসন্তকে এড়িয়ে কোনও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
লাভ নেই। বরং ক্ষতি। ওর কাছে টাটকা খবর থাকে। সবার। সব কিছুর। হাসপাতালের সুপার, ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ডবয়, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে ঝাড়ুদার পর্যন্ত।

সে বসন্তর দিকে এগিয়ে গেল।

বসন্ত একটু উসকোখুসকো। এলোমেলো। খানিক অন্যমনস্কও। বলল, "আরে, তোমাদের খোঁজেই যাচ্ছিলাম।"

"বলুন। কী খবর। কেমন আছে ইয়ে?"

"দেবশ্রীর শরীরটা একটু খারাপ। তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইছে। কী দরকার।"

"কী হয়েছে ওর?"

"ওর? প্রেশার খুব নেমে গেছে। গত এক-দেড় মাস কিচ্ছু প্রায় খাচ্ছে না। পেটে যা যায়, উটকি মেরে বমি করে দেয়। অ্যানিমিক হয়েছে। একটু হাঁটলে মাথা ঘোরায়। আমি তো সারাদিন বাড়িতে থাকি না। নিজের খাওয়াদাওয়া নিজেই দেখে।"

"এখন অসুস্থ, আমি গেলে চাপ হবে না?"

"না-না, যাও। তোমাকে ডাকছে বললাম যে। তুমি গেলে আমি নিশ্চিন্তে কিছু মাল আনতে যাব। মড়ার খাট আনতে যেতে হবে। টনটন কি এসেছে? ওর আজ বারোটা খাট আনার কথা ছিল।"

"এখনও তো আসেনি। ইয়ে, ঠান্ডা খাবেন।"

"চলো। ওকে একা শুইয়ে রেখে এসেছি। একটা মেয়েছেলে আছে শুধু। রান্নাটান্না তো পারছে না। তুমি কি যাবে এখন?"

"যাব তো। এটা খেয়েই। তেষ্টা পাচ্ছে।"

"হ্যাঁ। গরমের ছাট পড়ে গেল।"

"কী খাবেন? আমি খাওয়াব কিন্তু। পিয়াস।"

"দাও। আমাদের ছোটকুর কোম্পানি।"

"আর কী খবর?"

"ওর দাদা-টাদা আমার ওপর রাগ করছে, কেন ওকে কলাবাগানে রেখে আসছি না। আরে এখানে হাতের কাছে কলকাতার সেরা হাসপাতাল। পি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
জি হাসপাতালের পরেই। আমার সব চেনাজানা। এত নার্সিংহোম। কত নামকরা ডাক্তার দেখাতে পারছি। কলাবাগানে দূর হয়ে যায় না?"

"এই তো কলাবাগান। দশ মিনিটও লাগে না।"

"তবু। বাড়ির উলটোদিকে তো হাসপাতাল নেই। ভাল ডাক্তারও নেই। কিন্তু কী করব। সন্ধ্যায় ওর মা আসবে ওকে নিতে। ক'দিন থাক বাপের বাড়ি। কাল সন্ধ্যায়ও তোমার নাম করছিল। খুঁজতে এলাম। কাউকে পেলাম না। কোথায় ছিলে?"

"ছোটকু একটা মাল এনেছিল, মহম্মদ আলি পার্কে বসে খাচ্ছিলাম।"

"ওখানে পুলিশ খুব পাহারাদারি করছে শুনলাম। সব পার্কেই এখন খুব আলো আর কড়াকড়ি। কিন্তু রাতের সব অন্ধকার কি চুপ করানো যায়? মানুষের মনের অন্ধকার? সেখানে পুলিশ কী করবে!"

"সে তো ঠিকই।"

"ভাল হয়েছে কাল তোমরা ছিলে না। হাসপাতালের পরিবেশ এখন এত খারাপ, আর কী বলব।"

"ভাঙচুর করেছে নাকি পেশেন্ট পার্টি? নাকি ডাক্তারকে ধোলাই দিয়েছে।"

"না-না। ওসব কিছু না। শোনোনি কিছু।"

"কী ব্যাপার?"

"কৃষ্ণকুমারকে চেনো তো? লন্ড্রি করে।"

"কৃষ্ণকুমার? কেমন দেখতে? মোটা করে? সাদা পাকানো গোঁফ।"

"না। ও তো সত্যপ্রসাদ। গ্রিন বিল্ডিংয়ে আই টি ইউ স্টাফ। ও না।"

"তা হলে চিনি না।"

"সে যাই হোক। ওর বউ হল ঝাড়ুদারনি কমলা। ওদের দুই মেয়ে। বড় মেয়েটাকে কাল রাতে কারা রেপ করে ফেলে গিয়েছে।"

"বলেন কী! এ তো ভয়ংকর ব্যাপার।"

"কাউকে বলার দরকার নেই। তুমি লেখাপড়া জানা সিরিয়াস ছেলে, তোমাকে বললাম। বাচ্চা মেয়ে। ষোলো-সতেরো বয়স।"

"কি কিন্তু এরকম হল কী করে?"

"পাখনা গজিয়েছিল। উড়তে গিয়েছিল। রাত করে ফিরছিল এক নম্বর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
গেট দিয়ে। কতরকম লোক হাসপাতালে। কত ছেলেপুলে, পেশেন্ট পার্টি। কে কী করে কে বলবে।"

"পুলিশ...কিছু...!"

"পুলিশকে বলবে না। কোনও কেস করবে না। আরে, হাসপাতালের স্টাফ, এখানকার ডাক্তার পর্যন্ত দেখায়নি। আমাকে এসে বলছে নার্সিংহোমে ব্যবস্থা করতে। করে দিলাম।"

"কেন? এরকম কেন?"

"হাসপাতালে দেখালে পুলিশ কেস তো হবেই। ভীষণ রক্ষণশীল ওরা মেয়েদের ব্যাপারে। এসব জানাজানি হলে ওই মেয়ের আর বিয়ে দিতে পারবে?"

"কেমন আছে? ওই... মেয়েটা।"

"খুব খারাপ। পাশবিক অত্যাচার হয়েছে, বুঝলে! সারা গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়েছে। গণধর্ষণের ঘটনা!"

"ও মাই গড!"

"বাচ্চা মেয়ে। বলে ভয়ে চোখ বন্ধ ছিল, কাউকে মনে নেই। তা ছাড়া জ্ঞানও তো ছিল না। প্রায় ঘণ্টাদুয়েক ওখানে অজ্ঞান পড়ে ছিল। তারপর নিজেই অতি কষ্টে...! আর এসব বলেছে যখন আমি বাড়িতে, দেবী তো সব শুনে একেবারে অস্থির। থরথর করে কাঁপছে।"

"কোথায়?"

"কী কোথায়?"

"পড়ে ছিল।"

"এক নম্বর দিয়ে ঢুকে একটু এগিয়ে।"

"খুব খারাপ ব্যাপার।"

"খুব। তা হলে তুমি দেবীর কাছে যাও। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চলে আসব।"

সিঁড়ি দিয়ে ধীরে-ধীরে উঠছে সানি। কেন ডাকল তাকে দেবশ্রী? ফোন কেটে দিত। কোনও দিন আর আসতে বারণ করেছিল। তবু ডাকল কেন?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সানির বুকের ভিতরটায় ব্যাঙ লাফাচ্ছে। তার সেইসব ব্যাঙপ্রাণীদের মনে পড়ল!

এক-একটি ধাপ যেন এক-একটি যুগ টপকাচ্ছে সে। কিংবা এক-একটি শতাব্দ।

আগে যখন আসত, সিঁড়িগুলো লাফিয়ে-লাফিয়ে পার হত সে। জানলার ঘষটানো কাচে এক ঝলক দেখে নিত মুখ। চুলটা একটু ঠিকঠাক করে যখন দরজায় ঘন্টি দিত, তখনই তার সারা শরীরে আতসবাজি উল্লাস। দেবশ্রী দরজা খুলে দিত আর তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসত শান্ত, নিশ্চিন্ত, নিবিড় কামনায়।

ঘরে পৌঁছনো মাত্র ঝটাপটি, ঝাপটাঝাপটি ধরন নয় দেবশ্রীর, সে সময় নেয়। কথা বলে, শীতের রোদ্দুরের মতো আস্তে-আস্তে প্রখরতর হয়।

আজ দেবশ্রী এসব কিছুই করবে না সানি জানে। তবে ডাকল কেন? জ্ঞান দেবে? মহাপুরুষদের জীবনী শোনাবে নাকি?

সানি আজ নবতম অস্বস্তি বোধ করছে। নিজেকে তপ্ত, উত্তুঙ্গ দেখতেই সে অভ্যস্ত। তার সেই আমিত্বই তাকে আত্মবিশ্বাসে সপ্রতিভ করে রাখে। কিন্তু আজ তার কিছুই হচ্ছে না। সানির ভিতর থেকে এক অচেনা অন্যতর সানি বেরিয়ে এসে দেখা করতে যাচ্ছে অজ্ঞাতপরিচয় দেবশ্রীর সঙ্গে।

খানিক আগে ফাঁড়ির প্রধান পুলিশ দাসবাবুকে দেখে যে শিরদাঁড়া মোড়ানো ভয় আসছিল, সানির তেমনই হচ্ছে ক্রমশ। যেন তার সর্বাঙ্গে মন্ত্রের মতো, প্রাজ্ঞ দার্শনিকের বাণীর মতো লেখা আছে যাবতীয় করণ। সেসব না ভাল, না মন্দ, না সুন্দর, না কুৎসিত, না উজ্জীবক, না স্যাতানো। তবু সেইসব কেউ পড়ে ফেললে চাপ। ভাঙচুর। থ্যাঁতলানো। আর দেবশ্রী লেখাপড়া জানা মেয়ে। চিকনি চামেলি শোনে না। কোন কাননের ফুল চালায়। বিড়ি জ্বালাইলে বন্ধ করে বিদায় করেছ যারে নয়নজলে ভাসিয়ে অঙ্গার শরীর নিয়ে সমস্ত খাঁজে-খাঁজে পরিপূর্ণ করে দেয় সন্দীপের নির্মেদ তারুণ্যের প্রত্যেকটি আতপ্ত উন্মত্ত অধ্যায়।

উঠছে সে। সিঁড়ি ভেঙে উঠছে। বুকের মধ্যে এখন হৃষ্টপুষ্ট, ফোলা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব্যাঙ। হাঁ করে আছে, আঠালো জিভে পেঁচিয়ে গপ করে গিলে ফেলবে সন্দীপ ঘোষাল।

সে যাবতীয় ব্যাঙ স্মরণ করছে এই মুহূর্তে। কত্ত ব্যাঙ। বড়, ছোট, সবজেটে, হলুদ!

তাদের আগের বসতবাটিতে, পাশেই ছায়াময় পুকুরের অস্তিত্ব ছিল। ধারে-ধারে মানকচুর ঝাড়। সে ভাবত পাতা আর এত বড়! তার তলে ব্যাঙ নাচত বর্ষায়। বৃষ্টিতে পুকুর টইটম্বুর। একটা ঢিলে একটু ছল্লাত হলে জল উঠে আসে পাড়ে।

বাপ বলল, "চল, সাঁতার শিখবি।"

নামিয়ে দিল পুকুরে।

গ্লব গ্লব গ্লব! উফফ! ডুবে যাচ্ছে! দম বন্ধ! আকুলি বিকুলি করছে। সড়াত করে এক হাতে তুলে নিল বাপ। সে কাশছে। খক্ খক্। ওয়াক, আর না। চোখ জ্বলে। ও বাবা! আর না!

গল্লত। ডুবিয়ে দিল। সড়াত। তুলে নিল। পেটের তলায় শক্ত বিশাল থাবা দিয়ে বলছে, "পা ছোড়। হাত ছোড়। থামাবি না। থামলেই পিটব। চামড়া ছাড়িয়ে নেব একেবারে।"

একদিন পেট থেকে হাতটা সরিয়ে নিল।

বাবা!

সে ভয়ে চিৎকার করতে চেয়েছিল। শব্দ হল গ্লাক গ্লাক। ভয় পেয়ে অনেকটা জল খেয়ে ফেলল। কিন্তু ডুবল না। ভেসে থাকতে পারল।

সাঁতরাতে শিখে গেল সে। ভালবেসে ফেলল পুকুর। কিন্তু পুকুরটা আস্তে-আস্তে দূষিত হয়ে গেল। কারা যেন আবর্জনা ফেলে যায়। ফেলতেই থাকে। দুর্গন্ধ। পানা। মশা। পোকামাকড়।

মানকচুর গাছগুলো একেবারে কচুকাটা করে গেল কারা। আর গজাল না। তখনই একটা ভিতু কিন্তু পেটুক ব্যাঙ সানির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।

পুকুরের জল পচে গেল। থকথকে। দুঃস্বপ্নের মতো দুর্বিষহ। মাছেরা বেঁচে থাকার অন্তিম চেষ্টায় বুকে হেঁটে ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে উঠে এসেছিল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
রাস্তায়। যদি কোথাও পাওয়া যায় কিছু নিষ্কলুষ জল। অথবা গঙ্গাগমন। গঙ্গা যার জল কখনও কলুষিত হয় না।

কিন্তু সেইসব মাছেদের পথেই খেয়ে ফেলল কুকুরগুলো। মাথা বাদ দিয়ে।

প্রথমে ঘাড় কামড়ে ধরল। তারপর সারি-সারি তীক্ষ্ণ দাঁতে কুচ করে মাথা কেটে ফেলল। কাঁটাফাটা সমেত বাকিটা কুড়মুড়িয়ে খেয়ে উদ্গার তুলে বলল, এ জগতে কুকুররাই বেঁচে থাকবে শুধু। আর তাদের ট্রেনার।

নিঃশব্দে এসে মুড়োগুলো খেয়ে গেল চতুর বিড়ালেরা। উদ্গারও তুলল না। ঘোষণাও করল না। নিখুঁত শিকারির ধর্মই তারা পালন করল কৃতকর্ম সম্পর্কে নির্বিকার থেকে।

সেই থেকে পুকুরটা বুজে গিয়েছে।

আর তার থেকে একটাই আত্মশিকারি ব্যাঙ আঠালো জিহ্বায় সন্দীপ ঘোষালকে প্যাঁচাচ্ছে এখন। গিলে ফেলবে, গপ!

সন্দীপ ঘন্টি বাজাল।

দরজা খুলে গেল। এক তেলচুকচুকে মহিলা। পানের রসে ঠোঁট লাল। নীল পাড় সাদা শাড়ি পরা। ষাঁড়াষাঁড়ির বান লাগা স্তনদ্বয়। ধুমসো পশ্চাৎ। সানি না দেখে পারল না। তার ভালও লাগল। সে এক চিলতে হাসল। মহিলা বোয়ালের মতো চতুর পাক দিল গায়ে, তারপর বলল, "দাদা বাড়ি নেই। এই বেরোল।"

"কে সরস্বতী?"

ধুমসো, কালো, ঘোলা জলে উত্তাল তরঙ্গময়ী সরস্বতী বলে উঠল, "কী নাম বলব?"

"সন্দীপ।"

"এসো সন্দীপ। সরস্বতী, একটু চা বসাও। আমাকেও দিয়ো।"

শুয়ে আছে। মৃত, মোটকা, ভুঁড়িদার বৃদ্ধার মতো ফোলা থলথলে পেট।

"আমাকে ডেকেছ? জামাইদা বলল।"

"হ্যাঁ। বসো। কেমন আছ?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"ভাল।"

"সত্যিই ভাল আছ? সন্দীপ?"

"দেখতেই পাচ্ছ।"

"আমি অনেক কিছুই দেখতে পাইনি। অনেক কিছুই পেয়েছি।"

"আমাকে ডেকেছ কেন?"

"ডাকতে পারি না।"

"তুমি আমার ফোন কেটে দিয়েছ।"

"শুনলাম তোমার ফোন খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

"হ্যাঁ।"

"নতুন কিনবে না?"

"কিনতে হবে। আজকাল ফোন ছাড়া চলে না।"

"আমার তো ফোনে কথাই বলতে ইচ্ছে করে না।"

"ও।"

"চা খেয়ে নাও। তুমি এখন বাড়ি যাও সরস্বতী। আড়াইটের সময় এলেই হবে।"

ঘরখানা গনগনে চুল্লি হয়ে ছিল। সবকিছু পোড়াতে প্রস্তুত। সরস্বতী সিঁড়ি দিয়ে হিল্লোলিত নেমে যাচ্ছে এক পানসে কথোপকথনে সানিকে ছুড়ে ফেলে।

দেবশ্রী ধীরে-ধীরে উঠে বসল। সানি চায়ে চুমুক দিল, "এখন চাইলে তুমি আমাকে রেপ করতে পারো।"

"বাজে কথা বোলো না। ফালতু বকার জন্য আমাকে ডেকেছ নাকি?"

"না। একবার দেখতে ইচ্ছে করল কাকে ভালবেসেছিলাম।"

"দেখা হল?"

"তোমাকে একটা জিনিস ফেরত দেওয়ার আছে।"

"কী?"

"ওই যে। ওই যে দেখো, টেবিলে রাখা। হ্যাঁ। ওটা।"

"এটা তো বই। আরে, এটা তো সেই ঘিতোবিয়ান"

"হ্যাঁ।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"তুমিই তো চেয়েছিলে। এখন আবার ন্যাকানন্দরানি হয়ে ফেরত দিচ্ছ কেন? ওটার আর-একটা পার্ট আছে। বললে এনে দেব।"

"তোমার-আমার মাঝখানে ওই বইটা থাকতে পারে না। নিয়ে যাও।"

"এ নিয়ে আমি কী করব?"

"ছিঁড়ে ফেলো। পোড়াও। যা ইচ্ছে হয় করো। শুধু আমি যদি মরে যাই আমার চিতায় দিয়ো না।"

"মরার কথা হচ্ছে কেন?"

"বেঁচে আর কী করব? তোমাকে ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।"

"ওফ! ন্যাকাচোন্দরিমার মতো কথা বোলো না। আমি তো আছিই। তুমি আমাকে ফালতু কেন কমপ্লেন করছ?"

"তুমি তো একটা শরীর মাত্র। আর আমার কাছে সন্দীপ হল আমার ভালবাসা। সেই ভালবাসা থেকেই খানিকটা নিয়ে আমি পেটের ভিতর আর একটা ভালবাসা বানাচ্ছিলাম।"

"মাইরি, মহাপুরুষদের বই-ফই পড়ে তোমার বদহজম হয়েছে। আমি তো সেই আমিই আছি, নাকি? মানছি, সেদিন তোমার ওপর জোর করেছিলাম। যাকে ভালবাসি তার উপর জোর করতে পারব না তো কি কলাবাগানের নীলুবাবুকে করব?"

"স্ফুলিঙ্গ মানে বোঝো?"

"স্ফুউউ লিইইঙ্গ? কী? ষাঁড়ের লিঙ্গ, নাকি?"

"না। ফুলকি। স্পার্ক। তুমি আমাকে এক মুহূর্তের জন্য একটা ফুলকির মতো শুদ্ধভাবে, সুন্দরভাবে, আগুনের পবিত্রতায় ভালবেসেছিলে। সেই তুমি মরে গিয়েছ। কে তোমাকে কাঁধে করে ঘাটে নিয়ে যাবে! কে তোমার মুখাগ্নি করে চিতায় আগুন দেবে, আমি ছাড়া? সানি, তুমি সানি। সন্দীপের শরীর ভাড়া করে ঘুরছ। সন্দীপ সেইদিনই একদম মরে গেছে যেদিন খুব ভাবনাচিন্তা করে এই বইটা কিনে এনেছিল আমাকে উপহার দেওয়ার পর ধর্ষণ করবে বলে।"

"অসম্ভব! বইটা তুমিই একদিন চেয়েছিলে!"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"ইউ ব্রুটালি রেপ্‌ড এ প্রেগনেন্ট উওম্যান সানি। আমি যতবার ভেবেছি ততবার একইরকম যন্ত্রণা পেয়েছি। যতবার ভাবব, ততবার পাব। একটা মেয়ে কতবার ধর্ষিত হবে বলো? তার তো কষ্ট হয়।"

দেবশ্রী হাঁপাচ্ছে। চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে উঠেছে। মুখ লাল।

সানির হঠাৎ সেদিনের বাসস্টপ মনে পড়ল। একটা কুকুর মারা যাচ্ছিল। চোখ দুটো ঘোলাটে। জল গড়াচ্ছিল। মাঝে-মাঝে শরীরটা বেঁকে যাচ্ছিল। ট্রাফিক পুলিশগুলো নিরাসক্ত ছিল। বাসের জন্য অপেক্ষমাণ কারও একটি কুকুরের মৃত্যু সম্পর্কে কোনও আগ্রহ ছিল না সেই নীল টম্যাটো মেয়েটি ছাড়া।

সানি সেদিন প্রথম চুরি করেছিল এবং ধরা পড়েছিল।

ওই কুকুরটা ছিল সন্দীপ ঘোষাল। আর কুকুরের চোখগুলো সন্দীপের মা। একটি মেয়ে তাকে ভালবেসে নিজের বোতল থেকে জল খাওয়াতে চেয়েছিল।

নিজেকে কুকুর ভাবতে ঘেন্না পায় সানি। মাথা রাগে চড়বড় করতে লাগল। মনে হল, মেয়েটার গলা টিপে দেয়। মাথাটা ঠুকে রক্তাক্ত করে দেয় পুরনো পালঙ্কের নকশা।

দেবশ্রীর চোখ এখন স্বচ্ছ। চোখ ফুঁড়ে প্রতিসৃত হতে-হতে আলো চলে যাচ্ছে দেওয়ালের পাঁজরে। দেবশ্রী কথা বলছে।

"তোমাকে আমার কোনও কিছুই বলার অধিকার নেই আসলে।"

"এসো। আমরা অন্য গল্প করি। গাব্বু তো চাকরি করছে, জানো তো।"

"আমি আরও অনেকবার ধর্ষিত হতে পারতাম।"

"চুপ করো। চুপ করো।"

"আমার বৈষয়িক স্বামী, আমার বসন্তবোধহীন, মুখে বসন্তগুটিকার ছোপওয়ালা স্বামী, তাকে একদিন নিষেধ করেছিলাম, সে আর একবারও চায়নি। আমি জানি, সরস্বতী তার বাছাই করা আয়া। তাতে কী। বড়দা বলেছি তাকে আমি। ব্যঙ্গ করেছি। কিঞ্চিৎমাত্র ভালবাসিনি। কী করে বাসব? আমি তো সমস্ত ভালবাসা তোমাকে দিয়ে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিলাম।"

"জামাইদা ভাল মানুষ। তোমার জন্য চিন্তিত।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"সে আমার সম্মান রক্ষা করেছে। সব মেয়ের সম্মান বাঁচিয়েছে একজন গর্ভবতীকে ধর্ষণ না করে।"

"তুমি কী বলতে চাইছ কী? এবার আমার পিনিয়ালঝিনিয়াল জ্বলতে শুরু করছে দেবশ্রী।"

"এ কেমন প্রেম আমার, এ কীরকম ভালবাসা যে, আমি একজনকে ধর্ষক করে দিলাম।"

"তুমি শয়তানি! তুমি ঘুষঘুষে জ্বর! তুমি যক্ষ্মা রোগ।"

"তোমাকে বলেছিলাম, তুমি না থাকলে মরে যাব। যেদিন তুমি আমাকে এক মুহূর্তও ভালবাসবে না, আমি মরে যাব।"

"উঃ! কী চোকনামি এসব! আমি আছি কি না?"

"কাল হাসপাতালে একটা মেয়ের গণধর্ষণ হয়েছে।"

"তো?"

"আমি আর কাগজ খুলি না। খবর শুনি না। তুমি এবার এসো। আমার সব বলা হয়ে গেছে। খুব ক্লান্ত লাগছে গো।"

"জামাইদা বলেছে ফিরে না আসা পর্যন্ত থাকতে।"

"প্লিজ় চলে যাও।"

"তুমি ডাকলেই আমাকে আসতে হবে, তুমি বললেই চলে যেতে হবে, আমি কি তোমার..."

"তুমি আমার কেউ নও। কিছুই নও।"

"তুমি অসুস্থ। জামাইদা আসুক। আমি চলে যাব।"

"গীতবিতান নিয়ে যেয়ো কিন্তু। ভুলো না। আমি একটু ঘুমোই।"

মন্থরার চলার মতো সন্ধ্যা নামছিল মেডিকেল কলেজের সামনে। গাড়ির সংখ্যা বাড়ছিল, গতি ছিল ধীর।

ঝুঁটিরামের মিষ্টির দোকানের চুবড়িতে গরম শিঙাড়া পড়ে ছিল মাত্র পাঁচখানা।

"আর ভাজা হবে, নাকি তুলে দেবে?" কর্মচারী প্রশ্ন করল। মালিক বলল, "মশলা কত আছে?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"গোটা কুড়ি আরও আছে।"

"না। তুলে দে। সকালে বানাবি। এখন কচুরির বাঁধা কাস্টমার কিছু আসবে।"

ওষুধের দোকানগুলোয় খাপছাড়া ভিড়। ফুটপাথের চায়ের দোকানে, চুবড়িতে ব্যবহৃত ভিজে চায়ের ঢিবি ক্রমশ উঁচু হচ্ছে। নকল গয়না, রঙিন টিপ, এগরোল বা মাংসের চপের দোকান ভারী ব্যস্ত।

অন্য পারে, জরুরি বিভাগের সংলগ্ন দু'নম্বর গেটের কাছে খোকনা আর টনটন দাঁড়িয়ে আছে ছোটকুর জন্য। একমাত্র সে-ই এখনও জানে না কোথাও কোনও ডেঞ্জার নেই। একেবারে জানে না, এমনও নয়। গাব্বু ফোন করেছিল। আভাস দিয়েছে।

সানি আর গাব্বু নতুন এক পার্টি জপাচ্ছে।

বাইরে মন্থরার মতো সন্ধে নামছে। কুঁজভারনত। দূষিত। চতুর।

প্রত্যেকটি বাতিস্তম্ভের নীচটায় থইথই করছে কুটিল স্বার্থপরতা, জটিল মতলব।

এই হাসপাতালে প্রত্যহ কত মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে মৃত্যু। তবু, জীবনের অনিত্যতার বোধ কাউকে নতুন কোনও সুচেতনা দেয়নি। বৈরাগ্য দেয়নি।

এই হাসপাতালে প্রত্যহ কত জন জটিল রোগ থেকে পরিত্রাণও পাচ্ছে। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে উজ্জ্বল রোদ্দুরে, নিজেকে আবার ছায়াসমন্বিত দেখে কী পুলক! বাকি ক'টা দিন, যাবতীয় ভুল, যাবতীয় সংকীর্ণ তুচ্ছ স্বার্থসন্ধান থেকে বেরিয়ে নতুনতর জীবন কেউ তবু যাপন করে না।

জরুরি বিভাগের প্রবেশমুখে এক স্তম্ভ ভাবছিল, 'মরবই যখন, ছিঁড়ে কেড়ে হামলে খাবলে ছিনিয়ে নিই জীবনের রস।'

আর-এক স্তম্ভ ভাবছিল, 'ক'দিনের এ জীবন, একটা পোকার মতো, ভালবাসাহীন, শুধু জন্মজননের জন্য বেঁচে কী হবে!'

ঠিক তখুনি, বাপের বাড়ি কলাবাগানে যাবে বলে বিপুল জয়ঢাক পেট, দুর্বল রক্তচাপ আর চোখের তলে কালি পড়া ফ্যাকাশে মুখখানা নিয়ে রাস্তার ধারে এল দেবশ্রী। পাশে মা। সামনে বসন্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

টনটন হাত তুলল, "জামাইদা।"

বসন্তও হাত তুলল। শাশুড়িকে বলল, "আপনারা ধীরে-সুস্থে রাস্তা পার হোন, আমি ট্যাক্সি দেখছি।"

"ট্যাক্সি? হি হি হি!"

"দেবী, হাসছ কেন।"

"এখান থেকে কলাবাগান ট্যাক্সি যায় নাকি? বাসেই চলে যাব।"

"বাসে এখন ভিড়। পারবে না। তা হলে ফিরে চলো। পরে আসব। একটু রাতে। কী বলেন মা?"

"না। এখনই যাব। পারব। পারবই। ওই তো বাস আসছে।"

"দাঁড়া। তাড়া করিস না দেবী।"

সিগন্যাল খোলা পেয়েছে। হু হু গাড়ি ছুটছে। বড্ড তাড়া। ঘিসঘিসে গাড়িগুলি বেমক্কা, বেপরোয়া চলে যাচ্ছে গা ঘেঁষে।

"আমি যাব। যাবই। যাচ্ছি।"

বিশাল বাস। টপকাবে এ ওকে। পরের বাসস্টপে যাত্রী ছিনিয়ে নেবে কে আগে?

কে?

কান বধির করে দেওয়া তীব্র হর্ন আর চোখ অন্ধ করে দেওয়া হেডলাইটের আলোর মধ্যে একমুহূর্তে রক্তমাংস রক্তমাংস রক্তমাংস হয়ে গেলেন দেবী!

কিছুক্ষণ আগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে ভালবাসা। তারা ঘাটে এসেছিল। এসেছিল সারা কলাবাগান। থিকথিকানো ভিড়।

ঠিক যেমন মৃত পোকা ঘাড়ে করে নিয়ে যায় পিঁপড়ের দল, তেমনি এসেছিল দুটি শরীরের দলাপাকানো পিণ্ডাকার সত্তা। মা আর বাচ্চা।

ক'মাস ছিল? ক'মাস? ক'মাস চলছিল?

কী এসে যায়? তারা এখন দিন-মাস-বছরের অতীত।

ঘাটে এত লোক, যেন দেবীর বিসর্জন হচ্ছে। মানুষ এমনিতে ভারী নির্বিকার প্রাণী! কিন্তু মাঝে-মাঝে তারা কাকপক্ষী হতে পারে। কাকের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ধর্ম যেমন। একটি মরে পড়ে থাকে রাস্তায়। অন্যরা বিদ্যুতের তারে, খুঁটিতে, এই বাড়ি ওই বাড়ির ছাতে, আকাশে পাক খেতে-খেতে কেবল চেঁচায়।

কী বলে?

আহা! মরার তো বয়স হয়নি।

দিব্যি তো সুখী ছিল।

পেট ভর্তি ডিম। ক'মাস, ক'মাস।

ক'মাস ক'মাস? ক'মাস ক'মাস? ক ক ক ক? কা কা কা কা?

কাকেরা ভারী বিচলিত। তাদের মৃত্যুজনিত শোক ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে জেহাদ দুইই চিৎকার।

চিৎকার অসহায়তার অন্যতর রূপ।

মন্থরার সন্ধ্যা হেঁটে-হেঁটে গোটা পৃথিবীর এক পাক চংক্রমণ শেষ করে ফিরেছে আবার এই শহর কলকাতায়।

কাল ছিল। আজ নেই।

বিস্ময়কর এই কালস্রোত সব গিলে খায়। আজ আছে থাকবে না কাল। একদিন সূর্যও দেখবে না নিজস্ব সকাল। মরে যাবে। লুপ্ত হয়ে যাবে এই মহাবিশ্ব থেকে। হয়তো বা শৈত্য খাবে তাকে। দেবীকে আগুন খেল মায়াভরে দেখল কত লোক।

এখন সব্বাই ফিরে গিয়েছে ভারাক্রান্ত মনে। শুধু তারা পাঁচজন বসে আছে গঙ্গাপারে।

অনেকদিন পর এমন এক মৃত্যু, যা থেকে একটুও লাভ রাখা যায়নি।

পানমশালার থুতু ফেলে টনটন বলল, "বে সানি, জামাইদার তো পুরো ছোলা ছুছুন্দর হয়ে গেল। একটা ব্যবসা সবে শুরু করেছিলাম, সেটাও বোধ হয় গেল।"

ছোটকু বলল, "দ্যাখ বে, বসন্ত অত কাঁচা না। ব্যবসা করবে ঠিকই। না করলে তুই অন্য কারও সঙ্গে পাট্টা জমাবি। যার যার তার তার। জীবনে কাউকে ধরে ঝুলতে নেই।"

গাব্বু: ছিপিগুলো কবে ছাড়বে বে ছোটকু?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছোটকু: অ্যাড লাগবে। আসছে মাসের তিন তারিখে ছাড়বে বোধ হয়। সের'মই শুনলাম।

গাব্বু: তোদের কোম্পানির সবাই তাক করে আছে, না বে?

ছোটকু: সবাই। তিন কোটি, ভাব না একবার।

খোকনা: বে সানি, একটা কথা বলব? কী বে টনটন, বলি?

টনটন: বল না বে। বিচিন বিচিন করছিস কেন?

খোকনা: তুই বল। আমার না চোনদ্রিমার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এমন রাস্তা পার হয়, ভাবতে পারবি না। কোনও দিকে তাকায় না। খুব টেনশন খাওয়ায় মাইরি! আমি তো বাড়ঘণ্টা চোখ বুজে ফেলি! মেয়েদের বোধ হয় বাসে, ট্রেনে ঝাঁপ খেতে ভাল লাগে বে!

গাব্বু: তোর তো দেখি প্রেম চোঁয়াচ্ছে বে। কী বলবি তাই বল না।

টনটন: বে সানি। তোর দিল দুখাচ্ছে জানি, তোর দিল কি রানি মাল সঙ্গে চলে গেছে। তোকে কী বলব বে, কিন্তু সত্যিটা কিলিয়ার করে নেওয়া উচিত। আমরা পষ্ট দেখেছি, বাসের সামনে ও পড়েছে, বাস ওর ঘাড়ে ওঠেনি।

খোকনা: এইটাই। কেন বল বে। ড্রাইভার শালা মার খেয়ে আধমড়া হয়ে গেল। বাসটা বে জ্বলে গেল। ড্রাইভার জান দিয়ে লড়েছে শেষতক! ও'রম ইস্পিড। সোজা গিয়ে আরও লোকফোক পিষে দোকানে ঢুকে যেতে পারত। কিন্তু লোকটার হাত গুরু পাইলটের মতন। অত মার খেল। পাবলিক প্যাঁদাল। কিন্তু কেস আত্মহত্যার। তুই তো গিয়েছিলি বে সেদিন। কী ব্যাপার? মেয়েটা পেটে বাচ্চা নিয়ে রংফট ঝাঁপ দিল কেন?

টনটন: সানি কিছু বলবে না বে। ও আমাদের ট্রাস্ট করে না।

গাব্বু: দ্যাখ বে তোরা ফালতু লাফড়াবাজি করছিস। কে জানে কী। দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা। যাই হোক। সানিকে কেন লিপটাচ্ছিস? দেবশ্রী মোটেই ইল্লিপটাং মেয়ে না। যে নেই তাকে নিয়ে ভেবে কী হবে।

ছোটকু: একদম ঠিক কথা। দেবশ্রী তো বসন্তর বন্ধু। বসন্ত ভাবুক। বে সানি, কথা বল না বে বাঞ্ছাদয়াল!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সানি: আমার সঙ্গে কোনও লাফড়া হয়নি। কী বলব। অনেকদিন ওবাড়ি যাইনি। বসন্ত এসে বলল, ও, ইয়ে, দেবশ্রী আমায় ডেকেছে। গেলাম। ওকে একটা বই দিয়েছিলাম। ফেরত দিয়ে দিল। সেই থেকে কত ভেবেছি। ভাবছি...

ছোটকু: কী ভাবছিস?

সানি: ভাবছি, আমাদের হিন্দিস্যারের কথা।

ছোটকু: হিন্দিস্যার?

সানি: বহুত শ্লোক বলত। মানে ভগবানের বাণী।

ছোটকু: মাইরি! তোর হিন্দিস্যার ভগবানের বাণী শুনতে পায়!

সানি: আমাদের শরীর, তার মধ্যে আত্মা। শরীর মরে যায়, আত্মা মরে না। আত্মাকে কেউ মারতে পারে না। আমরা যেমন পুরনো জামা ছেড়ে নতুন কিনে পরি, আত্মাও সেরকম। পুরনো শরীর ছেড়ে নতুন শরীরে ঢুকে পড়ে।

গাব্বু: কী আত্মা! কী শরীর! কেউ মারতে পারে না তো খুন করলে জেল যায় কেন?

ছোটকু: আর বে, আত্মা জিনিসটা কী, কোথায় থাকে, কেমন দেখতে। খায় না মাথায় দেয়।

খোকনা: আমরা তো সারাক্ষণ শরীর খাটাচ্ছি। খাটার জন্য খাচ্ছি। শরীরের মজার জন্যই নেশাফেশা করছি। মেয়েছেলে চাইছি। এর মধ্যে কোনটা আত্মা কিছুই বুঝি না।

টনটন: বে সানি, দেবশ্রী তো আমাদের সমান। বয়সে। ওর শরীরের জামাটা তো পুরনো হয়নি। ওর বাচ্চার জামাটা তো টেলারের ঘর অব্দিও যায়নি। শালা তোর হিন্দিস্যার সব কথা একদম ঠিক বলে না। না হলে বিছে ছানছান মাচান দখলি ভগবানও সব কথা ঠিক বলে না। বে, তোর দেবশ্রীর আত্মা অন্য শরীরে ঢুকলে তুই চিনতে পারবি?

বাড়ি ফেরার সময় দেবশ্রীর কথা ভাবল না সানি, হিন্দিস্যারের শ্লোকের সত্যিই কোনও অর্থ আছে কিনা ভাবল না, তার শুধু অস্বস্তি হচ্ছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
শ্লোকের সংস্কৃত অংশ সে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে। কিছুদিন আগেও মনে ছিল। তার ভয় করতে লাগল। সন্দীপ সত্যিই সম্পূর্ণ মরে গেল!

সে হোঁচট খেল।

সত্যিই কি দেবশ্রী নিজে বাসের মুখে পড়েছে? তাই হয়? হয়তো মাথা ঘুরে গিয়েছিল। কত উলটোপালটা বলছিল। সোজা ব্যাপারকে সোজাভাবে দেখতে না পারলে সানি কী করবে? সানি তো বলেনি, তুমি মরো।

তার বোধহয় দুঃখ চিপকাচ্ছে না। একটু চিনচিন করছে বুকটা। চেনা ছিল। আঠাও ছিল, তাই। না হলে কে আর চিরকাল বাঁচবে। মড়াকে কাঁধ দিতে-দিতে ফোসকা পড়ে গেছে। ফোসকা জমে কড়া। মড়া থেকে কড়া। উত্তর কলকাতার যত বার্নিং ঘাট সব চষা হয়ে গেল। মর্গের ইঁদুরগুলো পর্যন্ত চিনে গিয়েছে। সে যদি লটকে যায়, গ্যারান্টি, ইঁদুর বডি খাবে না। শালার জীবনই এমন। আজ আছে কাল নেই। শোক-ফোক সব বেকার। তার পেটে খিদে চাগাড় দিয়ে উঠল।

মা কেমন ফুলকো চোখে বসে আছে।

"মা, খেতে দে।"

"হ্যাঁ রে, সবাই বলছে মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে। সত্যি?"

"সবাই বলছে মানে কী? কারা।"

"বলাবলি করছে সব।"

"তুই কি সারা কলাবাগান চেটে এলি?"

"কোথাও যাইনি। এই একটা বাড়ির মধ্যে কত ফ্যামিলি, কথা ঠিক পৌঁছে যায়। মেয়েটা এত ভাল, মা হতে যাচ্ছিল, এ অবস্থায় মরবে কেন?"

"কী করে বলব? আমাকে তো ই-মেল করে মরেনি।"

"গর্ভবতী মেয়ের অনেক সময় বিষাদ আসে। এটা একরকম রোগ। যদি ওর সেটা হয়েও থাকে, ডাক্তারের বোঝা উচিত ছিল।"

"হয় খেতে দে, নয় টাকা দে, বাইরে খেয়ে আসি।"

"যা স্নান করে আয়। তোর গায়ে বিশ্রী গন্ধ।"

প্রচুর ভাত খেল সে। প্রায় দ্বিগুণ। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই বোধ হয় মায়ের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ভাতটুকুও উদরে পুরল। গোগ্রাসে খেল। কেন খেল, জানে না। তার মধ্যে যেন আর কেউ বসে খাচ্ছে!

শুয়ে-শুয়ে মা বলল, "সাহস আছে।"

"কার?"

"মেয়েটার। মরতে সাহস লাগে রে। আমি কতবার ভেবেছি।"

"মর। মরে যা।"

"তোর জন্যই পারি না।"

"একদম বাজে কথা। মর না। আমি তো বলছি। আমার কাউকে লাগে না।"

"হয়তো। কিন্তু আমি তো তোকে ভালবাসি। তোর জন্য ভাবনা হয়।"

"চ্যাংদোলানি কথা বলিস না। টাকা চাইলে তো দিবি না। বলবি নেই।"

"কীসের টাকা? কত টাকা?"

"দে না। লাখ দুয়েক।"

"লাআআখ দুয়েএএক! কোথায় পাব।"

"ওই তো একটা কথা সেঁটে রেখেছিস। বাড়িতেই আর আসতে ইচ্ছে করে না।"

"আজ তোর মন ভাল নেই। যেন একটা ঝড় গেল। আজ ঘুমো। পরে কথা বলিস।"

"কী বলব? বালম বালম বালেশ্বরম? তোর তো একই চিবানি, টাকা নেই, টাকা নেই।"

"কীসের জন্য এত টাকা দরকার?"

"মেডিকেল কলেজে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস কর্নার করব। গ্রিন বিল্ডিংয়ের সামনে, অথবা জরুরি বিভাগের পাশে। জমে যাবে। দে না মা। আর ভাল্লাগে না শালার জীবন। জয় কী সুন্দর দোকান দিয়েছে। আর আমি মড়া হ্যাজাচ্ছি। আমার জন্য কষ্ট লাগে না তোর?"

"ভীষণ কষ্ট লাগে। বুকটা ফেটে যায় একেবারে। কিন্তু অত টাকা আমি পাব কোথায়?"

"প্রচুর টাকা খাওয়াতে হবে মা। এমনিতে এক ইঞ্চি জমি কেউ ছাড়বে না।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"বুঝি রে। কিন্তু পাই কোথায়?"

"ওকে বল।"

"কী বলব? তুই যদি লেখাপড়া করতি, তবু বলার মুখ থাকত।"

"লেখাপড়া? শালার বাপ ইশকুলের ফিজ় দিতে চায়নি সেটা ভুলে গেলি।"

"লেখাপড়ার ইচ্ছে ছিল না, সেটা বল। কত ছেলেমেয়ে সাধারণ স্কুল থেকে পাশ করছে না? দাঁড়াচ্ছে না নিজের পায়ে?"

"ভাল কল মা। প্রথমে নামী ইংলিশ স্কুলে ঢুকিয়ে দিলি। স্কুলে না গেলে কুকুরপ্যাঁদান প্যাঁদালি। তারপর হঠাৎ একদিন নতুন মাগি জুটিয়ে টা টা করে বললি আর স্কুলের খরচ দিতে পারব না। সস্তার স্কুলে যা। সব ইস্কিবিস্কি না মা? তোরা লেদিয়ে টাল করবি আর আমি ধুলো চাটব।"

"আমি তোকে কোনওদিন মেরেছি? আমি তোকে ছেড়ে গিয়েছি? আমি বলেছি ইস্কুলের খরচ দিতে পারব না?"

"তুই মারিসনি, মার আটকাতেও যাসনি। যখন বলল আর পড়ার খরচ দেবে না, তুই প্রোটেস্ট করিসনি। বাপ হলে লেখাপড়ার খরচ দেওয়া তো ফর্জ হচ্ছে! তুই একবারও বলেছিস? শুধু ছেবি ছেবি কাঁদলি আর বললি চ' বিষ খাই চ' বিষ খাই। কী, না লোকটা তোকে রাতে ধামসাবে না, অমনি জীবন আলুনি।"

"ছিঃ! মা-বাপ সম্পর্কে এভাবে কথা বলিস?"

"মা-বাপ? আমি তো খানকি-রেন্ডির বাচ্চার মতো বড় হয়েছি। দালালের বাচ্চার মতো। শালার বাপ! বিচি চুলকে আমাকে জন্ম দিয়েছে বলে আমায় কৃতজ্ঞতায় চার হাত পা তুলে কেঁউয়াকেঁউয়া করতে হবে? আমি তোর মতো কুত্তি না। আমি কি জানি না ও চুপি চুপি আসে? আর তুই সঙ্গে-সঙ্গে শায়ার গিঁট খুলে দিস!"

"চুপ কর চুপ কর, চুপ! আজ তোকে মেরেই ফেলব আমি, অসভ্য বাঁদর!"

"অসভ্য? আমি অসভ্য? দ্যাখ তবে অসভ্যতা কাকে বলে!"

সে উঠে বসল। শায়িত মাকে পদাঘাত করল। গোড়ালি দিয়ে পেটের উপর, যেন হাতুড়ি দিয়ে গজাল পুতছে মায়ের গর্ভে একদা যেখানে সে প্রায় বৎসরকাল নিরাপদে ছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"উঃ!"

পেটে হাত চেপে নিথর হয়ে রইল মা কিছুক্ষণ। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। হাঁ করে শ্বাস নিল।

মায়ের দিকে পিছন করে শুয়ে পড়ল সে।

মা কাঁদতে-কাঁদতে বলল, "একদিন যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব।"

"ঘরে তালা দিয়ে যাব।"

"মরে পড়ে থাকব। সেদিন বুঝবি।"

"মর না। মরে যা। কী লাভ তোর বেঁচে থেকে?"

মা কোনও জবাব দিল না। সন্তানের এই বাণী মায়ের কোথায় লাগল, সানি জানতেও পারল না।

যেদিকেই চোখ যায়, কেবল পিয়াস, পিয়াস। বিজ্ঞাপনে ভরে গিয়েছে নগরী।

ছোটকু বলে, "দ্যাখ বে, কী বলেছিলাম।"

কিন্তু অত ছিপি পায় কোথায়?

"বে, দেখবি, সব্বাই সব কাজ বাদ দিয়ে ছিপি খুঁজছে।"

যদিও দিন যেমন গড়াচ্ছিল, গড়াতে লাগল। লোকে কাজকর্ম ফেলে ছিপি খুঁজছে এমন দেখা গেল না। শুধু বড়-বড় হোর্ডিংয়ে, বাসের পশ্চাদ্দেশে, রিকশার পিঠে, পিয়াস পিয়াস পিয়াস। ছিপি ছিপি ছিপি। লাগ নম্বর লাগ নম্বর। সানি বলল, "পাঁচখানা বার করবই বে।"

"করবই!"

সকাল থেকে বেরিয়ে পড়ছে, হাঁটছে রাস্তায়। ছোট-বড় কত যে দোকান, ঠান্ডা পানীয়ের বোতল সাজিয়ে রেখেছে।

সানি তীব্র চোখে তাকায়। ওরই মধ্যে লুকিয়ে আছে নম্বরি ছিপি। হয়তো একই দোকানে পাঁচটা! শুধু পেতে হবে। পেতেই হবে। পাবেই। স্কুলে মুখস্থ করেছিল, "হোয়ার দেয়ার ইজ় উইল দেয়ার ইজ় ওয়ে!"

প্রায় রোজ পিয়াস খাচ্ছে সানি। অন্যরাও খাচ্ছে। বিরাট খরচা শালা।

সে একদিন এক দোকানে পিয়াস খেয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে থাকা মুদ্রার মতো ছিপি কুড়োতে লাগল। দোকানি বলল, "কী মতলব ভাই।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"কিছু না। এমনিই।"

"আর কিছু লাগবে?"

"না-না।"

সে ভেগে পড়েছিল। কে জানে, চোর ভেবে যদি পুলিশ ডাকে!

এভাবে হবে না! উপায় ভাবতে হবে।

সানি আজকাল রাস্তায় মাথা সোজা করে হাঁটতেই পারছে না। শুধু ছিপি খোঁজে। দুনিয়া ছিপিময়।

এই তালে ক'দিন সকাল থেকে হাসপাতালে যাওয়া স্থগিত রইল।

একদিন সন্ধ্যায় টনটন একটা দু'নম্বরি ছিপি নিয়ে হাজির। সেই ছিপি ঘিরে আনন্দে নৃত্য করতে লাগল তারা।

সানি বলল , "বে ছোটকু, তুই তো আগে টিন তুলতি।"

"তুলতাম বস। চিলের মতো, বুঝলি। ওভাবেই ছিপি খুঁজতে হবে।"

"খুঁজে তো যাচ্ছি।"

"এটা কীর'ম জানিস, নেশা লেগে যায়।"

"আমারও তাই হচ্ছে। কিন্তু লোকে যেন কেমন ভাবে নিচ্ছে। বলে কী মতলব।"

"দ্যাখ ভাই, এখানে কিছু ফেলা যায় না। এই আমাদের কলাবাগানেই দ্যাখ, প্লাস্টিক প্যাকেট তো প্যাকেট, বানডিল-বানডিল আসছে। টিন, লোহা তো কথাই নেই। বোতল, ছেঁড়া কাপড়, ফিউজ, বালবের ফিলামেন, তার, ভাঙা কল, বিগড়ানো হারমোনিয়াম, বাতিল কম্পিউটার, শালা কন্ডোমের টুপিটাও কাজে লাগে। লোকেও যা পারে, জমিয়ে রাখে বেচবে বলে। এমনি ওসব নাড়াঘাটা করতে যা, ভাববে তুই বোম লুকোচ্ছিস। তুই শালা কুড়ানি হয়ে যা, কেউ কিচ্ছু বলবে না।"

"কুড়ানি? বলছিস।"

"ও তুই পারবি না। পেটে এডুকেশন থাকলে ওসব হয় না।"

"কেন পারব না বে। আমি তো লোহা তুলে বেচব না। ছিপি তুলে যদি তিন কোটি টাকা পেয়ে যাই, শালা, সুলভ শৌচালয় সাফ করতেও রাজি আছি।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"পারবি?"

টনটন বলল, "কোনও ব্যাপার না। যেদিন সময় থাকবে, আমিও লেগে যাব বে সানি। নেমে পড়।"

খোকনা: দ্যাখ, পুন্নিমে।

গাব্বু: চল না একটু সেলাই মেরে আসি।

ছোটকু: কেমন ঝাঁটি লাগছে না?

টনটন: স্বামী টেঁসে গেল নাকি?

খোকনা: বসন্তর খবর কী বে টনটন?

টনটন: এমনিতে ঠিকই আছে। মনে-মনে কী আছে কী বলব।

ছোটকু: মাইরি, দেবশ্রী নেই বিশ্বাসই হয় না। কত বড়া ভেজেছে বল তো। আমরা মাল খেয়ে মস্তি করেছি, ও চাট জুগিয়েছে।

টনটন: সানিকে আসলি ভালবাসত বে। একদম দিল কি জান ছিল।

গাব্বু: বে সানি, ওইদিন তুই আমার ব্যাগে একটা বই রাখতে দিয়েছিলি। ওটা ব্যাগেই আছে।

সানি: থাক। ফেলে দিস।

গাব্বু: তোর বই বে তুই যা খুশি কর। তোর দেবশ্রীর বই আমাকে দিয়ে ফেকলি করাবি কেন বস?

সানি: আচ্ছা, দিয়ে দিস। চল পুন্নিমেকে ঝিপলি করে আসি।

ছোটকু: স্যান্ডো বলরামের জিনিসে হাত দিতে যাস না বে। হাত উড়িয়ে দেবে।

সানি: এমন বলব বে, স্যান্ডো ছেড়ে এখানে লুদলুদ করবে। দেখবি?

ছোটকু: কী বলবি? ওরা তো দিব্যি রাখোয়ালি করছে। ওদের ছেড়ে তোর কাছে লুদাবে কেন?

সানি: বলব, আমাদের কাছে কিডনি আছে।

খোকনা: কী বলছিস বে? কিডনি কোথায় পাবি?

টনটন: মাল বলরাম যে কথা বলার সাহস করেনি, তুই ভাতজল বলে দিবি?

সানি: বলতে কী আছে? একবার যাই তো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সানির যাওয়া হল না। বলরাম এসে পূর্ণিমাকে ডেকে নিয়ে গেল। সানির চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

টনটন বলল, "বে সানি, আমাদের যদি লটারি লেগে যায়, তুই দেবশ্রীর নামে একটা কোম্পানি খুলবি।"

"তোর যদি অত সানাই কাঁদে বুকে, তুই খুলিস বে।"

"দেবশ্রী আমার কেউ না।"

"আমার কে বে? ও বসন্তর বউ ছিল।"

খোকনা বলল, "তোর রাগ। না বে? কেন দেবশ্রী ফুটে গেল? বিশ্বাস কর, আমারও না মাঝে-মাঝে চোনদ্রিমার ওপর হেব্বি রাগ হয়। আমাকে দেখেই না বে। তাকায় না অব্দি, যেন আমি একা-একা দেওয়াল বাইছি, টিকটিকি। মনে হয় সোজা গিয়ে আগে একটা চুম্মা তো খাই! বিছুয়া বালবিচালি বাপ, এখনও শালা বাচ্চার জন্ম দিচ্ছে, এদিকে আমার ডোখাম্ডা চোঁয়াচ্ছে কেউ মনেই রাখে না। টাকা লাগবে, অনেক টাকা। মাল লটারি পেলেই আগে চোনদ্রিমাকে তুলব, ফিরিঙ্গি কালীবাড়িতে মায়ের পায়ে ঠেসে সিঁদুর দিয়ে বলব, আজ থেকে আমি তোমার হাজব্যান্ড, তুমি আমার ইস্ত্রি। না বলুক তো।"

ছোটকু বলল, "দ্যাখ বে, আমি যখন লোহা-ফোহা তুলতাম, এক মাসি আমাকে ধম্মছেলে করল। টেলিফোন অফিসটার সামনে সন্ধ্যায় ভুট্টা পোড়াত, আর সময় গলিতে বিড়ি বাঁধত বসে। আমাকে রোজ একটা বিড়ি ফিরি দিত আর একটা ভুট্টা। আমিও লোভে-লোভে খুব মাসি মাসি করি! মা একদিন দেখে এমন প্যাঁদাল, বলে যার নিজের ধম্ম নেই তার আবার ধম্মছেলে কী!"

গাব্বু বলল, "তাপ্পর? মাসিকে বললি আসি?"

"না বে। রোখ চেপে গেল। একদম হিল্লাখঞ্জর যাকে বলে। মাসি আমাকে ভালবাসে। আমিও মাসিকে ভালবাসি। যাব যাব একশোবার যাব। গিয়ে বললাম, 'মাসি গো, তোমার নাকি ধম্ম নেই?' মাসি একটু চুপ থেকে বলে, 'দ্যাখ বাবু, মানষের সবচে' বড় ধম্ম ভালবাসা। আর কী লাগে? আমি হেঁদু, না মোচলমান, না কেস্তান, না বুধিস্টি কী এল গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
এত বড় কলাবাগানে সব গায়ে গা লাগিয়ে থাকে কি না!' বলি, 'তা'লে বলে কেন?' মাসি বলে, 'সোনারে, একটা হেঁদু স্বামী ছিল, খুব মদ খেত আর আমাকে একেবারে গ্রিল কারখানার লোহার মতো পেটাই করত। তাকে আমি কেন ভালবাসব? সে আমাকে খাওয়ায় না পরায় না সোহাগও করে না। মন গিয়ে পড়ল একজনে। সেও আমাকে ভালবাসল, আমিও তাকে ভালবাসলাম। এই দ্যাখ, এই বিড়ির তামাক যেমন। ভেজাল নেই। থাকলে লোকে ধরে ফেলবে। ওইখানেও ভেজাল ছিল না। সে বলল, ছেড়ে এসো ওই লোক। এখন থেকে তুমি-আমি। আর কিছু না। বলে মন যেখানে লাগে, সেইখানেই সম্পক্ক। বাকি সব মন্তর ফক্কা। লোকটা আমার ধম্মের না। সে তো বাইরে। আসল ধম্মে সব এক। দিলাম ছেড়ে ওই পাজিটাকে। নতুন লোকের ঘরে এলাম। ঘর আর কী। চারটে বাচ্চা নিয়ে কোনও মতে গ্যাদাগেদি। কিন্তু ভালবাসা থাকলে বাবু, তুমি আমার আপনজন, আমি তোমার।'''

গাব্বু।। এত চোন্দুমোন্দু গপ্পো কী জন্য মারলি বে?

ছোটকু।। কী জন্য? বুঝলি না? ওই যে সানি, বহেনকে চোদ্দোচিংড়া বলে দিল, দেবশ্রী আমার কেউ না। তাই বললাম। খোকনা মনে-মনে চোন্দরিমাকে বউ ভাবে তো বউ! তা বাদে ছিড়কা ফিড়কা তো থাকবেই। বেটাছেলে মানুষ, মেয়ে বলে হিক্কা তুলবে না?

টনটন।। আমার একটা ইচ্ছা ছিল বে, জানার।

ছোটকু।। কী?

টনটন।। দেবশ্রীর পেটে ছেলে ছিল, নাকি মেয়ে!

সানি ঠিকরে উঠল। মারমুখী হয়ে বলল, ''বে টনটন, তোর মতলবটা কী! যে গেছে সে গেছে। বারবার ওকে টানছিস কেন তুই? ওর পেটে কে ছিল, কী ছিল, কার ছিল তাই নিয়ে তোর কুলের বিচি লতিয়ে কুমড়ো গাছ কেন? আমার ভাল্লাগে, আমি অন্য মেয়েছেলে দেখি, তোর তাতে কী।''

''আমার কিছু না। আমার দেবশ্রীর জন্য কষ্ট ফাটো মেয়েটা তোকে দিল কী জান করে রেখেছিল।''

''তার জন্য কি আমি ন্যাংটোপোঁদা পাগলা হয়ে ঘুরব, নাকি সাধু হয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
যাব বে! তোর মা তো গঙ্গায় ডুবে মরেছে, তোর বাপ কি ফিকে হয়ে গেছে?"

"মা-বাপ তুলিস না বে সানি, হেব্বি দুঃখ লাগে। মা ভেসে গেলে কীর'ম লাগে তুই বুঝবি না বে। কেউ বুঝবে না এই দুনিয়ায় শালা। দেবশ্রী মাইরি কলাবাগানে সবচে' সুন্দর ছিল। সবচে' পবিত্ত।"

"ক্যাটরিনা কাইফ ছিল বে। কিন্তু ক্যাটরিনা চিপ্পে মরলে কি আমি হাপ্পুস জল সলমন হয়ে যাব নাকি বান্দরচন্দর? তুই যা না বে, গাঙে বসে নিজের জলে নিজে সাঁতরা!"

টনটন একটু হাসল। স্পাইক করা রাঙানো চুল খামচাল অনাবশ্যক। থপ্পাস মশা মারল পায়ের ডিমে। সানির চোখ থেকে চোখ সরাচ্ছে না। বলল, "কী বলতো বে, তোর তো পেটে এডুকেশন আছে, তোর বস্ সবই আলাদা। আমার চশমায় তো কাচ নেই। আমার চোখে সুন্দর মানে সুন্দর। হিরনি ফুলকি না হলেও, থ্যাপরা ঠেপকি হলেও। দেবশ্রী সুন্দর ছিল বাস। ওরও হেব্বি এডুকেশন ছিল, কিন্তু আমাদের দেখলে হাসত। ওর মতো কোনও মেয়ে না। যারা ফাটসে ইস্কুলে যায়, তারা তো দেখলে মুখ ঘোরায় যেমন কুত্তাকে করলার ভাজা দিচ্ছে। আর যারা উস্কি-ফুস্কি চালায় তারা থুকে চলে যায় মাল খইনির পিকের মতো, জানে পকেটে মাল্লু নেই, আমরা তো ফেকলু। না আজ আছে, না কাল। আমার তাই দেবশ্রীকে হেব্বি সুন্দর লাগত। কীর'ম বল? বাদলায় কাদা ছ্যাতরানো ফিকলা বিস্টির পর যেমন রোদ উঠলে লাগে! একবার কী হয়েছিল বে, সরস্বতী পূজায় হলুদ শাড়ি পরে তোর সঙ্গে ঘুত্তে গেল, আমার মনে হল, একটা হাঁস আর বীণা, বাস!"

সানি: বালক বালুচিকচিক টনটন, তোর ওকে ক্যাটরিনা লাগত, সরস্বতী লাগত, রোদ্দুর লাগত, তার জন্য আমি গয়ার টিকিট কেন কাটব? তুই মাল বুকে মেগা পেয়ার পুষে রেখেছিস, তুই জ্বল না!

টনটন: এই তো বে সানি, আমি যেটা বলতে চাইছি, বোঝাতে পারছি না, তুই বলে দিলি, সেই জন্যই তো তুই আমাদের বস।

সানি: ফালতু কিক করিস না তো।

টনটন: মাইরি বলছি গুরু, বিশ্বাস মার, আমি দেবশ্রীকে মনে-মনে রেসপেট দিয়েছি বে, পেয়ার না, ও আমাকে রাইট দেয়নি। ভালবাসার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
জন্য রাইট লাগে। ও সেটা তোকে দিয়েছিল। এই যে খোকনা ছটপটাচ্ছে, কেন বল? ওকে ওই চোন্‌দ্রিমা রাইট দেয়নি বলে তো? না হলে কী ছিল, মাল দেখত, মনে-মনে চাটত, স্বপ্নে জাপটাজাপটি করত, বাস খতম। ড্রিম সিকোয়েঞ্চ!

সানি: দ্যাখ বে টনটন, সোজা কথা বলি, দেবশ্রী আমাকে ভালবাসার রাইট দিয়েছিল, আমিও ওকে দিয়েছিলাম। শোধবোধ। দেবশ্রী মারা গেছে। সি ইজ ডেড। তা ছাড়া হুড়কোটা আমার ছিল, আমাকে ভাবতে দে না। আমি জানতে গেছি তোদের কার মা কোথায় ছেনালি করছে, কার বোন কোথায় কেত্তন মাড়াতে যাচ্ছে!

খোকনা: বে সানি, দেবশ্রীর কথা আলাদা। ও আমাদের কলাবাগানের মেয়ে। ওর জন্য আমাদের হামদরদি হতেই পারে। টনটন একদম ঠিক বলেছে। ও তোকে দিল কি জান করে রেখেছিল তো ছিল। একদম সাপটাসাপটি। তুই মাল অন্য মাগি দেখলে আমাদের দেবশ্রী মনে হয়। হয়। কী করা যাবে। মনে হওয়ার উপর তো কারও হাত নেই।

সানি: আরে! কী ফালতু বকছিস বে তোরা? আমি কি দেবশ্রীর নামে পইতা বেঁধে রাখব নাকি বে!

খোকনা: না। তা তো বলছি না। দ্যাখ বে, চোনদ্রিমা আমাকে কোনও দিন পুছবে না। ওসব অন্য চামড়া! আমি ওর কথাই হয়তো বুঝব না! কত্ত এডুকেশান! ইয়া মোটকা-মোটকা বই পড়ছে। কিন্তু যদি পুছত, চোনদ্রিমা লাগে না, দেবশ্রী, আমাদের কলাবাগানের দেবশ্রী যদি পুছত, আমি কাউকে তাকাতাম না, বিশ্বাস যা, রেসপেট দিতাম।

সানি: তার মানে কী বে খোকনা? তোরা সব শালা আসলি মজনু আর আমি হকি স্টিক, অ্যাঁ? আমি দেবশ্রীকে রেসপেক্ট দিই না?

খোকনা: দ্যাখ বে, আমরা দোস্ত, শার্টের বোতাম খুলতে হলে দোস্তের সামনেই খুলব না বে? আমাদের ভাল্লাগত যদি তুই একবার বলতি দেবশ্রীর জন্য তোর দিলফাটানো দুঃখ হচ্ছে। আমাদের কলাবাগানের একটা সাচ্চা মেয়ে, তোকে সাচ্চা প্রেম করত বে। আমাদের জানে একটু শীতল বাতাস লাগত না বে টনটন?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

টনটন: সেইটাই বলছি বে।

খোকনা: আর তুই মা-বোন বলছিলি তো বে, আমার গায়ে লাগল! কী করব? কলাবাগান জায়গাই শালা হারামি। চন্দনকাঠ নকলিও পাবি, আসলিও পাবি। কে চালের বদলে চোকলা খাচ্ছে, কেউ দেখতে যায় না। এই যে তুই তোর মাকে প্যাঁদাস, তালাচাবি বন্ধ করে রেখে আসিস আজকাল, কেন, আমরা একদিনও পুছতাছ করেছি? একদিনও বলেছি, বে সানি তোর বাপ কোথায়? সবার পোঁদ হলদে হয়ে থাকে বে, কে কারটায় আঙুল দেবে?

সানি: কে তোদের এসব বাজে কথা বলেছে?

খোকনা: কে বলবে বে? মহল্লার সবাই জানে। জেনে যায়। বললাম তো, কলাবাগান হারামি জায়গা। কেউ কারও ঘরে কিউরোস্টি করে না, কিন্তু সব কথা সব্বাই জেনে যায়।

সানি: কী জানিস বে তোরা? কী জানিস? আমার মা-র মাথা খারাপ, তাই চেল্লায়, ঘর থেকে বেরিয়ে যায় যখন-তখন। তালাচাবি কি আগে মারতাম? যেদিন থেকে দেবশ্রীর ঘটনা শুনেছে, মাথা পুরো বিগড়ে বিলা। খালি বাইরে যেতে চায়। বলে আকাশ দেখব। পুন্নিমে চাঁদ দেখব। চিড়িয়াখানায় হরিণ দেখব। তোরাই বল না বে, আকাশ দেখতে গিয়ে যদি পথদুর্ঘটনা হয়? বলে শালা, বউ গেলে বউ পাওয়া যায়, মা গেলে কি মা পাওয়া যায়?

ছোটকু: খুব যায়। বাপ আর একটা বিয়ে করলেই মা। দ্যাখ বে, আমরা নিজেদের মধ্যে এর'ম টায়ারে পেরেক দিলে চলে? তোরা সব আজ কিলো দরে সেন্টু মাখছিস। ছাড় না। চল না বে, নম্বরি ছিপিগুলো কী করে পাওয়া যায় ভাবি?

গাব্বু: চল না বে, আমার কাছে আজ একদম ছাঁকা পুরিয়া আছে। একদম তারকেশ্বরের বাবার জিনিস। ছিলিম টানলে মেজাজ চাঙ্গি হয়ে যাবে।

ছোটকু: বাবার দয়া আছে, এতক্ষণে বলছিস বে। তা দিচ্ছিলি নাকি মাল ফোটাবার জন্য?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
যার-যার নিজের সময় ও সুযোগ অনুযায়ী ছিপি খোঁজা চলছে। গাব্বু একদিন নিজের ফাস্ট ফুড কারখানার মধ্যেই পেয়ে গেল তিন নম্বরি ছিপিটা। তার গাড়ির ড্রাইভারদা পিয়াস ঢালছিল গলায়। তার আগে ছিপিটা দাঁত দিয়ে কামড়ে থু করে ফেলে দিল একদলা থুতু সমেত। থুতুটা বেশ দেখা যাচ্ছিল জল-জল ফেনা-ফেনা। গাব্বু এদিক-ওদিক দেখল কেউ ছিপির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিনা। কিন্তু কারও কোনও আগ্রহ নেই। সে আস্তে-আস্তে এগিয়ে পায়ের তলায় ছিপিটা চেপে ধরল।

থুতুটার জন্য একটু গা ঘিনোচ্ছিল। কিন্তু পিয়াসের ছিপি তাদের বরাতের লিপি। না দেখে ফেলা যায়? তার বাবা বলে, লজ্জা ভয় ঘৃণা, তিন থাকতে নয়।

হাত ধুয়ে নিলেই হবে, ভেবে সে ছিপিটা তুলল। উফ্‌ফ! শালা রে! ভাগ্যিস তুলেছিল। উলটে যখন দেখল কিরি কিরি কেটে তিন লেখা আছে, মনে হচ্ছিল যেন গৌর-নিতাই নাচ লাগায়। বেড়াল ফাঁসিয়েও সে এত আনন্দ মাচায়নি।

বন্ধুরাও বেজায় খুশি। দু'টিউব ডেনড্রাইট টানল অনেকদিন পর।

সেদিন একটা ভাল কাস্টমারও জুটে গেল। এক হাড়সর্বস্ব বুড়িকে প্রায় চ্যাংদোলা করে ফিমেল ওয়ার্ডে ঢোকাল। বুড়ির কাপড়-চোপড়ের ঠিক নেই। চৈতন্য আধা আছে, আধা নেই। দুটো দলা মাংস থতল থতল করছে।

ছোটকু বলল, "মাইরি, মাল বয়সে ঠাসা ছিল একদম।"

গাব্বু বলল, "ধুর বে, দেখিস না, বুড়ি চিতেয় পা দিয়েছে।"

"দেখছি না বে। চোখ চলে যাচ্ছে। মেয়েছেলের গতর মাইরি বেইজ্জত করে ছাড়ে। দেখলেই আর নিজের ওপর কনটরোল থাকে না। চোখ যেন সেঁটে যায়। পরে নিজেকে কুত্তার মতো লাগে।"

সানি বলল, "কুত্তা না বে, বল ষাঁড়ের মতো। ঘোড়ার মতোও বলতে পারিস। ঘোড়ার ইয়ে দেখেছিস?"

"ঘোড়া কি আমাদের মতো লুছমান মাল?"

"বে সেক্স চাগালে সব্বাই লুছমান। আরশোলা থেকে আর্মাডিলো, ছাগল থেকে ছারপোকা, সবাই।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আর্মাডিলো কি বে? আর্মির কেউ?"

"ওর'মই কেউ। মনে পড়ে গেল, বললাম।"

বুড়ির দুই ছেলে। বড়ই ব্যস্ত। তারা সার্বিস দেয় শুনে একদম স্বস্তির শ্বাস ফেলল।

"ভাই যা লাগবে, ওষুধ, ইঞ্জেকশান, তুলো, টিউব, স্যালাইন, হাগিস, এনে দাও যদি, বড় উপকার হয়। বিল রাখবে, সন্ধ্যাবেলা আমি আসব, সক্কালে ভাই আসবে, দিনেরটা দিনে মিটিয়ে দেব।"

সানি: বাকিতে তো কাজ হবে না দাদা।

পার্টি: মানে, ইয়ে, তোমরা কি হাসপাতালের স্টাফ?

সানি: মিথ্যে ভজাব না দাদা। আমরা স্টাফ না। বেকার ছেলে, হাসপাতালে করে খাচ্ছি। সার্ভিস দিই টাকা নিই। এর মধ্যে কোথাও কোনও দু'নম্বরি নেই।

পার্টি: দেখো ভাই, কাল যদি এসে দেখি তোমরা কেউ নেই, কাকে ধরব?

সানি: দাদার রিদয়ে বিশ্বাস কম, না দাদা? ওই যে দেখছেন পুলিশ ফাঁড়ি, ওর হেডবাবু আমাদের চেনে। দাসবাবু। কিন্তু কথা তা না। কথা হচ্ছে, পূজ্য পিতা-মাতাকে হাসপাতালে ফেলে রেখে সন্তান হাপিস হয়ে যেতেও আমরা দেখি। আমরা হাজার রুপেয়া এই বাজারে খরচ করলাম, আপনারা ভ্যানিশ, এরকমও হতে পারে। বাড়ি তো ধাওয়া করতে পারব না। ঠিক আছে স্যার? ঠাকুমাকে তুলে দিলাম, এর জন্য কিচ্ছু লাগবে না। কেয়ার নেবেন স্যার। মা বলে কথা। বলে না? দ্য হেভন বিলঙস টু দাই মাদারহুড!

পেশেন্ট পার্টি একটু গলাখাঁকারি দিয়ে সরে গেল। তারা জানে, আবার আসবে। যা আংরেজি বুকনি ঝাড়ল সানি। এই জন্যই সানি গুরু। পেটে এডুকেশন আছে না? সময়মতো ঠিক একদম খাপে খাপ ডায়লগ ঝাড়ে। আর ইংলিশ ডায়লগ হেব্বি ট্রাস্ট করে লোকে।

কিন্তু সবার জন্য এক ডায়লগ না। রাজকাপুর মণ্ডলকে কি এরকম বলা যেত?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ড্রেস বুঝে রেস মারতে হয়। তাদের হল চিমটি ইনকাম। বসন্তর চামকুড়ি ওড়ার মতো। আসল ইনকাম তো মারে বিষ্ণুপ্রসাদ, বলরাম অ্যান্ড কোম্পানি। ওদিকে একটু টাল খেলেই দাঙ্গা লেগে যাবে।

কিছুক্ষণ পর দুই ভাই এল ফের। অনেক টালবাহানার পর দাঁড়াল হাজার টাকা দিয়ে যাবে, রোজ প্রত্যেকটি কেনাকাটার রসিদ দিতে হবে। টাকা যা লাগবে, ভরে দেবে।

মাল জমে গিয়েছে। মুশকিল একটাই। রাতে কেউ থাকবে না। সানি সাফ বলে দিয়েছে, "নাইট ডিউটি আমাদের কাজ না। সার্ভিসে নেই। এমার্জেন্সি কেস বলুন, দুটো অব্দি টেনে দেব, ভোর ছ'টায় হাজির হয়ে যাব।"

পুত্রদ্বয় খানিকক্ষণ গাঁইগুঁই করে যমরাজের সদিচ্ছা নির্ভর করে বিদায় নিয়েছিল।

ন'নম্বর বিল্ডিংয়ের পিছনে কিছুক্ষণ ডেনড্রাইট শুঁকে একটু ফুর্তি বাড়ল যখন, খোকনা বলল, "বে সানি, লটারি লেগে গেলে কী করবি বে সবচে' ফাস্ট?"

সানি: তুই কী করবি?

খোকনা: টাকার বানডিল গুনে সোজ্জা চোনদ্রিমাকে গিয়ে আই লাভ ইউ বলব।

গাব্বু: ঠিক-ঠিক। থ্যাঙ্কিউ। লজ্জা, ভয়, ঘৃণা তিন থাকতে নয়।

খোকনা: বলব, চোনদ্রিমা, তুমি আমার জোছনা, আমার দিল কি জান, কথা দিচ্ছি, আর কোনও মেয়ের দিকে তাকাব না, এই ষাট লাখ সব তোমার, শুধু আমাকে ভালবাসার রাইট দাও।

গাব্বু: গুড-গুড, থ্যাঙ্কিউ।

টনটন: বে গাব্বু, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে।

গাব্বু: কী ভুল বে।

টনটন: লজ্জা ভয় ঘৃণা তিন থাকতে নয় এটা না।

গাব্বু: হতেই পারে না। এটা আমার বাপ বলে। আমার বাপ জেলে চাকরি করে। ভুল বলতেই পারে না।

টনটন: ভুল না। কিন্তু ঠিক গুঁজছে না। এই যে নদী ইহুই যায় সাগরেএএএ,

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কঅত কথা আ আ শুধাই তারেএএএ...দ্যাখ, রে আর রে। সব গানে এর'ম। এটায় হবে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে হয়।

গাব্বু: আব্বার ভুল। হয় না, নয় নয়!

টনটন: ঠিক ঠিক! থ্যাঙ্কিউ! তিন তিরিক্ষে নয়।

খোকনা: লজ্জা করে। ভয়ও খুব। শুধু ঘৃইণা আসে না। কাকে ঘৃণা করা যায়? বে টনটন...

টনটন: বল খোকনা, তুই আমার ল্যাংটোপোঁদের বন্ধু, তোকে কেন ঘৃণা করব সোনা? আমার খোকনা সোনা! আমার হুরু হুরু তুরু তুরু!

খোকনা: লটারি পেলে তুই কী করবি?

টনটন: আমিও চোনদরিমার পায়ে পড়ে বলব, আই লাভ ইউ।

খোকনা: চোপ বে! কী যা তা বলছিস। কেস খেয়ে যাবি।

টনটন: অন্য একটা চোনদরিমা, এ না, একটা গোটা মেয়ে! একমাস... না ছ'মাস শুধু শোবো। তারপর শিয়ালদায় একটা বিইশাআআল ফার্নিচারের দোকান দেব। তাতে শুধু মড়ার খাট থাকবে। ফাস ক্লাস খাট। এর'ম চ্যাংটা মারা, পেরেক বের করা, আছোলা কাঁচা কাঠের না। একদম পালিশ। নকশা আঁকা। হেব্বি ডিজাইন।

গাব্বু: ধ্যুত, মরেই তো গেছে। তার জন্য অত চিকড়ি কাটা খাটে হব্বেটা কী?

টনটন: কী হবে? কেন? মড়া মানুষের দুঃখ নেই? কী ভাবিস? নেই? মাইরি, এই মায়ার শরীর, তার জন্য দুঃখ হবে না? দেবশ্রীকেই দ্যাখ না। দুঃখে মরে গেল। এখন মরে দুঃখ পাচ্ছে।

সানি: দোকানের নাম কী দিবি? দেবশ্রী ফার্নিচার?

টনটন: নাঃ! নাম হবে শেষশয্যা।

গাব্বু: গুড গুড! থ্যাঙ্কিউ। আমি কী করব বলব? বাবাকে বলব, আমার বিয়ে দাও। তোমার বউমা তুমি পছন্দ করো। বাবা তো জেলে চাকরি করে, খুব লোক চেনে। ভাল মাল এনে দেবে। আমি তো নাটা। কোনও মেয়ে আমাকে দেখে না বে। খুব ইনসল্ট হয়ে যায় বডিতে। হেব্বি ইনসল্ট। মনে হয় একটা করে লম্বা লোক ধরি আর ফাঁসি দিয়ে দিই। পৃথিবীতে সবচে' হাইটের লোকটার হাইট হবে পাঁচ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি।

আমারবই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সানি: আমাদের সবাইকে ফাঁসি দিয়ে দিবি তো বে!

গাব্বু: দেব কী আর! ইচ্ছের কথা হচ্ছিল, বোতাম খুলে দিলাম।

খোকনা: কী ছোটকু। ধুনকি মারছিস যে। তুই কী করবি?

ছোটকু: মেয়ে তুলব। আব্বার কী। ষাট লাখ টাকা মামা! যা খুশি করা যায়। তবে আমার মাইরি একটা মেয়েতে হব্বে না।

গাব্বু: কারুর হয় না। কিন্তু বউ তো একটাই থাকবে বস।

ছোটকু: বে সানি, তুই বল!

সানি: মেয়ে-ফেয়ে না। ওসব প্রেমফ্রেম একদম হুল্লিবাজি। আমি ট্রাস্ট মি দোকানটা কিনে ফেলব। তারপর দেখি।

গাব্বু: জয়ের ট্রাস্ট মি?

সানি: হুঁ।

গাব্বু: সাব্বাস বে। পুরো মরদ কি দাঁত হাতি কা বাত।

ছোটকু: কেন বে? কেন?

গাব্বু: জয় বহুত ইনসল্ট দিয়েছিল বে তোরা জানিস না।

এক আর চার নম্বরি ছিপি পেয়ে গেল ছোটকু নিজেই। বিশেষ কষ্টও করতে হয়নি। কাজ করতে করতে ফেলা-ছড়া ছিপির মধ্যেই পেয়েছে।

তার সহকর্মীদের প্রথম-প্রথম খুব উৎসাহ ছিল। এখন লোকে বলাবলি করছে পুরোটাই ঢপ। পাঁচ নম্বরি ছিপিটা নাকি বানানোই হয়নি।

ছোটকু তা মনে করে না। সে অনেক দেখে নিয়েছে। ময়লা আবর্জনা ঘেঁটে, টিন-লোহা কুড়িয়ে তার দিন গিয়েছে। পেটে বিদ্যে নেই। মাসির তাগিদে ক'দিন ফুটপাথের ইস্কুলে রাতে পড়া করত। তারই জোরে আর ভগবানের দয়ায় পিয়াসের কাজটা পেয়েছে। খাটুনি আছে। রোজগারও দিন মজুরি। তবু কুড়ানির চেয়ে অনেক বেশি সম্মানের। এই পথটুকু যখন আসতে পেরেছে, বাকিটাও হবে। টাকা হবে। অনেক টাকা।

পাঁচজন মিলে লেগে আছে। জ্যাকপট লাগবেই।

সে খুব করে অনুপ্রাণিত করছে সানি আর টনটনকে। তাদের হাতেই সবচেয়ে বেশি সময়। সানি সিরিয়াস। এমনকী কুড়ানি হতেও রাজি। বলে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
"কী প্রবলেম আছে। দ্যাখ, রেলের চেকার, পুলিশ, আর্মি, গার্ড, নার্স, ড্রাইভার সবকে সব ইউনিফর্ম পরে না? আমিও পরব।"

সকাল থেকে বেরিয়ে পড়ছে। কখনও সে একা, কখনও সঙ্গে টনটন। ছিপি খুঁজে বেড়াচ্ছে। দোকান থেকে দু'টাকা শ' দরে কিনেও নিচ্ছে কখনও। নেশা লেগে গিয়েছে।

একটা। আর মাত্র একটা।

হাসপাতালটাও হাতছাড়া করা যায় না। স্রেফ স্বাধীনভাবে আড্ডা মারা যায়, নেশা করা যায় বলে হাসপাতালে জুটেছিল। এখন ধান্দার ক্ষেত্র হয়ে গেছে। ক'দিন ফাঁকা রাখলে, যতটুকু জায়গা পেয়েছে, আর কেউ দখল নিয়ে নেবে। তাই গাব্বু সব সামাল দিচ্ছে। গাব্বু এসে না পড়া পর্যন্ত খোকনা তিন-চারবার আসে। সন্ধ্যা হলে পাঁচজন আবার এক জায়গায়।

সারা দিনের সংগৃহীত ছিপি দেখার জন্য কোনও একটা জায়গায় বসে পড়ে সানি আর টনটন। অবশিষ্ট জগতের সঙ্গে কোনও যোগ নেই।

কতরকম দাবি নিয়ে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলে যায়। তারা মুখ তুলেও তাকায় না। জহুরি যেভাবে হিরে নিয়ে চোখের সামনে ধরে, ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে পরখ করে আসলি কিনা, তেমনি তারা। প্রথমে অন্য সব ছিপির চেয়ে পিয়াসের ছিপি আলাদা করে। তারপর শুরু হয় নম্বরি খোঁজা। চোখের সামনে এনে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে। এই করে আরও তিনটে তিন নম্বরি পেয়েছে, একটা চার নম্বরি, কিন্তু পাঁচের দেখা নেই।

আর যেন তর সইছে না কারও।

ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে মাংসের থালা, অথচ কুকুরটা নাগাল পাচ্ছে না, সে প্রথমে কাঁদে কুঁই কুঁই উঁঃ উঁঃ, তারপর সতর্ক করার মতো ডাকে ঘাউ ঘাউ ঘোঁক, এরপর ক্ষিপ্ত জান্তব চিৎকার ও দড়ি টানাটানি! লোহার শেকল ছেঁড়ার চূড়ান্ত প্রয়াসে সমস্ত শিক্ষা ও নিষেধ অতিক্রম করে যায়।

তাদের এখন কুঁইয়ানোর দশা চলছে।

মহাত্মা গাঁধী রাস্তা ধরে শিয়ালদার দিকে যাচ্ছে তারা। খুঁজছে-খুঁজছে। খোঁজার বিরাম নেই।

কান বেঁধানো আওয়াজে লাউডস্পিকারে বক্তৃতা চলছে। "রক্ত দান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
অতি পবিত্র কাজ। এই যে সারি-সারি রক্ত দাতা রক্তদানের জন্য উদগ্রীব, এঁরা দেশের কাজ করছেন, দশের কাজ করছেন। স্বামী ইয়ে, একজন মনীষী বলে গেছেন, 'তোমরা আমাকে স্বাধীনতা দাও, আমি তোমাদের রক্ত দেব।'"

ফুটপাথের অনেকখানি জুড়ে ম্যারাপ। ছ'খানা বিশাল লাউডস্পিকার রক্তদানের গুরুত্ব ঘোষণা করছে। পথচারীরা ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে। তাদের গা ঘেঁষে নির্মম উন্মত্ত গতিতে ছুটে যাচ্ছে বাস।

একটা অসতর্ক ধাক্কা একজন মানুষকে আস্ত রক্তের বোতল বা মাংসের গামলা করে দিতে পারে। দেবশ্রীর মতো।

যেন, লাউডস্পিকারে বক্তৃতার পরবর্তী অধ্যায় হতে চলেছে 'আমাদের রক্তদান শিবির সফল করুন। আপনারা মরুন, আপনারা মরুন!'

টনটন বলল, "বে সানি, তুই কোনও দিন রক্ত দিয়েছিস?"

"না বে। কোনও দিন না।"

"যেখানে যাবি, রক্তদান শিবির। দুগ্গাপূজায় রক্তদান, কালীপূজায় রক্তদান, বড়দিনে রক্তদান। বর্ষা না আসা অব্দি রক্ত দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। সব ফিরি। না বে।"

"সব।"

"এত রক্ত কার লাগে?"

"লাগে । কত লোক। কত রোগ। হাসপাতালে দেখছিস না? তারপর ওই যে রোগটা, বড়-বড় হোর্ডিংয়ে লেখা থাকে, আরে ধ্যুত, আজকাল কী হয়েছে বে, জানা জিনিস ভুলে যাচ্ছি।"

"ও বুঝেছি। তুই থাল্লাস মিঞার কথা বলছিস। জন্ম থেকে রোগ হয়।"

"হ্যাঁ। থ্যালাসেমিয়া। ওটাতে যত রক্ত ভরবি, কিছু না, ফের লাগবে।"

"এত-এত ফিরি ব্লাড, তো ব্যাঙ্ক থেকে নিতে গেলে খচ্চা লাগে কেন বে?"

"লাগে। সরকারি ব্যাপার। সরকার দুটো জিনিস মুফত দেয়। বুলাদির অসুখ আটকাবার জন্য কন্ডোম আর পোলিওর ওষুধ।"

"কেন? রাস্তার কলে জল তো দিচ্ছে। আলো দিচ্ছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"ছাড় বে। কলাবাগানে বেশিরভাগ ঘরে হুকিং আলো। আমাদের কিন্তু সাবমিটার। আলোর জন্য বাড়িওলা টাকা নেয়। সেটা সরকারে জমা পড়ে। ইলেকট্রিক সাপ্লাই, বিদ্যুৎ পর্ষদ কত কী। সরকারি আছে, বেসরকারিও আছে। কিন্তু ভাল-ভাল জিনিস—টিভি, এল ই ডি টিভি, ফ্রিজ, এ সি, বাড়ি, গাড়ি সব বড়লোকের জন্য। যত মন্তির জীবন, তত মাল ট্যাক্স দাও সরকারকে। সরকার কি আমাদের জন্য নাকি?"

"লটারিটা লেগে গেলেই সরকার আমাদের হয়ে যাবে, না বল সানি!"

"হ্যাঁ। আমরা বড়লোক হয়ে যাব তো।"

"চল বে, আমরা ব্লাড দিই। এই ব্লাড থেকে কত যে পাইস পাচ্ছি!"

"আমাদের ব্লাড নেবে না। আমরা ফেকলু পার্টি।"

"চল না বে।"

তারা গিয়ে ম্যারাপে উঁকি-ঝুঁকি মারছে। ম্যারাপের বাইরে দুটো বড় আবর্জনা ফেলার পাত্রে কাগজের বাক্স, কলার খোসা, ঠান্ডা পানীয়র বোতল। ইতস্তত ছড়ানো ছিপি। তাদের চোখ আটকে গেল। ছিপি নেবে, না ব্লাড দেবে!

টনটন আর থাকতে পারল না। ছিপি কুড়োতে লেগে গেল। পাত্র দুটো ঘেঁটে দেখতে পারলে আরও জুটত। কিন্তু সাহস পাচ্ছে না ঠিক।

ব্যাজ লাগানো একটা লোক। দেখছে।

"অ্যাই! অ্যাই লুচ্চার বাচ্চা! এখানে কী, অ্যাঁ।"

সানি বলল, "বেফালতু গালি দিচ্ছেন কেন স্যার? আমরা ডোনার। ব্লাড দেব।"

লোকটা দেখছে।

সানি আর টনটনের এখন কুডুনির পোশাক। ময়লা আধপেন্টুল। ছেঁড়া গেঞ্জি, নোংরা ঘাঁটা ছোপ ধরা শরীর। চুলের স্পাইক ঘেঁটে গিয়ে লড়াইয়ে হেরো মুরগার ঝুঁটির মতো লটকে আছে। সানির চুলে কৃত্রিম রং নেই। শুধু ধুলো ময়লার তামাটে জট। টনটনের চুল থেকে রঙের ঠিকরানো আত্মঘোষণা।

টনটন রোগা, ঢ্যাঙা, কালো, চোয়াড়ে চোয়াল। সানি সুগঠিত হয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
উঠতে-উঠতে ভাঙছে। যেন ফসল ভরা নদীপারের জমি খাবলে তুলে নিয়ে গেছে বিস্ফারিত জল।

তার ত্বক ছিল মসৃণ, যখন তাকে দেখে দেবশ্রীর বুকে প্রেম ঘনিয়েছিল। তার টানা-টানা দুটি চোখে ব্যথাভরা সহনশীলতা ছিল, সেই চোখ দিয়ে সে দেবশ্রীকে আবাহন করেছিল। গায়ের রং মাখন-মাখন হলদে, এখন পুড়ে তামাটে। সুগঠিত নাকের দু' পাশে, চোখের তলায়, দাঁতের বিচ্ছুরণে নেশাসক্তির প্রগাঢ় প্রলেপ। ঘন পল্লবময় চোখের দৃষ্টি শিকারি কুকুরের মতো তীব্র, হিংস্র, সতর্ক।

লোকটা এবার হাসল, রুমালে মুখ মুছে বলল, "ভাগো। এটা লুচ্চামির জায়গা না।"

"লুচ্চামি কী দেখলেন স্যার? মাইকে বলছেন সারি-সারি লোক ব্লাড দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে বেড সব ফাঁকা। আমরা দিতে চাইছি, আপনি ফুটিয়ে দিচ্ছেন, পাবলিকের জায়গা আটকে কী খিল্লি করছেন দাদা?"

"কে বে তুই? অ্যাঁ? ছোটলোকের বাচ্চা! জানিস কার সঙ্গে কথা বলছিস? ছোট মুখ বড় কথা? এক চড়ে একদম জন্মের কথা বন্ধ করে দেব।"

"ভাগ্যিস জানি না কার সঙ্গে কথা বলছি, আপনার বদনামি হয়ে যেত দাদা।"

টনটন বলল, "চল বে, ছাড়।"

"কেন? ছাড়ব কেন? ব্লাড দিতে এসেছি, দেব। কী দাদা, স্নান করে পাঞ্জাবি লড়িয়ে আসব? আপনার মতো ভদ্দরলোক সেজে।"

"কী বললি? শালা কাগজ-কুড়ানির বাচ্চা! এত সাহস! পুলিশ ডেকে থানায় না দিয়েছি তো আমার নাম পরেশ মাল না! লাই দিয়ে-দিয়ে মাথায় তুলেছে তোদের। দেখাচ্ছি শালা পুলিশের মাড়ানি কেমন লাগে!"

পুলিশ?

সানির ভিতর ভয় চাগিয়ে উঠল। প্রচণ্ড পেচ্ছাপ পেয়ে গেল মুহূর্তে।

কে পরেশ মাল সে জানে না। কিন্তু মালদার হলে পুলিশের মামাতো শালা হতেই পারে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রক্তদান শিবিরের পিছনেই সুলভ শৌচালয়। কোন গর্ত দিয়ে বেরিয়ে অবিরাম প্রস্রাবান্তিক জলধারা রাস্তায় পড়ছে তো পড়ছেই। পায়ে-পায়ে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে দিকে দিগন্তে। রক্ত কি তাতে দূষিত হয়?

সারা পৃথিবী জানে, রক্তের দোষ থাকে নগণ্যতায়।

এই মুহূর্তে মূত্রবেগ এলেও সানি শেষ না দেখে যেতে পারবে না। সে অজ্ঞাত পরেশ মালের সঙ্গে ব্যাঙাচি-মশাচি লেজে-লেজে জট পাকিয়ে দিয়েছে। দু'জনেই কুত্তা হলে লোকে ভাবত ভাদুরে।

কিন্তু পুলিশ এলে কী হবে?

টনটন তার বাহু খামচে টানছে, "চল বে। পুলিশি লাফড়ায় পড়িস না! বেফালতু কেস দিয়ে দেবে। পুঁইয়ের বিচি পেয়ারায় ঢুকে যাবে।"

সানি টনটনের হাত ছাড়িয়ে খসখসে গলায় বলল, "ডাকুন পুলিশ। ভারত মাতা কি জয়। সত্যমেব জয়তে, আমাদের জাতীয় প্রতীকে লেখা থাকে। ব্লাড, সোয়েট অ্যান্ড টিয়ার্স, মেক ইউ এ কমন ম্যান বাট উইদাউট ফিয়ার।"

"কী হল? ও পরেশদা, রক্তদান শিবির পবিত্র জায়গা, আপনি মাথা গরম করছেন। এই ভাই, কী চাই তোমাদের এখানে? আমাকে বলো তো। কী প্রবলেম।"

সানি নো প্রবলেম দাদা। আমরা ব্লাড ডোনেট করতে এসেছিলাম, উনি পুলিশ ডাকছেন।

পরেশ: শৌভিক, এই ছেলেটা ভীষণ ওস্তাদি করছে। আমাকে বলেছে মিথ্যেবাদী। আমাকে বলেছে, সাজা ভদ্দরলোক...ইংরিজি ঝাড়ছে। আমি কি ইংরিজি বুঝি না?

শৌভিক: ভাই তোমার নাম কী? তুমি গালাগালি করেছ পরেশদাকে? তা হলে কিন্তু ক্ষমা চাইতে হবে।

সানি: বললে চেয়ে নেব। উনি গুরুজন। পরেশ মাল বলে কথা। কিন্তু আমি গালাগালি করিনি। উনিই তো আমাদের কাগজকুড়ানির বাচ্চা বললেন। সে উনি বলতে পারেন।

শৌভিক: শোনো ভাই, তোমরা এখনও ছোট। প্রতিবার আমরা ক্যাম্প করি। পরের বার এসো, কেমন?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সানি: ব্লাড ডোনেট করার এলিজিবিলিটি কী শৌভিকদা? আমাদের বয়স উনিশ প্লাস। যদি বলেন, ব্লাড শুদ্ধ রাখতে পভার্টি লাইনের উপরে থাকতে হবে, চলে যাব।

শৌভিক: ভাই ওদিকে চলো তো। এসো আমার সঙ্গে। ঠান্ডা খাবে? এই এদিকে দুটো পিয়াস দিয়ে যা। শোনো, যে কেউই ব্লাড দিতে পারে, যে-কোনও সুস্থ লোক। তুমি তো লেখাপড়া জানো মনে হচ্ছে, এসব ময়লা ঘাঁটছ, লোক কী ভাবে? নেশাখোর। ওদের জায়গায় তুমি হলেও ভাবতে না?

সানি: হেরোইন টানি না। বাকি সব, চুল্লু, বিড়ি, গাঁজা, ডেনড্রাইট ছাঁকি। যখন যা পাই আর কি!

শৌভিক: তবে?

সানি: কী তবে? এত যে লোক আসবে, ব্লাড দেবে, সবার তল্লাশি আছে নাকি দাদা?

শৌভিক: দেখো ভাই, এখানে দশজন মিলে কাজ, সমিতির নাম আছে, দেখতেই পাচ্ছ। তোমার কথা আমি বুঝেছি। কিন্তু হুজ্জোতি করার লোক তো কম নেই। পরেশদা এরই মধ্যে গিয়ে ব্যবস্থা পাকা মেরে দেবে। পুলিশ-ফুলিশ ডাকবে, কী দরকার? থাকো কোথায় তোমরা?

সানি: কলাবাগান।

শৌভিক: তা হলে তো লোকাল। সামনের বার এসো। দেখবে, আমরা খুব প্রচার চালাই। এখানে এসে শৌভিকদা বলে যে কোনও দোকানে খোঁজ করলেই আমার চেম্বারে পাঠিয়ে দেবে। আমি ঠিক তোমাদের স্পট করে ফেলব।

সানি: চল টনটন। থ্যাঙ্ক ইউ শৌভিকদা। একটা কথা ছিল।

শৌভিক: বলো না ভাই।

সানি: আমরা ওই গারবেজ থেকে বোতলের ছিপিগুলো নিতে পারি?

শৌভিক: নিশ্চয়ই। এক কাজ করো না ভাই, আমাদেরও উপকার হয়, সামনেই শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে গারবেজ ক্রাশার লাগানো হয়েছে। দু'জনে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মিলে নিয়ে যাও না। ওখানে গিয়ে যা নেবার নিয়ে ড্রাম দুটো ফিরিয়ে দিয়ে যেয়ো।

দু'জনের কাঁধে ছিপির থলে। বিস্তর জমেছে। বাছতে সময় লাগবে।

বেলা পড়ে আসছে। অনেক ঘুরেছে দু'জনে। কিছু খেলে হয়।

টনটন বলল, "বে সানি, মনটা ছ্যামটা মেরে গেল। গঙ্গা যাবি বে।"

সানি: গঙ্গা? চল।

টনটন: ওখানে মিলেনিয়াম পার্ক থেকে সোজা হাঁটব। একদম প্রিন্সেপ ঘাট। প্রচুর ছিপি পাব।

সানি: তোর মোবাইলে পয়সা আছে?

টনটন: আছে না? কাকে কল দিবি?

সানি: গাব্বুকে বল, সবকে বল না বে। আজ একটু মজা মারি। মেজাজটা শালা টক করে দিল চুন্দিমুন্দিগুলো।

টনটন: যা বলেছিস বে। নিজেকে শালা কুকুরের মতো লাগছিল।

সানি: কুত্তা তো ওরা বে। পেশেন্টকে ব্লাড কি এমনি দেয়? টেস্ট করে দেয়। চুন্দিব্রাদার্স সব নিজেরাই সোনাগাছি দর্জিপাড়া ঘুর ঘুর করে তাই ভাবে সব্বার বুলাদি হয়েছে।

টনটন: একটু চান করতে পারলে ভাল্লাগত। বাড়ি যাবি?

সানি: বে ফোট। বাড়ি গেলে আর গঙ্গা যাব না। এই মাল বাছতে হবে না?

টনটন: চ' গঙ্গাতেই আজ গাবাব। পোঁদচোঁয়ানিগুলোর মুখের গন্ধ গঙ্গাজলেই ধুলবে।

সানি: অত কোঁকলাস না তো বে। দিন আমাদেরও আসবে। লটারিটা লাগতে দে। আমরাও শালা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প দেব। যত রক্ত শুষেছি, সবের একশো গুণ শোধ দিয়ে আসব শালা ব্যাঙ্কে।

টনটন: জ্যাকপট লাগবেই। কী বল।

সানি: লাগবেই। আর তো একটা।

টনটন বে সানি। জ্যাকপট লাগলে আনন্দে হার্টফেল হবে না তো?

সানি: ফেল হলে টাকা দিয়ে নতুন হার্ট কিনে লাগিয়ে দেব শালা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

টনটন: হাঃ হাঃ হাঃ!

সানি: হোঃ হোঃ হোঃ!

টনটন: সানি মাইরি, তোকে একটু চুমা খাব?

সানি: স্নানের পর খাস। গালে দাড়ি। দাড়িতে ময়লা চিপকে আছে।

টনটন: হাঃ হাঃ হাঃ। তুই তো আমাদের বস। তোর কথা মানতেই হবে। চল বে, একটা ছবি তুলি। টাকা হলে টেবিলে বাঁধিয়ে রাখব আমরা শালা জ্যাকপটের জন্য জঞ্জালও সাফ করেছি।

সানি: তুলবি? চল! ওই তো মাধুরী স্টুডিও।

টনটন: মাল্লু লাগবে তো বে।

সানি: মাল্লু আছে। চল, দুটো গেঞ্জি-প্যান্ট কিনি। চান করে পরব।

টনটন: এটা মাইরি ঘামে ময়লায় সেঁটে গেছে। হেঃ হেঃ! আমাদেরও টাকা হবে। আমরা বদলে যাব। ওফ্‌ফ্‌ফ!

সানি: সবই বদলায় বে। আমরাও বদলাব না কেন? ওই দ্যাখ, ওখানে দু'দিন আগেও পিয়াসের হোর্ডিং ছিল। এখন জুয়েলার্স। লাইফ আজ আছে কাল নেই। আবার লাইফ আজ এরকম তো কাল সেরকম।

দু'জনে ফোটো স্টুডিওতে গেল। স্টুডিওর লোকটি তাদের আপাদমস্তক দেখে বলল, "পুরো টাকা একবারে দিতে হবে। অ্যাডভান্স।"

"কত লাগবে?"

সানি টাকা বার করছে।

"ব্যাগ দুটো বাইরে রেখে যেতে হবে।"

"আমরা তো এগুলো নিয়েই ছবি তুলব।"

"কী আছে ব্যাগে?"

"আমারটায় মরা কুত্তা। ওরটায় আরও খারাপ। শুনবেন।"

"কী আছে? কী।"

"একটা জ্যান্ত লোকের কাটা মুন্ডু।"

"ফাজলামি হচ্ছে?"

"বিশ্বাস করলেন না? জানতাম করবেন না। তা হলে আর জিজ্ঞেস করলেন কেন? ছবি তুলবেন তো চলুন, নইলে টাকা ফেরত দিন।"

আমারবই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"ভেতরে গিয়ে বোসো।"

টনটন ঘুরে-ঘুরে ভেতরটা দেখছে। একটা পার্কের দৃশ্য আঁকা পর্দা। এক ধারে একটা সত্যিকারের সিঁড়ি, তার সঙ্গে ঠেসান দিয়ে সুন্দর বারান্দার কাট আউট। দরজা, ছাতের নোয়ানো অংশ, থাম্বা। সিঁড়িতে ফিট করে দিলেই একটা ছিমছাম বাড়ির ফোটো।

বাড়িটার গায়ে দুটো দুম্বো আরশোলা শুঁড় নেড়ে ঘুরছে। শুঁড়ই বোধ হয় শুঙ্গ। তার মানে আরশোলা দ্বিরেফ?

টনটন বলল, "দ্যাখ বে, মাল দুটো বোধ হয় বাড়িটার নালা খুঁজে পাচ্ছে না।"

"খিকখিক! যা বলেছিস!"

"অন্ধকারে থাকে, কিন্তু আলোয় বেরিয়ে আসে, না বে? সব দ্যাখ। আরশোলা, টিকটিকি, সাপ, পিঁপড়ে।"

"ঠিক, তবে জঙ্গলের জন্তুরা না।"

"আমরা আলোর প্রাণী না অন্ধকারের? এই তুই আমি খোকনা আমরা সব্বাই।"

"কী ভুলভাল বেফালতু যে বকিস মাঝে-মাঝে?"

"না। ভেবে দ্যাখ। এই যে লোকে আমাদের বিশ্বাস করে না, কেন করে না? তোকে কত ছোটবেলার বন্ধু হ্যাটা দেয়, ডোনেসন ক্যাম্প আমাদের ব্লাড নেয় না, পয়সা দিয়ে ছবি তুলতে এসেছি, তবু সন্দেহ। বে, আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?"

"তুই তো বললি গঙ্গা যাবি? আগে কিছু খাব।"

"খাওয়া তো আছেই। গঙ্গাও বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা কোথায় যাচ্ছি। আলো থেকে অন্ধকারে, নাকি অন্ধকার থেকে আলোয়?"

"লটারি লাগতে দে বে। সব আলোয় আলো।"

আমায় ডুবাইলি রে আমায় ভাসাইলি রে, অকূল দরিয়ায় বন্ধু কূল নাই রে... গুনগুনাচ্ছে টনটন।

লোকটা এল। প্রচুর আলো জ্বেলে দিল যেন তারা লটারি জিতে গিয়েছে।

ছবি উঠল, ছিক ছিক! ক্লিক ক্লিক!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিন রকম। দু'জনে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়ানো। পিঠে ঝোলা। এ ওর কাঁধ জড়িয়ে। পার্কে। আর-একটা বাড়ির সামনে সিঁড়িতে বসা, পায়ের কাছে ঝোলা দুটি।

পিয়াসের বোতলে মাল্লু মিশিয়ে এনেছে আজ গাব্বু। সঙ্গে হট ডগ, ফিশ ফ্রাই, ভেজ-চিকেন র‍্যাপ।

এনেছে সেই দুপুরে। বৈশাখের গরমে ভেপসে গিয়েছে।

খোকনা বলল, "কোনও ব্যাপার না। মালের সঙ্গে সব চলে।"

এ ব্যাপারে সবাই একমত। মালের সঙ্গে চিকেন পাচ্ছে, কম সৌভাগ্য?

সবারই আজ দেবশ্রীকে মনে পড়ছে। বসন্তর সঙ্গে তারা মাল খেতে বসত। দেবশ্রী চাট বানাত। চিকেন পকৌড়া বানিয়েছে কতদিন। কিন্তু আজ কেউ দেবশ্রীর নাম নিল না।

পাঁচজন ঘন হয়ে বসে সংগৃহীত ছিপি পরখ করছে। কোনও মজা নয়, কোনও লাফড়া নয়, সিরিয়াস। একটা করে দেখছে, আর ছুড়ে ফেলছে। যেন সমুদ্রে ঝিনুক কুড়োয় আর ছুড়ে ফেলে। সেই ঝিনুক চায় যাতে মুক্তো লুকনো। ঝিনুকে ঝিনুক আর ছিপিতে ছিপি। ছিপি ছোড়ে ছোঁড়াগুলো। খোকনা, ছোটকু, গাব্বু, টনটন!

এবার সানি ছুড়ে ফেলল না। এক চুমুক মাল খেল। মুঠো খুলে ভাল করে ছিপিটা দেখল। আবারও আঁকড়ে ধরল। ফেলল না। আরও এক ঢোক মাল খেল।

ডান হাতের মুঠোয় ছিপি। দুটি হাত মুঠি করে বুকের কাছে এনে, মাথা ঝুঁকিয়ে থরথর কাঁপতে লাগল সানি।

"কী বে সানি?"

"আরে বস, এমন ধুলসে গেলে হবে? এখনও অনেক চেকিং বাকি।"

"বললাম আগে চান করে নে। ভাল্লাগবে।"

"বে সানি! ওই...!"

সানি মুখ তুলল। চোখ লাল। নিঃশব্দে ডান হাতের মুঠি তুলে বাড়িয়ে দিল খোকনার দিকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"কী বে? পেয়েছিস?"

"ভাল করে দ্যাখ তো বে। ঠিক দেখলাম কিনা।"

"বে সানি! ওটা পাঁচ নম্বরি!"

"বললাম তো। ভাল করে দ্যাখ।"

"হ্যাঁ তো। এটা পাঁচ নম্বরি! উই আম্মা! খানকিনাকিন দোনচানাচন। জ্যাকপট লেগে গেছে বে, জ্যাকপট! তিন কোটি! উহু হু হু হু হু! তিন কোটি!"

খোকনা দুম্মাচুম্মা করে দিচ্ছে সানিকে!

গাব্বু ফিই ফিই শিস মারছে।

ছোটকু চপাস চপাস গলায় চালছে অবশিষ্ট মদ।

গাব্বু বলল, "কিন্তু আমাদের আগেই আর কেউ পেয়ে যায়নি তো?"

ছোটকু বলল, "না বে না। পেলে আমি শুনতাম। কারখানায় ঝটকা লেগে যেত। তিন কোটি! মাম্মা! তিনইইন কোওওটি!"

টনটন গায়ের গেঞ্জি খুলে ছুড়ে দিল কাদায়। চিৎকার করছে, "মা আ আ আ! বড়লোক হয়ে গেছি মা আ আ আ। ও মা গোওওও! চল বে গঙ্গায় নামি। চল-চল গঙ্গায় নামি। মাগো, সব পাপ ধুয়ে দাও মা। সব অন্যায় মাফ করে দাও মাগো।"

দ্রুত পায়ে সিঁড়ি টপকাচ্ছে টনটন। প্রায় লাফিয়ে নামছে।

সানি চিৎকার করছে, "পা পিছলাবে টনটন। আস্তে।"

টনটন শেষ ধাপে চলে যাচ্ছে। নামছে, নামছে। কোমরজল, বুকজল, গলাজল। গলা ছেড়ে গান ধরেছে, "গঙ্গা আমার মা আ আ আ, পদ্মা আমার মা আ আ!"

কিছু দূরে একটা লঞ্চ যাচ্ছে। অল্প ঢেউ উঠল। জোয়ারের নদী। ছোট্ট ঢেউ প্রবল হয়ে গল্লাত গাল্লুত শব্দে ভেঙে পড়ল পাড়ে। ধাক্কা মারছে। বারবার। যেন ছুবলাচ্ছে।

গঙ্গা আমার মা আআ, পদ্মা আমার মা... টুপ করে টনটন জলে ডুবে গেল।

"এই বে! টনটন কোথায়?"

"মাল জলে নেমে পড়েছে।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"নেমেছে কী বে, মাল সাঁতার জানে না!"

ছোটকু চিৎকার করছে, "আমাদের বন্ধু ডুবে গেছে। বন্ধু ডুবে গেছে।"

জলে ঝাঁপিয়েছে সানি। নৌকা থেকে মাঝিরা। পাড় থেকে সাঁতার জানা লোক।

খোকনা পাঁচ নম্বরি ছিপিটা গাব্বুর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, "চেপে রাখ!"

সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আজ আবার একটা মৃতদেহ সাজাচ্ছে তারা। শিয়ালদা থেকে কিনেছিল নতুন গেঞ্জি আর আধপেন্টুল, সেসব পরানো। সানি চুপ করে মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

বেশিক্ষণ খুঁজতে হয়নি। দ্বিতীয় হুগলি সেতুর নীচ থেকে পাওয়া গিয়েছিল তাকে। জোয়ারের কারণে ডুবতে-ডুবতেও সে ভেসে যাচ্ছিল। মাথাটা সজোরে লেগেছে ভাসমান বয়ায়। খুলি শত-চিড় হয়ে গিয়েছে। নিষ্প্রাণ।

আবার একটা মর্গ।

আবার একটা বডির জন্য অপেক্ষা।

আবার একটা খাট সাজানো।

বসন্ত একটুও লাভ না রেখে খাটটা ফ্রি দিয়েছে। তারা চারজন কাঁধ দেবে না তো কে দেবে!

দেবশ্রীর বেলায় যেমন, টনটনের ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। লোক ভেঙে পড়েনি, তাকে দেখার জন্য। পেটে অ্যালকোহল পাওয়া গিয়েছে তো।

আজকালকার ছেলেছোকরা, কোনও আদর্শ নেই, লক্ষ্য নেই, দেশের-দশের ভাবনা নেই, বাপের পাশে দাঁড়িয়ে সংসারের হাল ফেরাবে তার প্রচেষ্টা নেই, কেবল আত্মপরায়ণতা। কেবল বন্ধুবান্ধব। এইসব ছেলে এভাবেই মরে।

যেমন অর্থহীন জন্মায়, তেমনি অর্থহীন মরে।

লোকের কাজ নেই? একটা ফালতু লাশ, দু'দিন মুর্দাঘরে গাদাই হয়ে ছিল, তাকে কে দেখতে যাবে? কেন?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বন্ধুরা খাট বইছে।

টনটন, বে টনটন...

বসন্তও যাচ্ছে। দু'হাজার টাকা দিয়েছে টনটনের বাপের হাতে। ব্যবসার পাওনা।

মৃদু স্বরে বসন্ত বলল, "বলো হরি।"

সানি বাদে তিন বন্ধু বলে উঠল, "হরিবোল!"

হাসপাতাল, মর্গ, শ্মশান তারা পাঁচজন একসঙ্গে। নেশা, পাপ, অপকর্ম তারা পাঁচজন একসঙ্গে। একটাই স্বপ্নের লকেট পাঁচজন পরতে যাচ্ছিল, একজন খসে পড়ল, টুপ।

জীবন অনিত্য। মৃত্যু অনিবার্য।

প্রাণ বিস্ময়। মৃত্যু বিস্ময়াতীত।

শ্মশানে খাট নামাল। কোথাও কোনও শব্দ নেই। শুধু বৈশাখে বৈশাখে শ্রাবণে শ্রাবণে জন্ম-মৃত্যুর ঋণ শুধবে বলে যেখানে-সেখানে যখন-তখন বেজে ওঠে রবীন্দ্রগান!

দেবশ্রী শুনত এইসব গান। তার ফেরত দেওয়া ঘিতোবিথান বইখানা গাব্বুর ব্যাগ থেকে এখনও নেওয়া হয়নি সানির। সে পায়চারি করতে লাগল। কোথায় 'নিঠুর হে নিঠুর হে' গান বাজছে। থামল। অন্য একটা গান শুরু।

"তোমার কাছে এ বর মাগি, মরণ হতে যেন জাগি, গানের সুরে...

সানি পায়চারি করছে। দ্রুত। আরও দ্রুত। ছুটে এল। ঝাঁপিয়ে পড়ল খাটের উপর, "এ কী গান বে, এ কী গান! এ কী ভয়ঙ্কর গান। বিশ্বাস কর বে, যখনই কোনও মড়া পোড়াতে আসি, মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, বিশ্বাস হয় না, আত্মা তো মরে না, অবিনশ্বর আত্মা, তা হলে মানুষ কেন মরে? প্রত্যেকবার মনে হয় এই চোখ খুলবে। মড়াটার মধ্যে আত্মা রিটার্ন হয়ে যাবে বে। কিন্তু কখনও হয় না!"

সানি কাঁদছে বুকফাটা কাঁদন।

বাপ পিটত, কাঁদত না।

বাপ ছেড়ে গিয়েছে, কাঁদেনি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খিদেয় কাঁদেনি।

অপমানে না।

অনুশোচনায় না।

দেবশ্রীর মৃত্যুতেও না।

আজ কাঁদছে। মৃত বন্ধুর খাটে মাথা ঠুকে-ঠুকে। জীবিত বন্ধুদের স্পর্শে গলে যেতে-যেতে।

"আমার মাকে কত কষ্ট দিই রে! সবসময় ভয় লাগে, মা যদি চলে যায়! যদি আমাকে ছেড়ে যায়! ভালবাসি বলিনি। আই লাভ ইউ বলিনি। কেন বলতে পারি না? কেন? কেন? রে টনটন,তুই আমার সঙ্গে ছবি তুললি কেন?..."

অসংলগ্ন। প্রলাপের মতো কান্না। আর কান্না কখনও-কখনও সংক্রামক! সেইসব কান্নায় জগৎ স্থবির হয়ে যায়।

পিয়াসের ঝকঝকে অফিসে বসে আছে চারজন। গলা শুকিয়ে কাঠ। বুক ঢিবঢিব করছে। আর কতক্ষণ? ক'ঘণ্টা? কত মিনিট? তিন কোটি টাকা পাবে তারা!

তিন কোটি!

তিন কোটিকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে কত হয়? ষাট লক্ষ।

কেন? পাঁচ দিয়ে কেন? টনটন তো নেই।

খোকনা: ওর ভাগ ওর বাড়ির লোক পাবে।

সানি: কেন পাবে বাড়ির লোক? এটা কি এল আই সি নাকি?

গাব্বু: দ্যাখ রে, বাড়ির লোক বাড়িতে। এটা আমাদের টাকা। যে নেই, সে নেই। টাকা চার ভাগই হবে।

ছোটকু: হ্যাঁ। চার ভাগ। তা'লে আমরা পঁচাত্তর লাখ করে পাব। এবার কেউ টনটনের ফ্যামিলিকে কিছু দিতে চাইলে দেবে।

খোকনা: ঠিক আছে। তোরা যা বলবি।

সেই তিন কোটি। একজন খসে গিয়ে চারজনকে আরও ধনী করে দিয়ে গেল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কখন পাবে?

পিয়াস! পিয়াস! বড্ড পিপাসা!

এক চকচকে স্মার্ট যুবক এল।

"বলুন তো, আপনারা ঠিক কী চান?"

"পিয়াস ধামাকার ব্যাপারে আমরা এসেছি।"

"ধামাকা! কোনটা?"

"কোনটা? পাঁচটা নম্বরি ছিপি লাগাতে পারলে তিন কোটি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক!"

"আমরা এনেছি!"

"এনেছেন! স্ট্রেঞ্জ!"

"খোকনা, বের কর।"

"শুনুন। আপনাদের একটু ভুল হচ্ছে। আসলে যেটা হয়েছে, ওই ধামাকা চালু ছিল। কিন্তু দু'সপ্তাহ আগে ওটার টাইম শেষ হয়ে গেছে। মাত্র তিন দিন টাইম ছিল! আপনারা খেয়াল করেননি বোধ হয়। সব জায়গায় লেখা ছিল... ছোট করে। টার্মস অ্যান্ড কনডিশনস... আমরা সত্যিই দুঃখিত..."

বেরিয়ে আসছে। মাথা নিচু। চোখ শূন্য। পেট খালি। হৃদপিণ্ড রক্তহীন।

চুপচাপ হাঁটছে।

বাসে উঠল। বসার জায়গা নেই। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, ঝিমোতে-ঝিমোতে, ঝাঁকুনি খেতে-খেতে চলল।

"চল বে খালাসিটোলা যাই।"

"চল।"

"নসিব শালা এমন গদ্দারি করল।"

"টাইমের ব্যাপারটা... বিশ্বাস কর... কেউ বলেনি।"

"ছাড় বে। জানি।"

নামল বাস থেকে।

ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ি দাঁড়ানো। গাব্বু আঙুল তুলল, "দ্যাখ বে সানি।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খোকনা বলল, "জয়, না?"

ছোটকু বলল, "গাড়িটা দামি, না রে?"

গাব্বু জিজ্ঞেস করল , "পাশে ওর মা?"

"হ্যাঁ।"

ভরপুর মাল খেল চারজন।

টং। কিন্তু টলটলায়মান নয়। সুচিন্তিতভাবে সংগ্রহ করেছে হতাশা, যন্ত্রণা, বিক্ষোভ ও ঈর্ষানলের ইন্ধন পেট্রল কেরোসিন দেশলাই।

ফাঁকা রাস্তা রাত্রির চাঁদভোলানি আলোয় থইথই।

চারজন দাঁড়াল মুখোমুখি। জিন্‌সটিনস পড়ে যথাসাধ্য ভদ্র, সুদর্শন সেজেছিল।

জ়িপার টানল। ছিপি খুলল। বেরিয়ে এল চারটি পুরুষকার। একত্রে প্রস্রাব করতে লাগল খোলা রাস্তায়। চারটি উপবৃত্তাকার বলয় মিলে যাচ্ছে জলে, স্থলে, গ্রীষ্মের ভাপে মজা সমীরে-সমীরে।

এই সমূহ প্রস্রাব চলেছে কোথায়?

জয়ের দোকানে।

ওই জয় সানিকে হ্যাটা দিয়েছিল। আজ শোধ তুলবে। ছাগলের ছালবাকলা, দামি গাড়ি চেপে নাকের ডগায় ড্যাকনা মারছে! মায়ের দড়িচোরের দল!

অনেক রাতে চারজন এসে দাঁড়াল জয়ের বন্ধ দোকানের সামনে। ভারী শাটার ফেলা। একপাশে জামাকাপড়ের দোকান, অন্য পাশে বই।

জয়ের দোকানের সঙ্গে এগুলোও যাবে।

যায় যাবে। তাদের কী!

একটা কুকুর পা শুঁকছে। উঁশ উঁশ! ডাকল, ঘেউ!

সানি লাথ কষাল।

ঘ্যাঁক, ঘাঁউউউ!

জিন্‌সের উপর দিয়ে দাঁত বসিয়েছে কুকুরটা। ছাড়ছে না। কালো কুচকুচে রং। তাগড়া চেহারা। যন্ত্রণায় দম আটকে আসছে সানির।

"পেট্রল দে," সানি আদেশ দিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"দোকানে?"

"আগে কুকুরটাকে।"

"না। চিল্লিয়ে লোক জাগাবে।"

ছোটকু পাথর-ইট খুঁজছে।

"দাঁড়া বে।"

গাব্বু ব্যাগ থেকে নাইলন দড়ি বার করছে।

সানি নড়তে পারছে না। কুত্তার বাচ্চা পা কামড়ে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? কী যন্ত্রণা! বাপের নাম ভুলে যাচ্ছে সানি। এটা সেই কাল্লু? জয়ের পোষা? পাহারা দেয়?

গাব্বু আলতো দড়ির ফাঁস লাগাল কুকুরের লেজে। এক হ্যাঁচকা টানল। লেজটা ঝুলে পড়ল। পা ছেড়ে লুটোচ্ছে কুত্তাটা। দড়ির অন্য প্রান্তে ফাঁস দিয়ে মাথায় গলিয়ে দিল গাব্বু। মোক্ষম টানল।

"জিভ বেরিয়েছে! দ্যাখ! জিভ!"

সফল ফাঁসির উল্লাস গাব্বুর গলায়।

সানি পা চেপে বসে আছে।

"শালা পা ফুটো করে দিয়েছে।"

জিন্‌স রক্ত শুষে নিচ্ছে জোঁকের মতো।

"শাটারে ছেটা। মাল গলিয়ে দে তলা দিয়ে। লাগা আগুন।"

হিস্‌স্‌স! ছিক ছিক ছিক!

নিমেষে ছড়িয়ে যাচ্ছে আগুন। চারজন সে আগুনে ঝকমক করছে।

মহাত্মা গাঁধী রাস্তা দিয়ে দ্রুত ধাবমান একটি গাড়ি আকস্মিক ব্রেক কষল। ক্রিইইইচ ক্যাচ শব্দ হল চাকায়।

এক মুহূর্ত তাকাল সানি। লাফিয়ে উঠল।

"পেট্রল কার! পুলিশ! ভাগ!"

যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে। সমস্ত ওলি-গলি গলতা-গলতি চেনা।

সানিও পালাচ্ছে। কিন্তু কুকুরের কামড় সমেত পালানো অত সোজা নয়। সানির চেয়ে ভাল আর কেই বা জানে!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সে অন্ধকার খুঁজতে লাগল। আরও আরও অন্ধকার। আরও।

একটুও আলো নেই।

একটুও ভয় নেই।

জাগরণ নেই।

পেটের ধান্দা নেই।

মাতৃ-গর্ভের মতো।

নিরাপদ। নিরাপদ।

মাতৃগর্ভও কি নিরাপদ?

সানি বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল। পুলিশ কি পিছু ছাড়েনি?

এই তো! বাড়ির দরজা!

এই তো! ভিতরে মা! আর ভয় নেই। পুলিশ কিস্যু করতে পারবে না। মা আছে। মা।

মা! দরজা খোল! মা!

আরেঃ! সে তো তালা দিয়ে যায়! চাবিটা কোথায়? শালার চাবি! চাবি!

তালাবন্ধ মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগল সানি! চাবি খুঁজছে। খুঁজেই চলেছে! তার একমাত্র নিজের মানুষটার কাছে যাওয়ার বিস্ময়কর চাবি!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও